চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে–স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 146 Friday, 26 April, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৪৬ সংখ্যা ✱ ১৩ বৈশাখ, ১৪৩১, শুক্রবার, ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী অরুন উদয় পাল চৌধুরীর সমর্থনে এক জনসভায় রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মালদা দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকারের নির্বাচনী প্রচারে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ও ভিড় চোখে পড়ার মতো। ...বিস্তারিত পাতা ৭

ভারতীয় ক্রিকেট তো বটেই, সব দুনিয়াতেই এই শব্দের উপস্থিতি প্রবল। আপস কি সর্বত্রই করতে হয়? হয়তো হয়, না হলে সিধু এই দাবি তুলে দেবেন কেন? ...বিস্তারিত পাতা ৮

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চাইলে বিজেপির ভাণ্ডারকে উপড়ে ফেলে দিন!

মেদিনীপুরের সভা থেকে বদলের ডাক মমতার

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৫ এপ্রিলঃ দাঁতনের সভা থেকে নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোরাধ্যায়। তিনি সরাসরি নাম না করলেও শুভেন্দুকে নিশানা করে বলেছেন, ''মেদিনীপুরের সবচেয়ে বড় গদ্দার। বোমা ফাটাবে বলে ২৬ হাজার চাকরি খেয়ে নিল। মেদিনীপুরে মিরজাফরের চেয়েও বড় গদ্দার রয়েছে।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, ''আমরা চাকরি দিচ্ছি আর ওরা চাকরি খাচ্ছে।'' তিনি সরাসরি অভিযোগ করেছেন, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে কারোর কাছ থেকে কিছু নেননি। এমনকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরেও চাকরি পেয়েছেন অনেকে। টাকা বাঁচাতেই বিজেপিতে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন মেদিনীপুরের মিরজাফর সবচেয়ে বেশি গদ্দারি করেছে। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে গেলে স্কুল চলবে কি করে। এই নিয়ে তীব্র আক্রমন শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেছেন, এই রায়কে তিনি মেনে নিতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেছেন, গদ্দারি করে এতোগুলো শিক্ষকের চাকরি খেয়েছে। নিজেরা যে কিছু নেয়নি সেটা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না। তারাও লিখে দিত চাকরির জন্য। কাজেই তারাও যে দুর্নীতি মুক্ত সেটাও বুকে হাতদিয়ে বলতে পারবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিমতো হুঙ্কার দিয়েছেন, মেদিনীপুরে বিনা যুদ্ধে কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন বিজেপি লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দিতে চাইছে। মমতা বলেন, ''বিজেপির নেতারা বলেছে তিন মাস বাদে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেব। আমি ওদের বলি, তোদের আগে বন্ধ করব, তারপর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা চিন্তা করিস। এটা রাজ্যবাসীর টাকা, ওদের (পড়ুন বিজেপি) টাকা নয়।'' মমতা সভায় যারা এসেছেন তাঁদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ''আপনারা চান লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চলুক? তাহলে বিজেপি ভাণ্ডারটাকে উপড়ে দিন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চলছে, চলবে।'' এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির রায় নিয়ে ফের একবার সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। পর্ষদের পক্ষ থেকেও সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে। কিছুতেই এই রায়কে রাজ্য সরকার মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির রায় বেরোনোর আগের দিন শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন এমন একটি বোমা ফাটবে যাবে বেসামাল হয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেস, রাজ্য সরকার। তিনি শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে বলেছেন লোড শেডিং করিয়ে, গুণ্ডা দিয়ে ভয় দেখিয়ে ভোটে জিতেছে। একুশের বিধানসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু জিততে পারেননি। তমলুকে দেবাংশুর সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দুকে নিশানা করে বলছেন, ''কার কার চাকরি খাবেন উনি ঠিক করবেন। কার বাড়িতে ইডি, সিবিআই এনআইএ যাবে সেটাও তিনি ঠিক করে দেবেন। ওর এক পকেটে বোমা এক পকেটে সিবিআই। নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে মনে করছেন।''

মমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ গৃহীত হল হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য অনিন্দ্য সুন্দর দাস এবং কৌস্তভ বাগচীর তিনটি আলাদা আলাদা আবেদনের ভিত্তিতে এই মামলা গ্রহণ করে আদালত। আদালতের প্রশাসনিক দিক যা প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে রয়েছে, সেখানে ঠিক হবে এই মামলা কোন বেঞ্চ শুনবে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর বলা বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দিয়েছেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। হলফনামায় মুখ্যমন্ত্রীকে সাবধান করার আবেদন জানিয়েছেন বিকাশ রঞ্জন। বিচারপতি তখন বলেন, ''এর আগেও হাইকোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করেছে।'' বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''ওঁ (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বারবার বিভিন্ন জায়গায় বিচারপতি, বিচার প্রক্রিয়া, বিচার ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছেন।'' প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিতে ২০১৬ সালের গোটা প্যানেলই বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তাতে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম দশম, একাদশ দ্বাদশের মোট ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫ হাজারের কিছু বেশি জনের চাকরিতে বেনিয়ম রয়েছে। তবে আদালতের বক্তব্য, রাজ্য সরকার কিংবা এসএসসির তরফে যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা আলাদা করে দেওয়া হয়নি। নিয়োগ বাতিলের রায়কে 'বেআইনি' বলে চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে গিয়েও এই নিয়ে মন্তব্য করেছেন। আউশগ্রামে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''আমিও আইনের ছাত্রী ছিলাম, এখনও বার কাউন্সিলের মেম্বার। আমি জাজেস নিয়ে কথা বলব না। কিন্তু জাজমেন্ট নিয়ে কথা বলার অধিকার আমার আছে।'' হাইকোর্টের রায় প্রভাবিত বলেও বিজেপিকে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী বুধবারই কলকাতা হাইকোর্টে মেইল করে অভিযোগ জানিয়েছেন।

নিয়োগ বাতিল রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম আদালতে ১৮৪

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ ২০১৬ সালের নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতার ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের একটি অংশ সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। তাঁদের ২০১৬ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অষ্টম পর্যায় কাউন্সেলিং হয়। এই অষ্টম পর্যায় কাউন্সিলিং হওয়া চাকরি হারানোর সংখ্যা ১৮৪। আদালত তাঁদের চাকরি বাতিল করেছে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলে নাম থাকার অভিযোগে। যদিও এই চাকরিহারাদের দাবি তাঁদের প্যানেল মেয়াদ উত্তীর্ণ নয়। প্যানেল মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে গেলে এসএসসি পক্ষ থেকে নোটিস বা বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে হবে এই মেয়াদ কত দিনের। সেরকম কোনও নোটিস কিন্তু ইস্যু করা হয়নি বা কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি, দাবি এই চাকরিহারাদের। অন্যদিকে তাদের অভিযোগ সেই হিসাবে ধরতে গেলে অষ্টম পর্যায় কাউন্সেলিয়ের আগে যাঁদের কাউন্সেলিং হয়েছে বা তাঁদের পরে যাঁদের কাউন্সেলিং হয়েছে, তাঁদেরও তালে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল হওয়া উচিত। তাঁদের দাবি, কোনও দুর্নীতির অভিযোগ নেই। প্রাক্তন বিচারপতি আরএন বাক কমিটির রিপোর্টেও তাঁদের নাম উল্লেখ নেই। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির উল্লেখ নেই সিবিআই-এর রিপোর্টেও। তাঁদের সঙ্গে ওএমআর শিটও সঙ্গে রয়েছে। এই চাকরি হারাদের দাবি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ এই প্যানেলের তিনজনকে চাকরিও দিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁদের প্রশ্ন, তাহলে কীসের ভিত্তিতে তাঁদের চাকরি বাতিল করা হচ্ছে?

২ মাসের মধ্যে ৮০০ প্রার্থীকে চাকরি দিতে হবে, বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

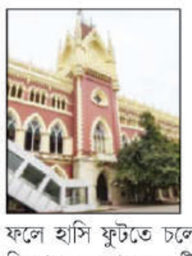

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ সদ্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যে প্রায় ২৫০০০ চাকরি বাতিল হয়েছে। বড় ধাক্কা খেয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন তথা রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে সেই মামলা। এবার নিয়োগ নিয়ে এল সুখবর। আগামী ২ মাসের মধ্যে চাকরি দিতে হবে বলে অন্য একটি মামলায় নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। এর ফলে হাসি ফুটতে চলেছে প্রায় ৮০০ চাকরি প্রার্থীর পরিবারে। প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগেই আটকে ছিল নিয়োগ। ২০০৯ সাল থেকে ওই প্রার্থীরা নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছেন। অবশেষে তাঁদের জন্য এল স্বস্তির খবর। প্রাথমিকের নিয়োগে যে উত্তর ২৪ পরগণায় দুর্নীতি হয়েছে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। এ কথা শুনে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ''আপনারা কী চান? তদন্ত হোক? নাকি বোর্ড চাকরি দেবে?'' সংসদের তরফে বলা হয়, ''আমরা চাকরি দিতে প্রস্তুত''। ২০০৯ সালের প্রাথমিক নিয়োগ নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও উঠেছিল অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে চলে আন্দোলন। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে প্রায় ১৫০০ প্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এদিকে, গত সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের রায় ২০১৬ সালের এসএসসি-র নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজারের বেশি চাকরি বাতিল হয়েছে। রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ও রাজ্য সরকার। সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পাওয়ার মতো অভিযোগও উঠেছিল সেই মামলায়।

জোড়া চাপে সুজয়কৃষ্ণ, কণ্ঠস্বরের নমুনা মেলায় জেরা করতে চায় সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ সাঁড়াশি চাপে কালীঘাটের 'কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। ইডি-র তদন্তে কণ্ঠস্বরের নমুনা মিলে যাওয়ার পর এবার সুজয়কে জেলে গিয়ে জেরা করার আবেদন জানাল সিবিআই। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলে গিয়ে জেরার আবেদন। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে জেরা করতে চায় সিবিআই। সুজয় ছাড়াও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অয়ন শীলকেও জেরা করতে চায় সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'কাকু'র কণ্ঠস্বর নিয়ে একাধিক ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে সেই ধোঁয়াশায় ছেদ পড়ল। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনার রিপোর্ট জমা করে ইডি জানিয়ে দেয়, অডিয়ো ক্লিপে পাওয়া কণ্ঠস্বরই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের। ফরেন্সিক রিপোর্টে তাই ধরা পড়েছে। ওই অডিয়ো ক্লিপে 'কাকু'কে এক প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে শোনা গিয়েছে। কণ্ঠস্বর সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরও হাইকোর্টে বিচারপতি অমৃতা সিনহার ভর্ৎসনার মুখে পড়ে ইডি-সিবিআই। কেন তদন্তের অগ্রগতি এত শ্লথ, তা জানতে চান বিচারপতি। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ জুন। তার মধ্যে মামলার পরবর্তী রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইডিসিবিআইকে। হাইকোর্টের নির্দেশের পর তৎপর সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা এবার জেলে গিয়ে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে জেরা করতে চান। বিচারপতি তদন্তকারীদের কাছে জানতে চেয়েছেন, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের আয় ও সম্পত্তির উৎস কী? তার সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতিরই বা কী যোগ রয়েছে?

'যোগ্য' চাকরিহারাদের এপ্রিল মাসের বেতন দেবে সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ ভোটের আগে অন্যতম বড় খবর। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের প্রত্যেককে এপ্রিলের বেতন দেবে সরকার। এমনটাই সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার ও এসএসসি। সেই মামলা উচ্চ আদালতে গৃহীত হয়েও গিয়েছে। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, এপ্রিল মাসের বেতন 'যোগ্য' চাকরিহারারা পাবেন। যেহেতু মামলাটি আদালতে বিচারাধীন। সেই কারণে চাকরিহারাদের বেতন এখনই বন্ধ করবে না রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, গত সোমবার ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করে দেন কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সাব্বির রশিদি। চাকরি বাতিল হয় ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের। চার সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃদ্যোপাধ্যায় ওই দিনই জানান তিনি চাকরিহারা সকলের পাশে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে দাবি করেন, কলকাতা হাইকোর্টে আগেই তারা অযোগ্যদের তালিকা, নাম, রোল নম্বর সহ হলফনামা পেশ করেছেন। যেহেতু বিষয়টি বিচারাধীন, সরকার কি বেতন দিতে পারে? কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি বাতিল হয়েছে। তবে এখনও এসএসসি ও ডিআইদের কাছে কোনও বার্তা যায়নি যে, চাকরিহারাদের নিয়োগপত্র বাতিল করা হল বা উইথ ড্র করা হল। কোনও পদক্ষেপ করার আগেই সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। যেহেতু মামলা বিচারাধীন সেই কারণে কোনও নির্দেশ বা পর্যবেক্ষণ আসার আগে সরকার বেতন দেবে বলেই সূত্রের খবর।

ব্যক্তিগত আক্রমণ মোদি-রাহুলের, জবাব চাইল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের যত দফা এগোচ্ছে, ততই পারদ চড়ছে রাজনীতির। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে শাসকবিরোধী দলগুলি একে অপরকে আক্রমণ করছেন। সম্প্রতিই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও একে অপরকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন। এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও করেছে বিজেপি-কংগ্রেস। এবার সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই নোটিস পাঠাল কমিশন। লোকসভার নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি একে অপরকে যে আক্রমণ করেছেন, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপি। ঘৃণামূলক মন্তব্য ও বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এরপরই আজ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে বিজেপি, কংগ্রেস-দুই দলকেই নোটিস পাঠানো হয়েছে। বিজেপির সভাপতি জেপি নাডডা ও কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গোর কাছ থেকে তাদের দলের নেতাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের জবাব চাওয়া হয়েছে। আগামী ২৯ এপ্রিল, সকাল ১১টার মধ্যে দুই নেতাকে আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগের জবাব দিতে বলা হয়েছে। দুই পাতার বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তারকা প্রচারকদের কাছ থেকে উচ্চ মানের বক্তৃতা আশা করা হয়, কিন্তু অনেক সময় নির্বাচনের উত্তাপে তারা নিম্ন স্তরে নেমে আসে। দলগুলির প্রাথমিক দায়িত্ব তাদের প্রার্থীদের, বিশেষ করে তারকা প্রার্থীদের আচরণ স্থির করার। এক্ষেত্রে বিজেপির জেপি নাডডা ও কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়্গোকে তাদের তারকা প্রচারকদের আচরণ ও মন্তব্যে রাশ টানতে বলা হয়েছে। এর আগে কংগ্রেসের সুপ্রিয়া শ্রীনাথ ও বিজেপির দিলীপ ঘোষের মন্তব্য নিয়েও দলকে সতর্ক করেছিল নির্বাচন কমিশন। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ নির্বাচন কমিশনকেই কটাক্ষ করে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সময়ে তারা অতি সতর্ক হয়ে যায়।

অসহযোগিতার অভিযোগ মানতে নারাজ এসএসসি!

অযোগ্যদের তালিকা জমা দেওয়া হয়েছিল, বললেন চেয়ারম্যান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি চলে গেছে এই নির্দেশের ফলে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধেই অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করে দিলেন এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। ''৫ হাজার জনের জন্য কেন ২৬ হাজার জন ভুগবেন, কেন যোগ্য-অযোগ্যদের বিভাজন করা হল না'', মূলত এই প্রশ্নই তুলেছে এসএসসি। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যোগ্য এবং অযোগ্যদের তালিকা আদালতে জমাই দেয়নি কর্তৃপক্ষ। তবে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এসএসসি চেয়ারম্যান জানান, যোগ্য এবং অযোগ্যদের তালিকা কলকাতা হাইকোর্টে জমা দিয়েছিল এসএসসি। গত ১৩ ডিসেম্বর হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছিল। তাতে আদালত সন্তুষ্ট না হওয়ায় ফের ১৮ তারিখ হলফনামা জমা দেওয়া হয়। এসএসসি চেয়ারম্যান স্পষ্টত জানান, ''গ্রুপ সি, গ্রুপ ডির চাকরি আদালত বাতিল করে দিয়েছিল। এই ক্ষেত্রে আমাদের রুল ১৭-এর মতো সমগোত্রীয় রুল নেই, তাই আমরা সুপারিশপত্র প্রত্যাহার করতে পারেনি। সেটা জেনে আদালত ওঁদের চাকরি বাতিল করে। পরে আদালত আমাকে তলব করে। ২০ ডিসেম্বর আমরা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট স্ট্যাটেসটিক্যাল রিপোর্ট জমা দিই। অযোগ্যদের তালিকা বলতে যা বোঝানো হচ্ছে, তা হলফনামা আকারে হাইকোর্টে পেশ করেছিলাম।'' কলকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, অযোগ্যদের চিহ্নিত করা যায়নি। বেআইনিভাবে যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেনি এসএসসি। সেই প্রেক্ষিতেই গোটা প্যানেল বাতিল করে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে বলেছে আদালত। ইতিমধ্যেই চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালতে পৃথক ভাবে মামলা করেছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর, এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদও। সোমবার সকালেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শাব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের এসএসসির পুরো প্যানেলের মোট ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি, যারা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের প্রাপ্ত পুরো বেতন বার্ষিক ১২ শতাংশ সুদ-সমেত ফেরত দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যা নিয়ে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। যদিও সকলকে টাকা ফেরত দিতে হবে না। প্যানেল বহির্ভূত চাকরিপ্রার্থী যারা নিয়োগ পেয়েছে, পাশাপাশি যারা ব্ল্যাঙ্ক (ফাঁকা) ওএমআর শিট জমা দিয়েও চাকরি পেয়েছে তাদের চাকরি পাওয়ার পর এতদিন পর্যন্ত বেতন ফেরত দিতে হবে। একই সঙ্গে, কলকাতা হাইকোর্ট সোমবারের রায়ে বলেছে, সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ ধারা লঙ্ঘন করে যেসব প্রার্থীর নিয়োগে সম্মতি দেওয়া হয়েছিল তাদের চাকরি বাতিল। অর্থাৎ সকলকে নয়, এইভাবে যারা চাকরি পেয়েছেন তাদেরই বেতন ফেরত দিতে হবে।

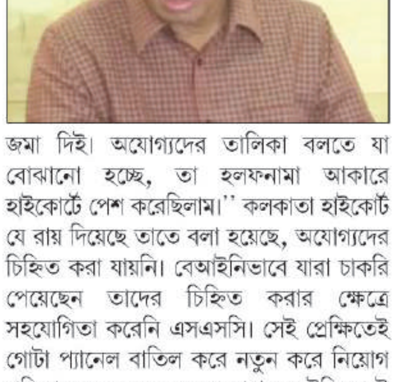

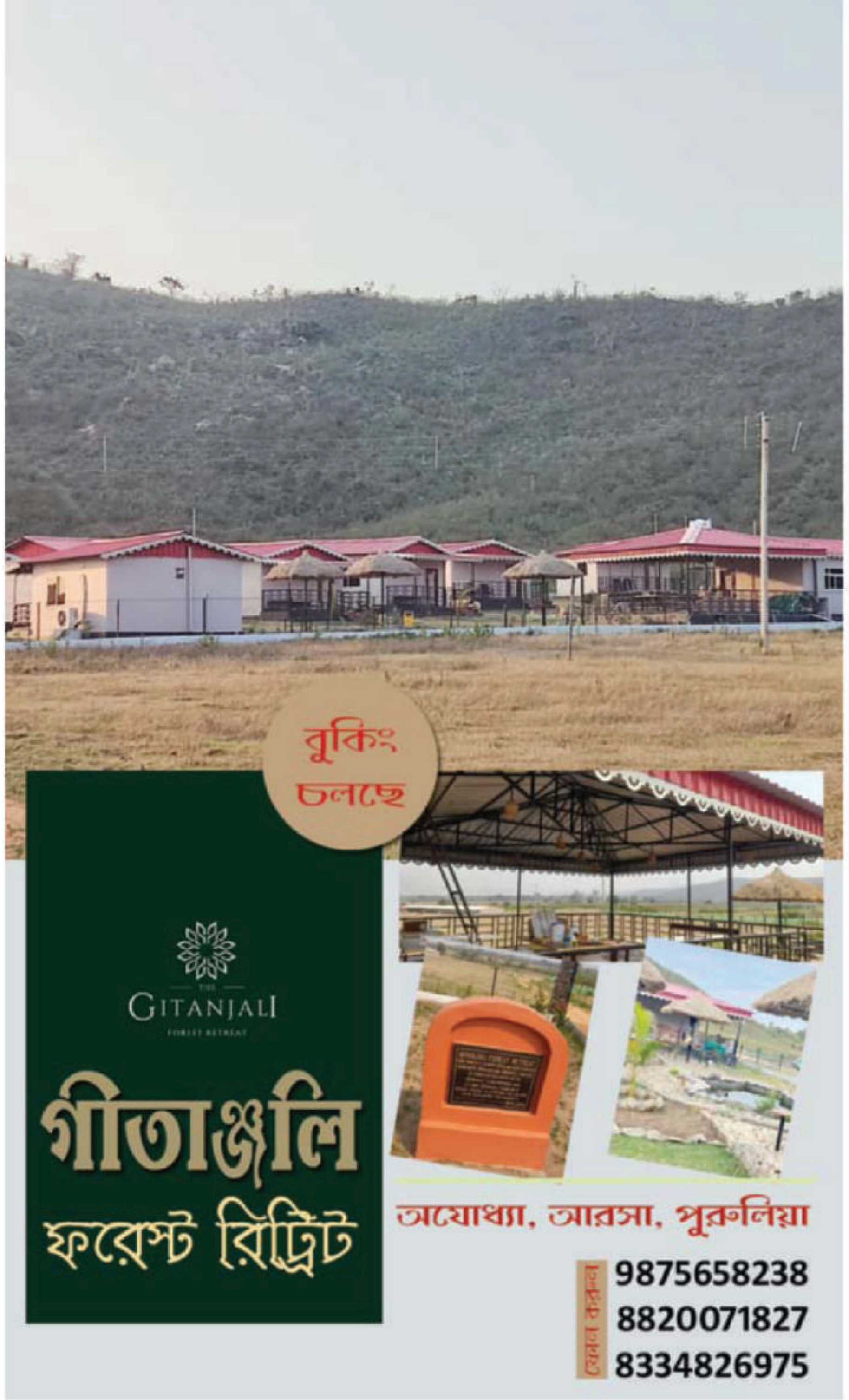

শনিবার থেকে রুবি-বেলেঘাটা মেট্রোর ট্রায়াল রান, পরিষেবা চালু কবে?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃগড়িয়া-রুবি অংশে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়েছে তাও মাস দেড়কে হতে চলল। তবে তাতে যাত্রী বিশেষ হচ্ছে না। এবার এই লাইনেই বেলেঘাটা পর্যন্ত পরিষেবা বাড়ানোর জন্য একধাপ এগোলো কর্তৃপক্ষ। আগামী শনিবার থেকে রুবি-বেলেঘাটার মধ্যে পরীক্ষামূলক দৌড় শুরু হবে মেট্রোর। তবে নিউ গড়িয়া থেকে রুবি অংশে যেমন ছোটার তেমনই ছুটবে ট্রেন। বেলেঘাটা পর্যন্ত পরিষেবা শুরু হলে যাত্রী সংখ্যা এই লাইনে অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছেন মেট্রো কর্তারা। সেক্ষেত্রে দুই মেট্রোর ব্যবধান কমার পাশাপাশি মেট্রো চলার সময় বাড়বে বলেই জানাচ্ছেন তাঁরা। এই অংশে রয়েছে চারটি স্টেশন। এবার অরেঞ্জ লাইনে এল আরও বড় আপডেট। মেট্রো রেলওয়ে.কর্তৃপক্ষ আগামী ২৭ এপ্রিল শনিবার থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়.স্টেশন ও বেলেঘাটা স্টেশনের মধ্যে ট্রায়াল রান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে, কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে এই করিডোরের ৫.৪ কিলোমিটার অংশে বাণিজ্যিকভাবে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এই অংশের মধ্যে রয়েছে কবি সুভাষ, সত্যজি রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কবি সুকান্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, এই পাঁচটি স্টেশন। এই নতুন লাইন চালু হওয়ার ফলে যাত্রীর ব্লু লাইন ও অরেঞ্জ লাইনের মধ্যে যাতায়াত করতে পরছেন। এবার এই লাইনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। আর সেই কারণে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা স্টেশনের মধ্যে শুরু হতে চলেছে ট্রায়াল রান।ভ্হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের অংশটি ৪.৩৯ কিলোমিটার বিস্তৃত। এই অংশে থাকছে চারটি স্টেশন। সেগুলি হল ভিআইপি বাজার, ঋত্বিক ঘটক, বরুন সেনগুপ্ত এবং বেলেঘাটা। আগামী শনিবার, একটি খালি রেক এই ট্রায়াল রানের জন্য ব্যবহার করা হবে। আপ এবং ডাউন উভয় লাইনেই চালান হবে ট্রালা রান।মেট্রো রেলের সিপিআরও কৌশিক মিত্র বলেন, 'ট্রায়াল রান হোক, তারপরে দেখা যাবে। ভুলত্রুটিগুলো দেখতে দিন, কোনও ডেট আমরা বলছি না।' সেক্ষেত্রে কৌশিক মিত্রের কথা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, এখনও পরিষবেবা শুরু হওয়ার কোনও দিনক্ষণ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করছে না কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। তবে এই পরিষেবা শুরু হলে ই এম বাইপাস ও সংলগ্ন এলাকায় যাতায়াতে আরও সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এখন দেখার, অরেঞ্জ লাইনের এই অংশে কবে যাত্রীদের নিয়ে গড়ায়

পাটনায় জেডিইউ নেতাকে গুলি করে খুন, তদন্তে বিহার পুলিশ

পাটনা, ২৫ এপ্রিল ঃ বিহারের পাটনায় গুলি চালিয়ে খুন করা হল জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এর এক নেতাকে। লোকসভা ভোটের সময় এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিহারে। নিহত জেডিইউ নেতার নাম - সৌরভ কুমার। এসডিপিও মাসৌরি কানহাইয়া সিং বলেছেন, সৌরভ কুমার তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। ফেরার সময় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মুনমুন কুমার নামে আরও একজন আহত হয়েছেন। তাঁদের কঙ্করবাগ উমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে ততক্ষণে সৌরভ কুমার মারা যায়। আমরা বিষযটি খতিয়ে দেখছি।সৌরভ কুমার বুধবার রাতে একটি অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাইকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক সঙ্গী। হঠাই চার জন আততায়ী সৌরভদের ঘিরে ধরে গুলি চালাতে শুরু করে। সৌরভকে লক্ষ্য করে তিনটি এবং তাঁর সঙ্গীকে লক্ষ্য করে দু'টি গুলি ছোড়া হয়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন দু'জন। দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা সৌরভকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সৌরভের মাথায় এবং ঘাড়ে গুলি লাগে। তবে কী কারণে তাঁকে খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক, দুই যোগসূত্রই খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে। বাইকে চেপে আসা চার আততায়ীর সন্ধানে স্থানীয় এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে পাটনার পুলিশ সুপার ভারত সোনি বলেন, সব দিক খতিয়ে দেখেই আমরা তদন্ত চালাচ্ছি।

ছত্তিশগড়ে দুর্নীতি ও নকশাল হিংসা দমন করেছে বিজেপি সরকারঃপ্রধানমন্ত্রী

সরগুজা, ২৫ এপ্রিল ঃ ছত্তিশগড়ে দুর্নীতি ও নকশাল হিংসা দমন করেছে বিজেপি সরকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, যারা হিংসা ছড়ায় কংগ্রেস তাঁদের সমর্থন করছে, তাঁদের শহীদ বলছে। এই কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় নেতা সন্ত্রাসীদের হত্যায় চোখের জল ফেলে। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে কংগ্রেস দেশের আস্থা হারিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার ছত্তিশগড়ের সরগুজাতে এক নির্বাচনী জনসভা করেন, এই জনসভা থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস শুধু আপনাদের সংরক্ষণ লুট করতে চায় না, তাঁদের অন্যান্য পরিকল্পনাও আছে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ভালো নয়। তাদের উদ্দেশ্য, সংবিধান অনুযায়ী নয়, সামাজিক ন্যায়বিচার অনুযায়ী নয়। যদি কেউ আপনাদের সংরক্ষণ রক্ষা করতে পারে, তবে শুধুমাত্র বিজেপি তা করতে পারে।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কয়েক বছর আগে, কংগ্রেস অন্ধ্রপ্রদেশে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারপর সারা দেশে তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করে কংগ্রেস। কংগ্রেস বলেছে যে এসসিএসটি এবং ওবিসি কোটা চুরি করা উচিত এবং ধর্মের ভিত্তিতে কিছু লোককে সংরক্ষণ করা উচিত। মোদী বলেছেন, যখন কংগ্রেসের ইস্তেহার আসে, সেদিনই বলেছিলাম কংগ্রেসের ইস্তেহারে মুসলিম লীগের ছাপ রয়েছে।

মুম্বই হামলার পরে কোনও সামরিক পদক্ষেপ নেয়নি ইউপিএ সরকার, বিস্ফোরক জয়শংকর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ২৬।১১ মুম্বই হামলার মূল ষ।যন্ত্রকারী পাকিস্তান (Pakistan)। এটা জেনেও ২০০৮ সালের ওই হামলার ঘটনার পর হাত গুটিয়ে বসে ছিল ইউপিএ সরকার (UPA Government)। কংগ্রেস জমানায় দেশের বিদেশনীতির বেহাল দশার কথা তুলে ধরে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর (S Jaishankar)। তাঁর অভিযোগ, ' আলোচনার পর সরকার তখন সিদ্ধান্ত নেয়, পাকিস্তানের উপর পালটা হামলা করার চেয়ে চুপচাপ বসে থাকাই লাভজনক।'গতমঙ্গলবার 'ফরেন পলিসি দ্য ইন্ডিয়া ওয়েঃফ্রম ডিফিডেন্স টু কনফিডেন্স' শীর্ষক এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, মুম্বই হামলার পরে আগের ইউপিএ সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা লিখেছিলেন যে আমরা বসেছিলাম, আমরা আলেচনা করেছি । আমরা সমস্ত বিকল্প বিবেচনা করেছি । তারপর আমরা কিছুই না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । আমাদের পদক্ষেপ না নেওয়ার পিছনে যুক্তি ছিল যে, পাকিস্তানকে আক্রমণ করার বেশি মূল্য চোকাতে হত বলে মনে হয়েছে । এ নিয়ে মোদি সরকারের বর্তমান বিদেশমন্ত্রী বলেন, এরপর আপনারাই বিচার করুন ।জয়শঙ্কর ভারতকে 'গ্লোবাল সাউথ'র একটি কণ্ঠস্বর হিসাবে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, আমরা গ্লোবাল সাউথের একটি কণ্ঠস্বর, যা বিশ্বের প্রায় ১২৫টি দেশ নিয়ে গঠিত। এই দেশগুলি ভারতকে বিশ্বাস করে । তারা মনে করে, বিশ্বের দরবারে এই দেশগুলির অবস্থান ও সমস্যাগুলিকে তুলে ধরবে ভারত ।তাঁর কথায়, কিছু দেশের প্রতি ভারতের একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার বা পুনর্গঠন করতে পারেনি । যেমন ভারত করেছে । তিনি আরও বলেন, সীমান্তে ভারতের কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং সেগুলিকে রক্ষা করার মূল চাবিকাঠি কেবল জনসমক্ষে ভাষণ দেওয়া নয়, বরং পরিকাঠামো তৈরি করা । সামরিক বাহিনীকে সমর্থন করা এবং এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা যা সীমান্ত হুমকির মুখে পালটা প্রতিক্রিয়া জানাবে ।এছাড়াও তিনি আরও বলেন, আমরা যখন নিযন্ত্রণরেখা অতিক্রম করেছিলাম, তখন আমরা আত্মবিশ্বাসের ভরে তা করেছিলাম । আমরা যখন বালাকোটের সীমান্ত অতিক্রম করে আঘাত করি, তখন আমরা একই কাজ করেছি । আগের থেকে আমাদের দেশ এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে মোকাবিলা করছে।ফিলিপাইনের পরে ভারত কি অন্য দেশেও ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র রফতানি করবে ? এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে । শুধু ব্রহ্মোস নয, অন্যান্য সরঞ্জামও রফতানি হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি আমাদের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনকারীদের অনুপ্রাণিত করছেন । আমি আত্মবিশ্বাসী, আমাদের প্রতিরক্ষা রফতানি আরও বাড়বে ।

বিদেশি জঙ্গির খোঁজ দিলে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার,সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ

ডিজিটাল ডেস্কঃ সরকারি কর্মী হত্যার নেপথ্যে রয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী । গত সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরিতে মহম্মদ রাজাক নামে এক সরকারি কর্মীর মৃত্যু হয় । মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, এর দায় স্বীকার করেছে এক বিদেশি জঙ্গি । তার কোডনেম 'আবু হামজা' । সে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার সঙ্গে জড়িত । ওই জঙ্গির সন্ধান দিতে পারলে পুলিশ ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করেছে ।গত সোমবার রাজৌরির থানামান্ডি এলাকার কুন্ডা টপ গ্রামে মহম্মদ রাজাককে (৪০) হত্যা করা হয় । তিনি সরকারের সোশাল ওয়েলফেয়ার দফতরের কর্মী ছিলেন । তাঁর ভাই মহম্মদ তাহির চৌধরী সেনাবাহিনীর জওয়ান । তিনিও এলাকাতেই মোতায়েন রয়েছেন । গত মঙ্গলবার গ্রামে রাজাকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ।পুলিশের মুখপাত্র বলেন, ওই গ্রামে হামলা চালানোর জন্য লস্কর-ই-তইবা দু'জন জঙ্গিকে নিয়োগ করেছিল । তিনি আরও জানান, জওয়ান মহম্মদ তাহির চৌধরী ওই গ্রামে থাকেন, তা জঙ্গিরা জেনে এই হামলা চালিয়েছে । তবে চৌধরী পালিয়ে যান । তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি । থানামান্ডি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে । ওই মুখপাত্র বলেন, এই জঙ্গি হামলার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে পুলিশের হাতে এমন কিছু প্রমাণ এসেছে, যা থেকে তারা ওই বিদেশি জঙ্গি 'আবু হামজা'র বিষয়ে জানতে পেরেছে ।ভতবে রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলায় নিরাপত্তাবাহিনী রয়েছে । তারা জঙ্গিদের নিকেশ করার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মুখপাত্র । আবু হামজার বিষয়ে কেউ কোনও তথ্য দিতে পারলে, তাকে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে । তবে যে-ই তথ্য দিক না কেন, তার পরিচয় গোপন রাখা হবে । ইতিমধ্যে পুলিশ ওই জঙ্গির পোস্টারও প্রকাশ করেছে । ৩২ বছর বয়সি ওই জঙ্গিটি পাঠান স্যুট পরে আছে । তার গায়ে খয়েরি রঙের শাল এবং হাতে একটি কমলা ব্যাগ রয়েছে । সে শাদরা শরিফ এবং ডের কি গলি এলাকায় ঘোরাফেরা করছে বলে খবর ।

বারাণসীর কালভৈরব মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

বারাণসী, ২৫ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জেতানোর জন্য বারাণসীর কালভৈরব মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত বৃহস্পতিবার তিনি বাবা কালভৈরব মন্দিরে পুজো দেন। সেই সঙ্গে তিনি নরেন্দ্র মোদীর জয়ী হওয়ার জন্য আশীর্বাদ চান।মহমুরগঞ্জের তুলসী উদ্যানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারাণসী লোকসভার ৫টি বিধানসভার বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বারাণসীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

রাজ্যসভার ৩ জন নবনির্বাচিত সদস্য শপথ নিলেন

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ শপথ নিলেন ৩ জন নবনির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার তিন নবনির্বাচিত সদস্য দেবেন্দ্র প্রতাপ সিং, তেজবীর সিং এবং মহেন্দ্র ভাট শপথ নেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় এদিন এই তিনজনকে শপথবাক্য পাঠ করান। সংসদ ভবনে এই শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। এই শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং।

লখনউতে উন্নয়ন বজায় রাখতে রাজনাথ সিংকে বিজয়ী করুনঃনীরজ সিং

লখনউ, ২৫ এপ্রিল ঃ লখনউতে উন্নয়ন বজায় রাখতে রাজনাথ সিংকে বিজয়ী করুন, এই মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা নীরজ সিং। তিনি বৃহস্পতিবার লখনউয়ের এক জনসভা থেকে একথা বলেন।বিজেপি নেতা নীরজ সিং লখনউ লোকসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থনে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন। বিজেপি নেতা

স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত, সরকারি দায়িত্ব থেকে দূরে থাকছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। শুরু হয়েছে বিচারিক তদন্ত। এরপর প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ জানিয়েছেন, তদন্ত চলাকালে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকবেন।গত বুধবার পেদ্রো সানচেজ বলেন, তাঁর স্ত্রী বেগোনা গোমেজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে, সেটা সত্য নয়। তদন্ত চলাকালে অন্তত আগামী সোমবার পর্যন্ত সরকারি দায়িত্ব পালন থেকে নিজেকে দূরে রাখার কথা জানান এ সরকারপ্রধান।ভনিজের রাজনৈতিক ভবিষ্য সম্পর্কে পেদ্রো সানচেজ এক্সে আপলোড করা এক পোস্টে বলেন, ' একটা বিরতি দরকার। চিন্তা করা দরকার। জরুরি ভিত্তিতে আমার এ প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার যে আমার সরকারে নেতৃত্ব দেওয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত, নাকি সরে যাওয়া প্রয়োজন।'পেদ্রো সানচেজের স্ত্রী বেগোনা গোমেজ (৪৯) স্পেনের রাজনীতিতে খুব একটা পরিচিত মুখ নন। সরকারি কোনো দায়িত্বেও নেই তিনি। স্পেনে আইনি লড়াই চালানোর প্ল্যাটফর্ম মানোস লিমপিয়াস (ক্লিন হ্যান্ড) অভিযোগ তুলেছে, ব্যবসায়িক চুক্তি সইয়ের ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব কাজে লাগিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পেদ্রোর স্ত্রী।মানোস লিমপিয়াসের নেতার নাম মিগুয়েল বার্নার্ড রেমন। তিনি ডানপন্থী ব্যক্তি হিসেবে স্পেনে পরিচিত। মাদ্রিদের একটি আদালত এ প্ল্যাটফর্মের অভিযোগ আমলে নিয়েছেন। তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।ভশুধু প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ নন, স্পেনের বিচারমন্ত্রী ফেলিক্স বোলানোস প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী বেগোনা গোমেজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে ' বলে মন্তব্য করেছেন।

পাটনার হোটেলে বিধ্বংসী আগুন মৃত্যু ৬ জনের, সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার ৩০ জন

পাটনা, ২৫ এপ্রিল ঃ বিহারের রাজধানী পাটনায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি হোটেলে। বৃহস্পতিবার পাটনার কোতোয়ালি থানা এলাকার গোলামবারের কাছে একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের এবং কমপক্ষে ৩০ জনকে সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১২ জন চোট পেয়েছেন, তাঁদের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে।পাটনা জংশনের কাছে অবস্থিত হোটেলে আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হোটেলের ভেতরে আগুনে আটকে পড়া মানুষজনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এবং অনেককে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডিএসপি (আইনশৃঙ্খলা) কৃষ্ণ মুরারি

লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্ব শুক্রবার, ১৩টি রাজ্যের ৮৮ আসনে ভোটগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুক্রবার, ২৬ এপ্রিল। দ্বিতীয় দফায় দেশের ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৮টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ। তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি আসন- দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাট। দ্বিতীয় দফায় কেরলের ২০টি লোকসভা আসনের সবগুলিতে ভোট হবে। তা ছাড়া কর্নাটকের ১৪, রাজস্থানের ১৩, উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের আটটি করে, বিহার ও অসমের পাঁচটি করে লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে এই তালিকায়। রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের একটি করে লোকসভা আসনও।উত্তর-পূর্বের হিংসা বিধ্বস্ত মণিপুরের লোকসভা কেন্দ্র আউটার মণিপুরকে ভাগ করে দু'দফায় ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গত ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় ওই লোকসভা কেন্দ্রের একাংশে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। বাকি অংশে হবে শুক্রবার। দ্বিতীয় দফায় মধ্যপ্রদেশের আটটি লোকসভা আসনে ভোট হওয়ার কথা থাকলেও বিএসপি প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সেখানকার বেতুল কেন্দ্রে ভোট তৃতীয় দফার (৭ মে) হবে।

লোকসভা ভোটে লড়বেন জেলবন্দি খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল, দাবি আইনজীবীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটে প্রার্থী হচ্ছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিংহ! এমনই দাবি করলেন তাঁর আইনজীবী রাজদেব সিংহ খালসা। যদিও এই বিষয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাননি অমৃতপালের পিতা তারসেম সিংহ। তিনি জানান যে, বৃহস্পতিবার জেলবন্দি ছেলের সঙ্গে দেখা করার পরেই তিনি এই বিষয়ে মন্তব্য করবেন। এর আগে ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে অমৃতপাল অনীহা প্রকাশ করেছিলেন বলেই দাবি করেছেন তাঁর পিতা।ভঅমৃতপালের (Amritpal Singh) আইনজীবী রাজদেব সিংহ খালসা জানিয়েছেন, খলিস্তানি নেতা ভোটে দাঁ।ানোর ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন। গতবছর মার্চ মাসে জাতীয় সুরক্ষা আইনে (NSA) গ্রেপ্তার হন খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল। তার পর থেকেই অসমের ডিব্রুগা।রে জেলে বন্দি তিনি। বুধবার ওই খলিস্তানি নেতার সঙ্গে দেখা করার পরই তাঁর আইনজীবী রাজদেব সিংহ খালসা দাবি করেছেন, পাঞ্জাবের খাদুর সাহিব আসন থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন অমৃতপাল।যদিও অমৃতপালের বাবা তারসেম সিংয়ের বক্তব্য, ছেলের ভোটে (Lok Sabha ২০২৪) দাঁড়ানোর ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। আগে অমৃতপাল ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। তবে তারসেম সিং বৃহস্পতিবারই জেলে ছেলের সঙ্গে দেখা করবেন। তার পরই অমৃতপালের ভোটে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হতে পারে। আইনজীবী রাজদেব সিংহ খালসা জানিয়েছেন, তিনি নিজেই অমৃতপালকে ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন। তাতে অমৃতপাল রাজি হয়েছেন।দুবাই ফেরত অমৃতপাল প্রকাশ্যেই নিজেকে খলিস্তানি নেতা ভিন্দ্রেনওয়ালের অনুগামী বলে পরিচয় দেন। নিজেকে খলিস্তানি বলতে গর্ববোধ করেন তিনি। ভিন্দ্রানওয়ালের মতোই সামরিক পোশাক পরেন অমৃতপাল। এ হেন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ল।বেন দেশের আইনসভার নির্বাচনের জন্য। তিনি নির্বাচিত হলে, সেটা দেশের জন্য কতটা ভালো বিজ্ঞাপন হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

এবার খাদ্য দফতরে চাকরির দেওয়ার নামে প্রতারণা!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ SSC নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যে চাকরি গিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার জনের। এরই মধ্যে খাদ্য দফতরে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ সংক্রান্ত একটি ঘটনায় বড় আপডেট। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নিতে আবেদন জানানো হবে নরেন্দ্রপুর পুলিশের তরফে। অভিযোগ খাদ্য দফতরে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিল শম্ভুনাথ মিস্ত্রি এবং সমীরণ হালদার। শম্ভুনাথের বাড়ি হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানা এলাকায় এবং সমীরণ কল্পির বাসিন্দা। এক মহিলার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছিল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সেই সময়ই এই দুই জনের নাম সামনে আসে।নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক মহিলাকে খাদ্য দফতরের চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁর থেকে আট লাখ টাকা নেওয়া হয়। এরপর সরকারি নথি জাল করে ওই মহিলাকে ভুয়ো নিয়োগপত্র এবং জাল অর্ডার কপি দেওয়া হয়। যদিও সেই নিয়োগপত্র দেখে বিষয়টি বুঝতে পারেন তিনি এবং দ্বারস্থ হন নরেন্দ্রপুর থানায়। পুলিশ তদন্তে নেমে বুঝতে পারে, এই ঘটনার নেপথ্যে কোনও চক্র কাজ করছে। এরপরেই সমীকরণ এবং শম্ভুনাথের নাম প্রকাশ্যে আসে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ মনে করছে এই চক্রের নেপথ্যে মাস্টারমাই তারাই। টাকা দিয়ে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত তারা। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন মোতাবেক সামনের জনকে তুষ্ঠ করার জন্য জাল নিয়োগপত্রও দিত।এই প্রতারণা চক্রের জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এই দুই ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে পুলিশের তরফে। তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। কী ভাবে এই চক্র চালাত তারা, আর কেউ তাদের সঙ্গে যুক্ত কিনা, সেই যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা যাচ্ছে।ভএদিকে বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের প্রশ্ন, এত প্রতারণার ঘটনা সামনে আসছে। তারপরেও কেন টনক নড়ছে না সাধারণ মানুষের। সরকারি চাকরি নিয়ে দরকষাকষিতে তারা কী ভাবে নাম লেখাচ্ছে? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে চাকরির জন্য টাকা না দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে তাঁদের তরফে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৬এপ্রিল মার্ট ঃ শুক্রবার, ১৩ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২৬এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৩ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৬এপ্রিল মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৭৭শতকরা এবং ৩৩শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। শুভ দিন হবে **বৃষভ রাশিঃ**জীবনের প্রতি গম্ভীর মনোভাব বর্জন করুন। আপনার ভ্রমণ এবং অর্থ ব্যয় করার মেজাজ থাকবে- কিন্তু আপনি **মিথুন রাশিঃ**কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। মনোক্ষুণ্ণ হবেন না বরং আকাঙ্খিত ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করুন। **কর্কট রাশিঃ**স্বাসে্থ্যর জন্য অবশ্যই যত্নের প্রয়োজন। **সিংহরাশিঃ**আপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন । **কন্যারাশিঃ**বিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি। **তুলারাশিঃ**আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। । **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময়.থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে **ধনু রাশিঃ** আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহাযতা করতে পারে **মকর রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনি আপনার শখ পূরণে অথবা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন এমন জিনিসে আপনার অতিরিক্ত সময় ব্যয.করুন। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু এটিকে আপনার হাতের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে দেবেন না। **মীন রাশিঃ**শরীরে ব্যথা বেদনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না। বেশি খরচ করা এবং সন্দেহজনক আর্থিক পরিকল্পনা এড়িয়ে চলুন। শিশুদের সঙ্গে আপনার খারাপ ব্যবহার তাদের অসন্তুষ্ট করবে। আপনি নিজেকে সামলান এবং মনে রাখুন মানুষের মনে রেখাপাত করতে

নববারাকপুরে পুরপ্রধানের জনসংযোগ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৫ এপ্রিলঃ বুধবার সন্ধ্যায় দমদম কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত রায়ের সমর্থনে নববারাকপুর পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের বুথ ভিত্তিক বাড়ি বাড়ি প্রচার জনসংযোগ করেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি আরতি দাস মল্লিক, সম্পাদক অলোক ভট্টাচার্য, লড়াকু তৃণমূল নেতা অরিন্দম আচার্য সহ অন্যরা। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখি প্রকল্পের পরিষেবা সুবিধার কথা তুলে ধরে ১ টি পুস্তিকা ও বাজেটের লিফলেট বিলি করা হয়। পুরপ্রধান বলেন সর্বত্র ২০ টি ওয়ার্ডে চলছে জনসংযোগ । এলাকায় কমবেশি দুশো বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করা হয়। বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ওয়ার্ডের কর্মী সমর্থকদের উদ্দীপনা ছিল বেশ ভালো।

শ্যামপুরের দুই তৃণমূল নেতাকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৫ এপ্রিলঃ উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী অরুন উদয় পাল চৌধুরীর সমর্থনে এক জনসভায় শ্যামপুরের দুই তৃণমূল নেতা, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা এবং শ্যামপুরের বর্ষীয়ান বিধায়ক কালীপদ মন্ডলের নাম ধরে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সন্ধ্যায় শ্যামপুর ফুটবল মাঠে বিজয় সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করার পাশাপাশি নাম করে নদেবাসী জানাকে তীব্র আক্রমণ করেন এবং পরিষ্কার জানান শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকাতেই ৩০০ চাকরি চুরি হয়েছে পাশাপাশি নাম করে শ্যামপুরের বিধায়ক কালিপদ মন্ডলকে আক্রমণ করে বলেন আপনি বের হলে সবাই চোরের দলের মাস্টারমশাই বলে ডাকে আপনার লজ্জা লাগে না। তৃণমূল সরকারকে গঙ্গায় চুবিয়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলার হুমকিও দেন তিনি। উল্লেখ্য ঐদিন শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে শতাধিক সংখ্যালঘু মানুষ বিজেপিতে যোগদান করেন।

সব নেতারা দিলীপ ঘোষ কে বিশ্বাস করে, অভিষেককে কটাক্ষ দিলীপের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে আসেন বিজেপি নেতা এবং বর্ধমান দুর্গাপুর আসনের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।আজ পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণে তাঁকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

তিনি বলেন, আমার গড় থেকে চলে এসেছেন। এবার গড়ে গড়ে ঘুরছেন। ওনার নিজের গড় কোথায়? মুখ্যমন্ত্রীর কষ্ট আমরা বুঝি। আর কোনও নেতা নেই যাকে মানুষ বিশ্বাস করবে। ওনার চেহারাটা এখনও একটু পরিস্কা আছে। সেটা দেখিয়ে ভোট টানার চেষ্টা করছেনাবুধবার রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে গিয়ে অজিত পাঁজাকে শ্রদ্ধা জানান উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। রাজনৈতিক মহলের দাবি, এটাই বাংলার সৌজন্যের রাজনীতির পরিচয়। যদিও আনকেরই দাবি, রাজনীতিতে কুকথার রাজনীতিতে শীর্ষে রয়েছেন দিলীপ। জবাবে আজ দিলীপ বলেন, আমি টিএমসি- র ভায়াসে গিয়ে ভাষণ দিতে পারি। কোনও বেটার দম আছে অন্য পার্টির ডায়াসে গিয়ে ভাষণ দিতে পারবে। ডাকলে তো তাদের বদনাম হয়ে যাবে। দিলীপ ঘোষকে ডাকে কারণ দিলীপ ঘোষ সর্বজন গ্রাহ্য। যারা বলছে তারা তো মেনি বিড়াল। কে পাত্তা দেয় ওদের? সব কটা চোর। আমি আজকেও বলছি কত কু কথা শুনবি আমার মুখ থেকে। সব চোর, চোরচোট্টা একদম। তোকে ডাকবে কী করে? বদনাম হয়ে যাবে। যার গায়ে ঘষে দিবি তার গায়ে মল লেগে যাবে। দিলীপ ঘোষের দম আছে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে বলে। যে কোনও লোকের বাড়ি যেতে পারে, যে কোন লোকের সঙ্গে গল্প করতে পারে। সব নেতারা দিলীপ ঘোষকে বিশ্বাস করে, তাই আমাকে ডাকে।এদিকে, কালীঘাটের কাকু

সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর পরীক্ষার নমুনা রিপোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে জমা দিয়েছে ইডি। তদন্ত করতে গিয়ে মোবাইল থেকে যে কণ্ঠস্বর পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে কাকুর কণ্ঠস্বর মিলেছে বলেই বুধবার আদালতকে জানান ইডির আইনজীবী।

এনিয়ে দিলীপ বলেন, আমরা বারবার বলেছি দুর্নীতি হয়েছে। সেটা বিধিবদ্ধ ভাবে প্রমাণিত না হলে কোর্ট কিছু করতে পারে না। কোর্ট চাপ দিয়েছে। মানুষ তাকিয়ে আছে। আমরা বলেছি। তারই পরিণামে আজ ২৬ হাজার চাকরি গিয়েছে। এদের অনেকেই পরীক্ষা না দিয়ে বা পাস না করেই চাকরি করছিল। একটা জটিল সমস্যা। এর সমাধান আদালতকে করতে হবে। দুর্নীতির পাহাড় হয়ে গিয়েছে। সমাধান করতে সময় লাগবে। কিন্তু ঠিক রাস্তায় ব্যাপারটা এগোচ্ছে।

রবিবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য সময়ের আগে চলবে মেট্রো

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ রবিবার ২৮ এপ্রিল রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন বিশেষ মেট্রো পরিষেবা মিলবে। ওইদিন কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রথম মেট্রো চালু হবে সকাল সাড়ে ৮টায়। আবার দক্ষিণেশ্বর এবং দমদম থেকে কবি সুভাষগামী প্রথম মেট্রো চালু হবে সকাল সাড়ে আটটাতেই।

প্রসঙ্গত, রবিবার এই লাইনে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয় সকাল ৯টায়। জয়েন্ট পরীক্ষার জন্য ওইদিন মেট্রো চলাচলের সময় ৩০ মিনিট এগিয়ে আনা হয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওইদিন উত্তর থেকে দক্ষিণে 'ব্লু লাইন'এ মোট আপ ও ডাউন মিলিয়ে ১৪০টি মেট্রো চলবে। অন্য রবিবারগুলি চলে আপ ও ডাউন মিলিয়ে ১৩০টি মেট্রো। তবে রবিবারের রাতে শেষ মেট্রোর সময় একই থাকছে।

জমি বিবাদের জেরে হাতাহাতি, আহত উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ২৫ এপ্রিলঃ হাসনাবাদ থানার কাঠুরিয়া এলাকায় দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল ।জমির মধ্যে থাকা একটি পুকুরে দুপক্ষেরই ভাগ আছে। কিন্তু এক পক্ষ পুরো পুকুরটা খোঁটা মেরে দখল করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ । অপরপক্ষ সেই খোটা তুলে পুকুর দখলমুক্ত করতে গেলে দুই পক্ষের বচসা বাধে, তারপর তা রীতিমতো হাতাহাতিতে গড়ায়। একে অপরের উপর লাঠি লোহার রড নিয়ে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। জমিবিবাদের জেরে দুপক্ষের হাতাহাতিতে আহত হন বারো জন। তাদেরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে টাকী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানেই তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। ঘটনাস্থলে হাসনাবাদ থানা পুলিশ। আহত আফসার গাজী জানান, মোট চব্বিশ শতক জমির মধ্যে,অপর পক্ষ চার শতক জমি পায়, জমির মধ্যে একটি পুকুর রয়েছে। য্ততটা জমি তাদের পাওনা তার পরিবর্তে গোটা সম্পত্তি বের দিয়ে খোটা মারে ওই পক্ষ, সেই খোটা তুলতে গেলেই বিবাদের সূচনা।

তাদের দশ বারো জন কে মারধোর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অপরপক্ষের এক আহত মিজানুর গাজী বলেন, এই জমি আগেও মাপ হয়ে গেছে,অন্য পক্ষ তা মানেনি, তাই আবার মাপ হচ্ছিলো। তার কথায় আমিনের খরচ অন্য পক্ষ কেও দিতে হবে বলেন তিনি, সেই কথা তারা মানেনি তারপর মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ।

তাদের পাঁচ জনকে মারধোর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ইমাম আলি মোল্লা জানান, খাস জমি নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ ছিলো, তা নিয়েই মারধোর হয়েছে। উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা নিজেদের মধ্যেই সমঝোতা করে নেবেন বলেও জানান পঞ্চায়েত সদস্য।

হুডখোলা জিপ থেকে কার্যত নামিয়ে দিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি , ২৫ এপ্রিল ঃ চড়চড়ে রোদ মাথার উপর। তাই নিয়ে প্রচারে বেরিয়েছেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার কিছুটা বিরক্ত হতে দেখা গেল তাঁকে। হুডখোলা জিপ থেকে কার্যত নামিয়ে দিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে। বললেন, ''আমি তো তোমায় আগের দিনই বললাম গ্রামে এসো না, রিয়্যাক্ট করছেন মহিলারা। বারণ করলেন প্রচারে আসতে। আর সাংসদের কথা মতো পরক্ষণেই গাড়ি থেকে নেমে যান কাঞ্চন। বৃহস্পতিবার কোন্নগর নবগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোট প্রচার ও জনসংযোগে বের হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোন্নগর স্টেশন রোডে তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে থেকে শুরু হয় প্রচার। সেখানেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুড খোলা গাড়িতে কাঞ্চনকে দেখা

যায়। কিন্তু তাঁকে নিয়ে প্রচার করতে চাননি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই কাঞ্চন মল্লিককে নেমে যেতে বলেন। পরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, উনি মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন কী হননি আমি জানি না। আমি ওনাকে নিয়ে আগেও প্রচার করেছি। উনি আমার সঙ্গে যখন প্রচারে বেরোচ্ছেন গ্রামের মহিলারা কিন্তু ভীষণ রিঅ্যাক্ট করছেন। আমি ওনাকে আগেই বলে দিয়েছিলাম গ্রামে এসো না। কল্যাণের প্রশ্ন, ''আমার সঙ্গে প্রচারে শুধু কেন থাকছে? উনি একজন বিধায়ক। নিজেও প্রচার করতে পারেন। সেখানে তো করছেন না। আমাকে নির্বাচনে লড়তে হচ্ছে। মানুষের মনে যা আছে তা তো বুঝতে হবে। আমি ব্যক্তি বিশেষের জন্য নই। আমি সমষ্টিগত মানুষের জন্য। তাই সমষ্টিগত মানুষকে কষ্ট দিতে পারব না কোনও ব্যক্তি বিশেষের আনন্দ বা সুখের জন্য।

এ বিষয়ে কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া নিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে ফোন ধরেননি বিধায়ক। তবে তৃণমূল সূত্রে খবর, তিনি কলকাতা ফিরে গিয়েছেন। বস্তুত, প্রাক্তন স্ত্রী পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর শ্রীময়ী চট্টোরাজকে বিবাহ করেন অভিনেতা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। যা নিয়ে জনমানসে প্রভাব পড়ে। এমনকী, সোশ্যাল মিডিয়ায়ও বিতর্ক তৈরি হয়।

তবে নব দম্পতি বিষয়টিকে পাত্তা দিতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টি একান্তই তাঁদের ব্যক্তিগত। কিন্তু উত্তরপাড়ায় তার বিধানসভা এলাকার মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

সোনারপুরে রিলস বানাতে গিয়ে মৃত্যু কিশোরীর

সোনারপুর, ২৫ এপ্রিল ঃ সোনারপুরের রাধাগোবিন্দ পল্লীতে মারাত্মক গরমে ছাদের উপর রিলস বানাতে গিয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরী। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার । বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে।

মৃত কিশোরীর নাম আলপনা মণ্ডল (১৩)। জানা গিয়েছে, এই রোদের মধ্যে রিলস বানানোর সময় আচমকা মাথা ঘুরে পড়ে যায় সে। স্থানীয় একজন তাঁকে সঙ্গে-সঙ্গে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে হাসপাতালে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশ এলাকার বাসিন্দাদের সুত্রে জানা গিয়েছে আলপনার বাবা ও মা কাজে চলে যায়। বাড়িতে একাই ছিল সে। বুধবার দুপুর ৩টা নাগাদ সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে রিলস বানাতে যায় এই রোদের মধ্যে। তারপরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

সন্দেশখালির সব মামলার তদন্তে সিবিআই

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে ধর্ষণের অভিযোগে এই প্রথম এফআইআর দায়ের করল সিবিআই। সন্দেশখালিতে সমস্ত অভিযোগের তদন্ত সিবিআই করবে বলে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। জমি দখল থেকে ধর্ষণ, মহিলাদের ওপর অত্যাচারের সমস্ত অভিযোগের তদন্ত সিবিআইকে করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সন্দেশখালিতে এক মহিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে, অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। উল্লেখ্য, সন্দেশখালি লোকসভা নির্বাচনে শাসক ও বিরোধীদের এখন পাখির চোখ।

হুগলীর সিঙ্গুর বিধানসভার বৈচিপোতা পঞ্চায়েত এর রাজারবাথান থেকে আনন্দনগর হয়ে সিঙ্গুর ২ নং অঞ্চলের কালুরায়তলা পর্যন্ত রোডশোয় অংশগ্রহণ করলেন বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জী।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল

হাইকোর্টের নির্দেশে ৬৭টি পরিবারকে ঘরে ফেরালো আমতা থানা প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, আমতা, ২৫ এপ্রিলঃ তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে হাওড়ার উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘরছাড়া ৬৭টি পরিবারকে হাইকোর্টের নির্দেশে বৃহস্পতিবার ঘরে ফেরালো আমতা থানা প্রশাসন। উল্লেখ্য গত চার বছর আগে অশান্ত হয়ে উঠেছিল এলাকা।প্রধান ও উপপ্রধানের মধ্যে অশান্তির জেরে উত্তপ্ত হয়েছিল এলাকা। বৃহস্পতিবার তারা ঘরে ফেরে,এর আগে তারা হাওড়া জেলা শাসকের অফিসে এবং উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের অফিসেও ডেপুটেশন দেয় । গত তিন বছর ধরে বাড়িছাড়া হয়ে দিন কাটাচ্ছেন । হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও এরা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। প্রাণনাশের হুমকিও রয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে গত ১৯ শেষ এপ্রিল মহিলা শিশু সহ প্রায় ৭০-৮০ জন ঘরছাড়া মানুষ কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের সিইও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং পরিবারগুলির পক্ষে মিন্টু বেগ, মমতা রায়, আহাদুল্লা সহ চারজনের প্রতিনিধিদল রাজ্য নির্বাচন কমিশনে গিয়ে স্মারকলিপি দিয়ে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন অতিরিক্ত প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক বিজিতকুমার ধর। তিনি এই বিষয়ে প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দিয়েছেন যে কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান।

তীব্র দাবদাহে বিরাম নেই, তাপপ্রবাহ ও ঘর্মাক্ত গরমে নাস্তানাবুদ বঙ্গভূমি

কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ সকাল হতে না হতেই প্রখর রোদের তেজ, তীব্র তাপপ্রবাহে নাজেহাল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। রোদ ও তাপের দাপটে জনজীবন কার্যন্ত বিপর্যস্ত। শুধুমাত্র কলকাতাই নয়, শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলেও একই অবস্থা। দুপুরে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে কলকাতার রাস্তাঘাট, আর গ্রামে গরম থেকে বাঁচতে গাছের তলায় আশ্রয় খুঁজছেন মানুষজন। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী তিন দিন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে পারদ আরও ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস চড়তে পারে। শুষ্ক পশ্চিমা এবং উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর কারণে রাজ্যের তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে চলেছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমানে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় রয়েছে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার তীব্র তাপপ্রবাহ হতে পারে দুই মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।

উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলায় ফের কৃত্রিম বন্যা আতঙ্কে বাসিন্দারা

ইঞ্জিনিয়ার কে ঘিরে তীব্র ক্ষোভ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি , ২৫ এপ্রিল ঃ হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা মানিকতলা এলাকায় ফের কৃত্রিম বন্যা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এলাকার বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ তাদের ঘরের মধ্যে হাঁটুর সমান জল জমে যায়, উঠোন জলে ডুবে যায় বাড়ির সামনের রাস্তা এক কোমর জল ক্রমশঃ বাড়তে থাকে আতঙ্কে তারা দিশাহারা হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন এবং চিৎকার চেঁচামেচি করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে কাউন্সিলর ও চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। তাদের বক্তব্য এর আগেও দুদিন এরকম হয়েছে। কিন্তু পুরসভা কোন গ্রাহ্য করছে না বৃহস্পতিবার সকাল দশটা থেকে পাশেই মানিকতলায় মিনি জলপ্রকল্পের হঠাৎ করে জোর শব্দ করে পাইপ ফেটে যায়।

খুব করে জল বেরোতে থাকে এবং ময়লা আবর্জনা বেরোতে থাকে শব্দের চোটে তারা ভয় পেয়ে যান। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান কে খবর দেওয়া হয় তিনি ফোনে বলেন দেখছি, এদিকে জলের তলে বাড়তে থাকে ড্রেন ছাপিয়ে টি এন মুখার্জি রোডে জল উঠে যায় পার্শ্ববর্তী মানিকতলা পুকুরে জল বেড়ে যায় খবর পেয়ে জল প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ার ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাকে পেয়ে এলাকার

বাসিন্দারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন বাসিন্দারা বলেন, মাসের পর মাস কাজ হচ্ছে শব্দের চোটে তারা ঘুমোতে পারছে না রোগীদের অবস্থা খারাপ। রাতে বিরেতে গাড়ি ঢুকছে গাড়ির আওয়াজ প্রচন্ড শব্দের তার ওপর এইভাবে বন্যার জল আসছে কৃত্রিম বন্যা ঘরে জল ডুকছে তার কি হবে পাশের ড্রেন ছিল সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। এইসব কাজের জন্য ড্রেন করে দিতে হবে আবার। পুরসভা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না কাউন্সিলর কে পাচ্ছি না।

এই প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন এটা টেস্টিং করা হচ্ছে পাইপ ওয়াশ করা হচ্ছে হয়তো একটু সমস্যা হয়েছে আর ওখানে কোন পাইপ লিক আছে কিনা দেখা হচ্ছে, কিছু একটা হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে।

তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান ভাটপাড়ার কাউন্সিলরের

বারাকপুর, ২৫ এপ্রিল ঃ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর সত্যেন রায়ের। ভাটপাড়া পুরসভা ১০ নং ওয়ার্ডের তৃনমুল কাউন্সিলর সত্যেন রায় বৃহস্পতিবার জগদ্দল মজদুর ভবনে বিজেপিতে যোগদান করেন।

সত্যেন রায়ের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন তিনি তৃণমূলে ছিলেন। কিন্তু দলে তিনি কোনও সম্মান পাননি। উল্টে তৃণমূলের গুন্ডারা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের মধ্যে মারধর করেন বলে অভিযোগ। মারধর করা হয় তাঁর ছেলেকেও।

বৃহস্পতিবার অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পতাকা নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন সত্যেন রায়। সত্যেন রায় বলেন, ''আমার তো একটা আত্মসম্মান রয়েছে। আজকে আমার ভাইকে মারল, দল কোনও ব্যবস্থা নিল না। পরে আমাকে ফোন করে হুমকি দিচ্ছে। এই দল আর করব না। আমি দলের জন্মলগ্ন থেকে দল করতাম। কিন্তু সেই তৃণমূল আর এই তৃণমূল নেই।

মঙ্গলবার ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সত্যেন রায় এবং তাঁর ছেলে শানু রায়কে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় এসে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় দেবরাজ নামে তৃণমূলেরই এক কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। শীর্ষ নেতৃত্বকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন কাউন্সিলর। কিন্তু দল কোনও ব্যবস্থা করেনি বলে অভিযোগ করেন কাউন্সিলর। মঙ্গলবার রাতে ওই আক্রান্ত কাউন্সিলরের বাড়িতে দেখা করতে যান বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তারপরই বৃহস্পতিবার যোগদান।

কলার গাড়ির মাধ্যমে জল ছড়িয়ে রাস্তাঘাট ঠান্ডা করা হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া , ২৫ এপ্রিল ঃ গরমে স্বস্তি দিতে পুরসভার দাওয়াই, স্প্রিংকলার গাড়ির মাধ্যমে জল ছড়িয়ে রাস্তাঘাট ঠান্ডা করা হচ্ছে। তীব্র দাবদাহে মানুষকে সুরাহা দিতে এবার পথে নামল হাওড়া পুরসভা। তপ্ত দুপুরে হাওড়া শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট পুরসভার তরফ থেকে স্প্রিংকলার গাড়ির মাধ্যমে জল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে। এতে গরমের দিনে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলছে। এছাড়াও পুরসভার জলের গাড়ি এনে পাইপের মাধ্যমে রাস্তার গাছগুলিতেও জল দেওয়া হচ্ছে। মূলত রাস্তাঘাটের ধূলিকণা বাতাসে যাতে না মেশে তারজন্য রাজধানী দিল্লির ধাঁচে রাস্তায় জল ছিটানোর জন্য হাওড়া পুরসভা আগেই ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এনেছিল চারটি স্প্রিংকলার গাড়ি। বর্তমানে এই দাবদাহ পরিস্থিতিতে রাস্তায় জল ছিটানোর জন্য দিনের বিভিন্ন সময়ে কাজ করছে এই গাড়িগুলো। ধুলোবালি, নোংরার সমস্যার হাত থেকে শহরকে রক্ষা করতেই এই ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত ধূলিকণা যাতে বাতাসে না মেশে তারজন্য রাজধানী দিল্লিতেও এই ব্যবস্থা আগেই চালু রয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে শহরের তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিনে গরম আরও বাড়বে বলে সতর্কতা রয়েছে। তাই গ্রীষ্মের দুপুরে স্প্রিংকলার গাড়িগুলি জল ছড়িয়ে রাস্তা ঠান্ডা করবে।

এবার বাঘরোল সংরক্ষণে গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৫ এপ্রিল ঃ বাঘ নয়, এবার বাঘরোল সংরক্ষণে গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এখন শুধু বাঘ সংরক্ষণ নয়, গোটা বিড়াল প্রজাতির সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। বন জঙ্গল কমে আসায় বাঘরোল, খটাসের মতো প্রাণীরা এখন প্রায় লুপ্তপ্রায়।তাই তাদের বাঁচাতে এগিয়ে এলো রাজ্য সরকার। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'শের' এতদিন ধরে সুন্দরবনে বাঘ সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করে আসছে। এবার তারা বাঘরোল, খটাস সংরক্ষণেও উদ্যোগী হয়েছে। গ্রামে গ্রামে এ বিষয়ে সচেতনামূলক প্রচার চালাচ্ছেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। গ্রামের পাশাপাশি শহর ও শহরতলির মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে এই বিষয়ে। এ ব্যাপারে বাঘ ও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ তথা শের সংস্থার কর্নধার জয়দীপ কুণ্ডু বলেন,বাঘ, হাতি, গণ্ডার সংরক্ষণ সর্বত্রই হচ্ছে। কিন্তু বাঘরোল বা মেছো বিড়াল কিংবা খটাস যাই বলি না কেন,এদের সংরক্ষণ সেভাবে কিন্তু হচ্ছে না। মানুষের মধ্যে এদের নিয়ে সচেতনতা কম। তাই এলাকায় বাঘরোল, খটাস দেখতে পেলেই অনেকেই এদেরকে হত্যা করছে। বাস্তুতন্ত্রে তার মারাত্মক রকমের প্রভাব পড়ছে। সেই কারণে এই সব প্রাণীদের সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। সুন্দরবন নিয়ে কাজ করা একাধিক পরিবেশ প্রেমীদের মতে, চারিদিকে কমছে জলাভূমি। এর ফলে জীবকূলের খাদ্য ও বাসস্থানের চরমঅভাব দেখা দিয়েছে। তাই তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন এলাকায় এই বাঘরোল বা খটাসের মতো প্রাণী দেখতে পেলেই ভয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলার প্রবণতা বেড়ে চলেছে।আর এই অপরাধ লুকাতে বনদফতর পৌঁছানোর আগেই নস্ট করে দেওয়া হচ্ছে মৃত প্রাণীদের দেহ। আর এই বিষয়ে বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মেছো বিড়াল নিয়ে ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু হয়েছে। এর ফলে আগামী দিনে তাদের সংরক্ষণের কাজের সুবিধা হবে। সুন্দরবনে হওয়া সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বর্তমানে প্রায় ৩ শতাধিক মেছো

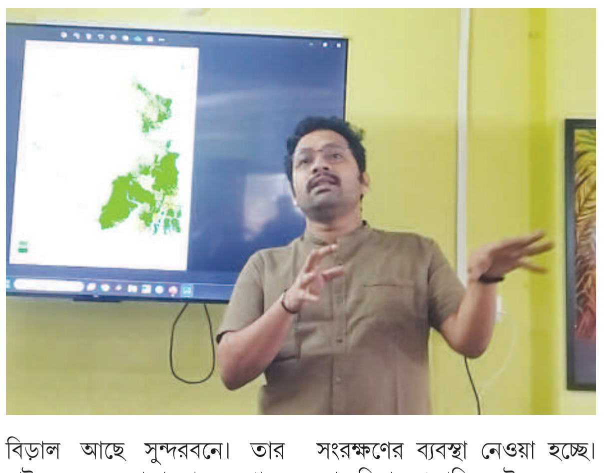

বিড়াল আছে সুন্দরবনে। তার বাইরেও বহু এলাকা আছে যেখানে থাকে বিড়ালের বিভিন্ন প্রজাতি। এবার সেই এলাকা গুলিতেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আর বিড়াল প্রজাতির এই সংরক্ষনে বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে অনেক উপকার হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৪৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৩ বৈশাখ, ১৪৩১

ইরান পাক অস্ত্র চুক্তি কি?

ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও গোপন অস্ত্র আমদানি রপ্তানির কথা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা দফতর। ইরান হঠাৎ করে পাকিস্তানের সঙ্গে কেন বাণিজ্যিক চুক্তি করলো কেনই বা ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি পাকিস্তান সফর করলেন তা তদন্ত করে দেখছে ভারত সরকারে বিদেশ দফতর। তবে ইরান যেভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে পাকিস্তান এখন ভারতকে ভয় দেখাতে শুরু করেছে। ইরানের ক্ষেপনাস্ত্র যেভাবে সফল উৎক্ষেপণ হতে শুরু করেছে তাতে ইসলামাবাদ ধ্বংস করে দেওয়া ভারতের কাছে জলভাত। কিন্তু ভারত শান্তির পক্ষে। কারোকে ভারত আগ বাড়িয়ে হুমকি দেখায় নি। পরমাণু হুমকি দেখিয়েছিল পাকিস্তান ভারতকে। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে ভারত পরমাণু বোতাম টেনে বসে থাকবে না। ভারতও পরমাণু বোমা ব্যবহার করতে জানে। সেই কারণে পাকিস্তান এখন সামরিক শক্তিকে আরও বেশি শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইরান সহ বিশ্বের সমস্ত ইসলামিক দেশগুলি পাকিস্তানের পক্ষে রয়েছে। আমেরিকা সিআইএ জানতে পেরেছে যে পাকিস্তানের কৌশল হচ্ছে হালকা ধরনের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অস্ত্র ইরান থেকে ক্রয় করা যা দিয়ে ভারত সীমান্তে অতি সহজে প্রবেশ করে উত্তপ্ত করতে পারে সেখানকার পরিবেশ। যদি পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদ মনে করছেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সঙ্গে যুদ্ধ না করে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে ব্যবসা বাণিজ্য এবং আর্থিক বৃদ্ধি করার দিকে মনোনিবেশ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের অধিকাংশ মন্ত্রীরা সেই পথ ধরে এগোলেও পাক প্রশাসন বিশেষ করে সেনারা ভারতের সঙ্গে কোনও রকম দীর্ঘ স্থায়ী ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলার পক্ষপাতি নয়। তারা ভারতের সঙ্গে বৈরতা বজায় রেখে চলার পক্ষে। ভারতের সঙ্গে বৈরতা বজায় থাকলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান লাভ করা যায়। ভারত ভীতিকে কার্যকর করে ইতিমধ্যে পাকিস্তান গোপনে বহু অর্থ বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে। ভারত কোনও সময়ে পাকিস্তানকে হুমকি দেখায় নি। আগ বাড়িয়ে পাকিস্তান ভারতকে হুমকি দেখিয়েছিল। তখন ভারত রুখে দাঁড়ায়। এদিকে পাকিস্তান বারবার তাদের অভ্যন্তরে যে হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল তার দায় ভারতের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এমনকী ইমরানকে ভারতের দালাল বলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তবে যে ইমরান ভারতের বিরোধিতা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন পরে দেখতে পাওয়া গেল সেই ইমরান খান ভারতের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। তার ফলেই পাক সেনারা ইমরান বিরোধী হতে শুরু করে। এমনকী পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই, জঙ্গি নেতারা এবং পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ ইমরান বিরোধীতে পরিণত হয়েছিলেন। অদিকে ইরান পাকস্তান বাণিজ্য চুক্তর অন্তরালে কী অস্ত্র চুক্তি হয়েছে তা প্রকাশ্যে বলা হয়নি। তবে মনে করা হচ্ছে গোপনে অস্ত্র চুক্তিকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইরান এমন সব মশলা পাঠাতে শুরু করবে যা দিয়ে প্যাকিস্তান ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি করবে এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবে।

মাথা ঠাণ্ডা করছে ভারত

এখন ভারত এখন চারদিক থেকে আক্রান্ত। মাথা ঠাণ্ডা না করে চললে যে কোনও সময়ে প্রতিবেশী দেশগুলো আক্রান্ত সমস্যাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। চিন যেভাবে ভারতের দিকে তাক করে বন্দুক লাগিয়ে রেখে বসে রয়েছে তাতে মনে হচ্ছে, এখন চিন ভারতের দখলীকৃত স্থান ছাড়বে। এর জন্য বহু আলোচনা করতে হবে। তবে তা সম্ভব হবে। এদিকে পাকিস্তান তো একেবারে হা করে বসে রয়েছে। কাশ্মীরকে এখন পাকিস্তান ইস্যু করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে আফগানকে। ফলে পাকিস্তান একটু বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। তার ওপর রয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চাপ। ফলে পাকিস্তানের এখন সবচেয়ে বড় কঠিন সময়। এই সময়ে চিনও কোনও রকমভাবে সাহায্য করতে পারছে না। চিন পাকিস্তানের অবস্থা দেখে একপাশে চলে গিয়েছে। তাই এখন পাকিস্তান বেশ অসহায়। মোদি সরকার যেভাবে কূটনীতিতে বিফল হলেই সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতের পক্ষে মারাত্মক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। তাই এখনই মোদি সরকার সতর্কভাবে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। নাহলে কিন্তু আগামি দিনে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ হয়ে যাবে। কারণ পাকিস্তানের কাছ থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর অধিকার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পাক সরকার বিশেষ করে পাকিস্তানের আইএসআই গুপ্তচর সংস্থা। তারাই চিনকে পেছন থেকে উস্কে দিয়েছে যে ভারতের সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখলে ভারতীয় সেনারা আর পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার দিকে মন দিতে পারবে না। পাকিস্তান এখন চিনের সবচেয়ে বড় তাবেদার দেশ। আগে পাকিস্তান আমেরিকার তাবেদার দেশ ছিল। পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়ার পরই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারত সরকার দ্বিধাবোধ করতে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। তার ফলে বিপাকে পাকিস্তান।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

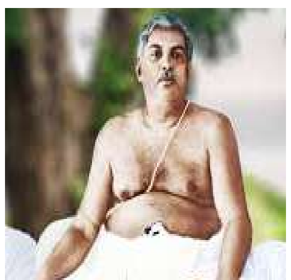

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, সাধনার দরকার। সেটা করতে হবে। নিষ্ঠাভরে মাকে ডাকতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। মায়ের নামে নিজেকে পাগল করে দিতে হবে। তবেই মায়ের আশির্বাদ পাবি রে তোরা। আসলে মাতৃভক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। এর মতো সম্পদ আর নেই। যিনি এই সম্পদ পেয়েছেন তাঁর কাছে এই জগৎ তুচ্ছ। জগতের কোনও কিছু তাঁর কাছে একেবারে মূল্যহীন। মা মা বলে শক্তি সঞ্চয় কর। তাহলে সব কিছুকে জয় করতে পারবি। নাহলে কিন্তু একেবারে শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। নারী শক্তি চাই। জগৎকে পরিচালিত করতে নারী শক্তি। সেই শক্তির জয়গান গাইতে হবে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

সবাইকে জীব সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, মানব সেবায় তাতেই হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অন্যতম পথ। ঈশ্বর সাধনা করতে গেলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সবেই ঈশ্বর সাধনা স্বার্থকতা লাভ করতে পারে। যিনি সৃষ্টি করেছেন তার সাধনা করা খুবই কঠিন কাজ। তিনি সবার কাছেই অতি সহজে ধরা দেন না।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সবাই এর সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি বললেন তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা। সেই কারণে বেলুড় মঠের প্রতিটি সন্তানেরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে জীব সেবা করা। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

গুলেদানন্দ বাবাজির গুল-‘ফিফা একাদশ বনাম বউবাজার ফুটবল আকাদেমির প্রদর্শনী ফুটবল যুবভারতীতে আজই

রবীন্দ্র কুমার শীল

গরম কাল। তার ওপরে যেভাবে রৌদ্রের তাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে তাতে তারকের চায়ের দোকনে বসে আড্ডা দেওয়া খুবই মুশকিল। আমরা যখন আড্ডা থেকে উঠি উঠি করছি ঠিক তখনই এসে উপস্থিত আমাদের নেতা গুলেদানন্দ। এসেও বেশ খানিকটা গম্ভীর থেকে হেঁকে উঠে বলল, শোন তোরা এবার থেকে লেগে যায়। কোথায় লেগে পড়বো তা বলছে না গুলেদানন্দ। তিনি বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার ফলে আমরাও বেশ ঘাবড়ে গেলাম। ‘ও গুলেদানন্দ গোঁসাই বাবু চা চলবে নাকি?’ চা, চলবে না মানেই। চা খেতেই তো তাবকের দোকনে আসা। তোরা চায়ের দামটা দিয়ে দিবি বুঝলি। আমি একটা বড় ঝামেলার কাজ নিয়ে ফেলেছি। খুবই রিক্স রয়েছে। তবে এবারে সবাই বউবাজারের নাম সারা বিশ্বের লোক জানতে পারবে। কলকাতায় যে বউবাজার বলে একটি স্থান রয়েছে এবং সেখানে যে একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ফুটবল আকাদিম রয়েছে তার কথা সবাই জানতে পারবে। এতকাল ধরে বউবাজরের নাম বিশ্বের কাছে অপরিচিত ছিল। এবারে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বউবাজারের নাম দেখতে পাওয়া যাবে। জলজল করে জ্বলছে। আমরা তো অবাক। গুলেদানন্দ এ আবার কী বলে? পাগল হয়ে গেল নাকি? গোবরাতে নিয়ে যেতে হবে না তো?। পাশ থেকে হঠাৎ বাবলু ফোঁড়ন কেটে বলল, গোবরা নয়, একেবারে রাঁচিতে নিয়ে যেতে হবে। তবে যদি গুলেদানন্দের মাথাটা ঠিক হয়। একে চারদিকে গরম। তার ওপরে গুলেদানন্দের গুল দেও.ার গরম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। গুলেদানন্দের কেউ নেই। তিনি একাই থাকেন ব্যারাক বাড়িতে। কখন যে ঘর থেকে বের হন আবার কখন যে তিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন তা দেবা ন জনন্তি। কেউ গুলেদানন্দের বিশদ খবর পায় না। মাঝে মধ্যে উধাও হয়ে যান। দু’তিন দেখা মেলে না। যাই হোক আমরা গুলেদাানন্দের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলুম, ‘ ও গুলেদানন্দা গোঁসাই বাবাজি, ব্যাপরাটা কি খুলে বলতো বাচ্ছা? চায়ে একটা চুমুক দিয়েই বলে গলেদানন্দ বলে উঠলেন, তবে শোন, এবারে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি প্রদর্শন ফুটবল খেলার আয়োজন করেছি। সেই ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করবে ফিফা একাদশ এবং বউবাজার ফুটল আকাদেমি। ফিফার সঙ্গে চুক্তি পাকা হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে তো জুরিখ গিয়েছিলাম ফিফার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে। সেখানে ফিফরা বর্তমান সভাপতির সঙ্গে কথা হল। বললাম আপনি কাতারে বিশ্ব কাপ ফুটল খেলার আয়োজন করেছেন। কিন্তু ভারতে কোনও বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় আয়োজন কেন করছেন না? ভারতবাসীরা তো ফুটবল খেলাকে ভালোবাসে। ভারতবাসীর প্রিয় খেলা হচ্ছে ফুটবল। আমার কথা শুনে ফিফার সভাপতি বলতে শুরু করে দিলেন ভারতের আইপিএল ফুটবল খেলা বিখ্যাত হয়েছে। তবে সেখানে যে ফুটবল খেলা জনপ্রিয় ছিল তা আমাদের কাছে অজানা। তবে ভারতবাসীরা ফুটবল খেলে বটে। তাই হোক বহুক্ষণ ধরে বিশ্ব ফুটবল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল। এবারে আমার একটি সিদ্ধান্তের ওপরে ফিফা শিলমোহনর দিয়ে দিল। কলকাতার যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এবারে দেখতে পাওয়া যাবে ফিফা একাদশ বনাম বউবাজার ফুটবল আকাদেমির ফুটবল প্রদর্শনী খেলা। সেই খেলায় থেকে সংগৃহীত অর্থ চার পাঁচটি অংশে ভাগ করা হবে। অর্থের একটি অংশ যাবে ক্যান্সার রোগীদের নিরাময়ের ক্ষেত্রে। আর একটি অংশ যাবে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি কল্পে। তৃতীয় অংশটি যাবে গরীব ফুটবল খেলোয়াদের সাহায্যার্থ্যে। আর চতুর্থ অংশটি যাবে বউবাজার ফুটবল আকাদেমির উন্নয়নে। ফিফা সেই টাকা ভাগ বসাচ্ছে না। তারা এই টাকায় ছাড় দিয়েছে। একেবারে বিনামূল্যে সফর শুরু করবে বলে জানিয়েছে। ফিফা ফুটবল একাদশের গোটা টিমটা আসছে বিমানে করে। তার জান্য এক পয়সা খরচ করতে হবে না। তবে আমাদের সেই সব ফুটবল খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমরা বলে দিয়েছি যে বাংলার লোকেরা খুবই অতিথিপরায়ন। তারা চায় না তাদের অতিথি ফুটবল খেলোয়েরা হোটেলে থাকুক। আমরা সবাই মিলে আমাদের বাড়ির একটি ঘর দিয়ে দেবো। ফাঁক ঘর আরও বেশ কয়েকটি জোগাড় করতে হবে। বাঙালি খানা খাওয়াবো বিশ্বকাপ ফুটল বিজয়ী

দেশের ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করা হবে। এবারে ফিফা ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করছে এমাবাপে, মেসি, রোনাল্ডো থেকে শুরু করে সব আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়েরা। তোরা সবাই প্রস্তুত থাকিস। বলে কি গুলেদানন্দ বাবাজি! আমাদের এবারে ভিরমি খাওয়ার পালা। যুব ভারতী ক্রীয়াঙ্গনে ফিফা বিশ্বকা ফুটবল একাদশ বনাম বউবাজার ফুটবল আকাদেমির খেলা। তাও আবার প্রদর্শনী ফুটবল খেলা? গুল মারার জায়গা পাওনি গুলেদানন্দ গোঁসাই ব্যাাবজি। এবার চলো তো। তোমার চা খাওয়া কি শেষ হয়েছে। তোমার যদি থাকার ইচ্ছা হয়তো থাকো। আমরা বরং এবার কেটে পড়ি গুলেদানন্দ বাবাজির কাছ থেকে। আমাদের মাথাটাকে এবারে গোলমাল করে দেবে। দেখতে পাওয়া যাবে যে আমরা গুলেদানন্দ এর সঙ্গে মিশে আমাদের মথাটা একেবারে বিগড়ে গিয়েছে। চল, চা খাই আর এখান থেকে পালাই। কেটে পড়ি। কিন্তু গুলেদানন্দ আমাদের দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে বলে উঠলেন, তোরা আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিস। তাহলে আমার তোদেরকে বারণ করার কোনও অধিকার নেই। কিন্তু মনে রাখিস গুলেদানন্দ গুল দিলে এটা একেবারে সত্যি কথা। ষোল আনা সত্যি। যখন দেখবি এটা সত্যে পরিণত হয়েছে। তখন সুড়সুড় করে তোরা দলে দলে আমার কাছে আসতে থাকবি। তখন তোদেরকে বেশি পাত্তা দেব না। একটা টিকিটও পাবি না হাজার অনুরোধ করলেও। এমনকী আমরা পদসেবা করলেও টিকিট পাবি না বলে দিলুম। সেই কারণে বলছি আমার সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দে এখন থেকেই নাহলে পরে পস্তাতে হবে। টিভিতে খেলা দেখে জীবন কাটাতে হবে। টিভিতে সম্প্রচার করা জন্য কলকাতা দূরদর্শন আগে থেকে অ্যাডভান্স করবে বলে হাঁক দিয়েছে। শুধু ফিফা একাদশ ফুটবল খেলোয়াড়েরা খেলতে আসছে না তা নয়, এবারে বিশ্বকা জয়ী দেশ আর্জেন্টিনাও ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। প্রথম খেলা হবে বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবল দেশ বনাম কলকাতা ফুটবল একাদশের সঙ্গে। তারপরে খেলা হবে ফিফা ফুটবল একাদশ বনাম বউবাজার ফুটবল আকাদেমির খেলোয়াড়দের সঙ্গে। খেলাটা যা জমবে না! আমরা বুঝতে পারলাম গ্যাস দেওয়ার একটি সীমা রয়েছে। অসীম গুল দিতে শুরু করে দিয়েছেন গুলেদানন্দ। এর আগে এই রকম বোমা বিস্ফোরণ গুল দেননি গুলেদানন্দ বাবাজি। বুঝতে পারছি এবারে তাঁর মাথাটা একেবারে গিয়েছে। ঘেঁটে ঘ। এবারে আর পাশে বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না। গুলেদানন্দ আমাদের দিকে তাকিয়ে মুটকি হাসলেও বেশ গম্ভীর চালে বসে রয়েছে। চা খাওয়া তাঁর শেষ। নিজেই এবার হাঁক দিতে তারককে। বললেন, তারক পাঁচ ছয় কাপ চা দেতো। তবে দুটো চিনি ছাড়া চা দিবি। সঞ্জয় ওর রবিদা রয়েছে। এরা আবার আমিষ চা পচ্ছন্দ করে না। নিরামিষ চা খায়। আমিষ নিরামিষ চা কোনও কালে হয়েছে বলে জানা নেই। তবে গুলেদানন্দের খাতায় লেখা রয়েছে চিনি ছাড়া চা নিরামিষ আর চিনি দেওয়া চা আমিষ। সেই কারণে আমাদেরও তাঁর কথায় সায় দিতে হয়। গুলেদানন্দ লোকটা বেশ ভালো। কারোর সাথে পাঁচে নেই। সবার সঙ্গে কথা বলেন। সবার সঙ্গে আড্ডা দেন। তবে মাঝে মধ্যে এমন সব গুল দিতে শুরু করেন যে মনে হয় সত্যিই তিনি গুল মাস্টার। তোরা যতই আমাকে গুল মাস্টার বলে আখ্যা দিস না কেন, এবারে যে কথাটা পারলাম সেটা একেবারে ষোল আনা খাঁটি। কোনও ভেজাল নেই। শোন যেদিন জুরিখ গিয়েছিলাম। সেদিন তোদের সঙ্গে ধেখা করা সম্ভব হয়নি। গভীর রাতে দমদম বিমান বন্দর থেকে উড়ো জাহাজ ছাড়বে। তখন তো ঘুমের মধ্যে। তখন তোদের পাবো কোথায় যে জানিযে যাবো। সেই কারণে জুরিখ যাওয়ার আগে তোদেরকে বলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বুলিদা আবার শেয়ার বাজারের কেনা কাটা করে। তার দিকে তাকিয়ে গুলেদানন্দ বলতে শুরু করে দিল যে বউবাজার ফুটবল আকাদেমির শেয়ার বাজারে ছাড়া হবে ফিফা একাদশ ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচ যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হওয়ার পর। তখন বউবাজার আকাদেমির নাম সারা ভারত থেকে শুরু করে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। শেয়ার বাজার চরচর করে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বউবাজার আকাদেমির বাজার দর বৃদ্ধি পাবে। আমি সেই ফাঁকতালে শেয়ার বাজারে ছাড়তে শুরু করে দেবো। বুলিদা শেয়ার দর হাঁকতে থাকবে। বউবাজার ফুটবল আকাদেমির একেবারে ফেঁপে ফুলে লাল। বেঙ্গল ফুটবল ফেডারেশনকে হার মানিয়ে দেবে। বেঙ্গল ফুটবল ফেডারেশন তখন বউবাজার আকাদেমির দ্বারস্থ হবে। ফুটবল খেলার ধারাভাষ্যকার হিসাবে পুষ্পেন সরকারের নাম স্মরণ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে কথা আগে হয়েছিল। কিন্তু তিনি পটলডাঙ্গার টিকিট কাটার ফলে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হল না। এখন ধারাভাষ্যকার হিসাবে কার নাম দেওয়া সম্ভব হবে তাঁর নাম ঠিক গ্রহণ করতে হবে। ঠিক করা হয়েছে শচীন তেণ্ডুলকরতে নিয়ে আসা হবে যুবভারতী স্টেডিয়ামে। সেখান থেকে তিনিই ধারাভাষ্য দেবেন ফুটবল খেলার। আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে এখন শচীন তেণ্ডুলকর ছাড়া আর কারোর কথা ভাবতে পারছি না। মনে করেছিলাম পি কে ব্যানাজি বা চুনী গোস্বামী দিয়ে এই ফিফা একাদশ ফুটবল বনাম বউবাজার ফুটবল আকাদেমির খেলার ধারাভাষ্য দেওয়াবো। সেটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। আগেই চুনী গোস্বামী ভারত ত্যাগ করে মহাকাশের টিকিট কেটে নিলেন। তারপরে সেই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লেন অলিম্পিক জয়ী ফুটবল খেলোয়াল পিকে ব্যানার্জি। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগেই সবাই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ভিন গ্রহের উদ্দেশ্যে টিকিট কাটতে শুরু করে দিয়েছেন। কতবার যে বারণ করলাম, একন তোরা টিকিট কাটিস না। আমার কোনও কথায় একেবারে কান দিলই না। একেবারে সরে পড়ল। এবারে আমাদের চায়ের দোকান থেকে সরে পড়ার পালা এসে গিয়েছে। গুলেদানন্দ এমন সব গুল গুপ্পা দিতে শুরু করে দিয়েছে যে সেখানে কান পাতা দায়। এই যে গুলেজানন্দ তুমি কি বাড়ি যাবে না? নাকি এখানে বসে প্যাঁয়তাড়া দিতে থাকবে? গুলেজানন্দ তারকের চায়ের দোকান থেকে ওঠার নাম করছেন না। আমরা উঠি উঠি করছি এমন সময়ে গুলেদানন্দ আবার একটি ভেলকি দেখাতে শুরু করে দিলেন। তোরা রোজ কি সংবাদপত্র পড়িস। এই সব সংবাদপত্রে আমরা কোনও খবর প্রকাশ করার হিম্মত রাখে না বুঝলি। আমার সংবাদ প্রকাশ করে বিবিসি, টাইমস অব লণ্ডন, দ্য হেরাল্ড. দ্য টেলিগ্রাফ, টাইমস, টাইমস অব নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি। এই সব সংবাদপত্রে সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিল আমি যখন জুরিখে যখন গিয়ে উপস্থিত হয়ে ফিফার সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করছিলাম। যখন বের হলাম তখন সাংবাদিকেরা সবাই আমাকে ছেঁকে ধরল। কিন্তু আমি কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেনি। বিদেশি সাংবাদিকদের সমানে মুখ খুলি নি। ফিফা সভাপতি দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিয়েছিলাম। বউবাজার ফুটবল আকাদেমির সঙ্গে ফিফা একাদশ এবং বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবল দল আর্জেন্টিনার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের খেলার সংবাদ দেবেন স্বয়ং ফিফার সভাপতি। আমার সঙ্গে কোনও লেনদেন নেই। একেবারে দুর্নীতি মুক্ত ফুটবল খেলা দর্শকেরা দেখতে পাবে কলকাতায় দূরদর্শনের পর্দায়। এটাই বউবাজারের জয় তিলক কি বলেন? (**রম্য রচনা। কাউকে আঘাত করে লেখা নয়।**)

কাশী সমাচার ঃ বারাণসীতে লোকসভার নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

জয়দেব দাস, কাশী

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে দুর্নীতি, জাতপাত, স্বজনপ্রীতি এবং তুষ্টি থেকে মুক্ত করেছেন। এক সময় সমগ্র পূর্বাঞ্চলকে চম্বল বলে মনে করা হত। মোদী যোগীর শাসনে পূর্বাচল মাফিয়া মুক্ত হয়েছে। এর কৃতিত্ব কাশীর। দুদিনের অবস্থানে বুধবার সন্ধ্যায় বারাণসী পৌঁছেছেন শাহ। সম্বোধন করেছেন। মোদির দূরদর্শিতার পেছনে কাশীর অবদান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম, কঠোর পরিশ্রম এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার পেছনে কাশীর অবদান রয়েছে। ১০ বছর ধরে, নরেন্দ্র মোদীর প্রতিটি সিদ্ধান্তকে এখানকার মানুষ উন্মুক্ত অস্ত্র দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে। তিনি দুইবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী যখনই আসেন, কাশীকে কিছু না কিছু উপহার দেন। শাহ বলেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদী কর্মী সহ সমস্ত বিভাগের যত্ন নেন। সভা-সমাবেশে প্রতিটি কর্মীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে এবং বিধানসভা নির্বাচনে এলাকার বিধায়কদের জয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তিনি একজন আদর্শ এমপির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী তৃতীয়বারের মতো কাশী থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন। ৪০০ পার করার লক্ষ্য স্থির করেছেন তিনি। এখন প্রতিটি কর্মীকে শপথ নিতে হবে তাকে বড় ব্যবধানে বিজয়ী করে সংসদে পাঠাতে হবে। বুধবার বিজেপি কর্মীদের বৈঠকে দেশ, রাজ্য ও পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের চিত্র দেখালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, সন্ত্রাস, অপরাধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১০ বছরের মেয়াদ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মুঘল ও ব্রিটিশ আমলের দাসত্বের নিদর্শন মুছে দিয়েছেন। ধারা ৩৭০, তিন তালাক, দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা, কোটি কোটি কৃষককে এক র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন, ভারতের চন্দ্রযান মিশন, মাতৃশক্তি বন্দন আইন ইত্যাদি সিরিজে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মীদের প্রতি আহবান জানান, মোদিকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করতে আমাদের সকলকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। কাশীর আকৃতি এবং চেহারা বদলেছে। অমিত শাহ বলেছেন যে তিনি ২০১০ সাল থেকে কাশী দেখছেন। কাশীর আকার-আকৃতি দুটোই বদলে গেল। ১০ বছরে, প্রধানমন্ত্রী শুধু কাশীর উন্নয়নই করেননি, এটিকে আধ্যাত্মিক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। বাবা বিশ্বনাথ করিডোর নির্মাণের পর, ১৩ কোটিরও বেশি দর্শনার্থী কাশীতে এসেছিলেন। এই করিডোর কাশীর অর্থনীতিকে বদলে দিয়েছে। সারা বিশ্বে আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে নতুন নমো ঘাট। প্রধানমন্ত্রী বছরের পর বছর গঙ্গাকে সহজলভ্য করেছেন। তিন লাখ কর্মসংস্থান হবে। কাশীতে চলমান উন্নয়ন কাজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ৪৩ হাজার ব্যবসায়ী কাশীতে ৯৩টি অমৃত সরোবর নির্মাণের মাধ্যমে ডিজিটাল ইন্ডিয়াকে সফল করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে রাজ্যে প্রায় ৭৫ হাজার ছোট এবং বড় শিল্পে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে, যা তিন লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কাশী দেশকে অনেক মহাপুরুষ দিয়েছে। মহামনা মালব্য, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, সাধক রবিদাস, কবির দাস, তুলসীদাস, জৈন তীর্থঙ্কর, মহারানী লক্ষ্মীবাই সহ অনেক মহাপুরুষের সম্পর্ক ছিল কাশীর সাথে। আমরা যদি কাশীতে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ এবং ভারতরত্নদের তালিকা তৈরি করি, তা অনেক দীর্ঘ হবে। কাশী জ্ঞান, শিল্প এবং মোক্ষের শহর। তাই বাবা বিশ্বনাথের নগরীতে শ্রদ্ধা জানাই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার কাশীতে বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করেছেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতো কাশীর কর্মীদের প্রতিটি ঘরে ঘরে যেতে হবে। প্রতিটি বুথে তিন শতাধিক ভোট বাড়ান। মোদিকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করা মানে আমাদের অর্থনীতিকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি, দিদিকে তিন কোটি লাখপতি বানানো। চন্দ্রযান, মঙ্গলযান এবং আদিত্য মিশন সফল করা। কাশ্মীর, উত্তর পূর্ব ও নকশাল এলাকা থেকে সন্ত্রাস মুক্ত করতে। মোদীর উপর দেশের দায় শাহ বলেন যে নরেন্দ্র মোদী কাশীর কর্মী, কিন্তু ৫৪২ সাংসদকে জয়ী করার দায়িত্ব তাঁর। দলের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। অতএব, আসুন আমরা সকলে অঙ্গীকার করি যে মোদী কেবল মনোনয়নপত্র পূরণ করেই যাবেন, তাকে বিজয়ী করার দায়িত্ব হবে কর্মীদের। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৪০০ পেরিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মীদের চারটি মন্ত্র দিয়েছেন। বলেন, সুবিধাভোগী শ্রেণির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে। অর্জুন যেমন মাছের চোখ দেখেছে, তেমনি আমাদের প্রতিটি বুথে ৩০০ ভোট বাড়াতে হবে। রাম মন্দির নির্মাণ, বিশ্বনাথ করিডোর, ৩৭০ ধারা অপসারণ, দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য করা কাজ, গরীব ও কাশীর প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। ২০৪৭ সালে উন্নত ভারত গড়ার প্রধানমন্ত্রীর সংকল্প ভারতের উন্নয়নের সাথে যুক্ত হতে হবে। বাঙালি টোলার সুজিত ঘোষ (বাবলা) জানালেন, মহমুরগঞ্জের তুলসী উদ্যানে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করেন। এরপর পাশের মতি ঝিলের মাঠে বিজেপি কর্মীদের সভা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন অফিসে লোকসভা নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, লোকসভার আহ্বায়ক, ইনচার্জ, বিধানসভার আহবায়ক, জনপ্রতিনিধি এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছেন। কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে এ পর্যন্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন। তিনি দলের কার্যক্রম ও প্রচারণার অগ্রগতি সম্পর্কেও জানতে চান। আত্মতুষ্টি এড়াতে এবং বুথ স্তরে প্রস্তুতির জন্য প্রস্তুত হন। (বারাণসী থেকে সংবাদ লিখতে শুরু করে দিয়েছেন জয়দেব দাস। তিনি বারাণসীতে থাকেন। সেখানেই তিনি বসবাস করেন। মাঝে মধ্যে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি বর্তমানে একটি প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত।)

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন

বিশেষ প্রতিবেদক

সৃষ্টির সব পড়া দেখছি আপনিই করছেন ঠাকুরপো! জগতে আর কেউ পড়ে না! মা ঠিকই বলেছেন, দেখে আয় তো সুধা, রাম জল খাবারটা খেলো কি না? আমি বলছি ঠিকই খাবে, কলকেতায় ঠাকুরের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ছে, এমন ঘিয়ে ভাজা ফুলকো লুচি, নারকোল দিয়ে ছোলার ডাল আর মোহনভোগের লোভ কি সে ছাড়তে পারে! ও বাবা কাণ্ড দেখো, লুচি নেতিয়ে কাপড় হয়ে গেল, ডালে মাছি পড়লো আর মোহনভোগ ঠাণ্ডা হয়ে গোবর হয়ে গেল, বাবু বইয়ে মুখ গুঁজে রয়েছেন। সরস্বতীর সাধনা করলে বুঝি মা লক্ষ্মীকে অবহেলা করতে হয়! বাবু আবার ব্যায়াম করেন। কোনো নিয়মের ঠিক নেই। খান, খান বলছি এখনি। সরু রিনরিনে গলার টানা ধমকে মজা আর বিস্ময়ে চোখ গোল হয়ে যায় রামমোহনের। কলকাতা যাকে সমঝে চলে তাকে কিনা ধুইয়ে দিচ্ছে এই একরত্তি মেয়েটা! রামমোহন হেসে বলেন,মা কি এই পুঁচকে মেয়েটাকে আমার দায়িত্ব দিয়েছেন? ফোঁস করে ওঠে ৯ বছরের একরত্তি। আমি আপনার বৌদি হই কিন্তু, পুঁচকে বলবেন না। সম্মানে বড়। আর এই সব খাবার কি হেঁটে হেঁটে আপনার টেবিলে এসে বসলো নাকি? কে আনলো এতো সব? আমি নিজে হাতে করে এনেছি। কাল রাতে আপনি এসেছেন শুনেই মা পাঠিয়ে দিলেন, ও বাড়িতে রাম এসেছে,ওর দেখাশোনা করবি, তোর দেওরকে একটু যত্ন করবি কটা দিন। আর আপনি বলছেন আমি পুঁচকে! রামমোহন হাসতে হাসতে লুচি মুখে পুরে বলেন,তা সব রান্নাই কি আমার এই সম্মানীয়া বৌদিদির হাতের? ভালো হয়েছে বেশ। মুখটা কালো হয়ে যায় পুঁচকে সুধার। বলে আগুনের কাছে যেতে পারিনা। সেদিন মাছ ভাজতে গিয়ে তেল ছিটকে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল।একদিন ফ্যান গালতে গিয়ে পায়ে ফ্যান পড়ে কতোটা পুড়ে গেল। কষ্ট হয়েছে খুব।তাই রান্না করি না। আবার হেসে ফেলেন রামমোহন। তাই তো বলি বৌদি হলেও পুঁচকে। মোটেও বড়ো হয় নি। যেদিন রান্না করে খাওয়াবে, সেদিন বৌদি বলে সম্মান করবো। মেয়েটার চোখ অভিমানে ভিজে যায়। আপনি হাসলেন! কত কষ্ট হয়েছে জানেন?তবুও ঠিক আছে, পরের বার এলে আমি নিজেই রান্না করে খাওয়াবো। এই শপথ করলুম। বিকেলে মা কে বললেন আপনার বৌমাটি বেশ হয়েছে। আপনি পাঠিয়েছেন আমায় দেখাশোনা করতে,উনি তো শাসনে শাসনে জর্জরিত করে ফেলছেন। মা হেসে ফেলেন। ওই তো পারে। মুখে যত কটকটানি,কাজের বেলায় এটা ফেলছে,ওটা ভাঙছে,হাত পুড়ছে, পা পুড়ছে,রান্নাঘরে যেতে যতো ভয়। কিন্তু মাঝির যেমন জলে ভয় করলে চলে না,মেয়েদেরও কি আগুনে ভয় করলে চলে? জোর করে পাঠাই।শিখতে হবে তো। রামমোহন বলেন,একটু বড়ো হোক, তারপরে আগুনের কাছে পাঠাবেন ।বাড়িতে তো কাজের লোকের অভাব নেই। মা হাসেন, তোকেও মন ভুলিয়েছে? মেয়েটা ভালো, সবার খুব খেয়াল রাখে। কিন্তু চঞ্চল বড়ই। আচ্ছা কটা দিন যাক, চঞ্চলতা কমুক,তারপরেই হেঁশেলে ঢুকবে না হয়। পরদিন সকালে ঘরে নুপুরের রিনিঝিনি শব্দে মুখ ফেরান রামমোহন। বাচ্চা মেয়েটি এক গাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। (ক্রমশ)

ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড রিসিভিং সেন্টারে ভোট কেন্দ্রমুখী ভোট কর্মীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৫ এপ্রিল ঃ গণতন্ত্রের এই মহা উৎসবে তীব্র দাবদাহের মধ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর কলেজের ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড রিসিভিং সেন্টারে ভোট কেন্দ্রমুখী ভোট কর্মীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। ইতিমধ্যেই ভোট কর্মীরা ইসলামপুর কলেজের DCRC তে আসতে শুরু করেছেন। সেখান থেকে ইভিএম সংগ্রহ করে নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ভোটকর্মীরা রওনাও হচ্ছেন। এবারে জানাই, ইসলামপুর কলেজের ডিসিআরসি থেকে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের চোপড়া বিধানসভার ভোট কর্মীরা ভোট নিতে রওনা হচ্ছেন। পাশাপাশি রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া বিধানসভা এলাকার ভোট কর্মীরাও ইভিএম সংগ্রহ করে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। অন্যদিকে রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজের ডিসিআরসি থেকে করনদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও রায়গঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ভোট কর্মীরা ইভিএম সংগ্রহ করে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এছাড়াও উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার বিধানসভার ভোট কর্মীরা রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজের ডিসিআরসি থেকেই ইভিএম নিয়ে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৪৫ জন। এরমধ্যে মোট পুরুষ ভোটার ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৩৫ জন, মোট মহিলা ভোটার ৯ লক্ষ ১০ হাজার ৪১০ জন ও তৃতীয় লিঙ্গ ভোটদাতা ৮৮ জন রয়েছেন। ১ লক্ষ ২২ হাজার ২০৬ জন পুরুষ ও ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২০২ জন মহিলা এবং ৯ জন তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার নিয়ে ইসলামপুর বিধানসভার মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪১৭ জন। ইসলামপুর বিধানসভায় মোট ২৩৮ টি বুথ রয়েছে। গোয়ালপোখর বিধানসভার মোট ভোটার ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৮৪ জন। ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৭৩ জন পুরুষ, ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯০৩ জন মহিলা ও তৃতীয় লিঙ্গ ৮ জন রয়েছেন। মোট বুথ সংখ্যা ২৩৩টি। চাকুলিয়া বিধানসভায় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৭ জন ভোটদাতা রয়েছেন। এরমধ্যে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৮০ জন পুরুষ, ১ লক্ষ ২০ হাজার ৫৩৩ জন মহিলা ও ৪ জন তৃতীয় লিঙ্গ। মোট বুথ সংখ্যা ২৩৬ টি। করণদিঘি বিধানসভার মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫২২ জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৪৮ জন ও মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গ ৯ জন রয়েছে। মোট বুথ সংখ্যা ২৬৩ টি। হেমতাবাদ বিধানসভার মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৪৮ জন। পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮৭০ জন, মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৭৩ জন এবং ৫ জন তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার রয়েছেন। মোট বুথ সংখ্যা ২৬২টি। কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার মোট ভোটদাতা ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬৭৭ জন। এরমধ্যে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ১৯১ জন পুরুষ, ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৭০ জন মহিলা এবং ১৬ জন তৃতীয় লিঙ্গ ভোটদাতা রয়েছেন। কালিয়াগঞ্জে মোট বুথ সংখ্যা ২৮০টি। রায়গঞ্জ বিধানসভার মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৬ হাজার ৭৮০ জন। যার মধ্যে ১ লক্ষ ৪ হাজার ২৬৭ জন পুরুষ ভোটদাতা এবং ১ লক্ষ ২ হাজার ৪৭৪ জন মহিলা ও ৩৭ জন তৃতীয় লিঙ্গ ভোট দাতা রয়েছেন। রায়গঞ্জ বিধানসভায় মোট ২১১ টি বুথ রয়েছে। রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে মোট ১৭২৩টি বুথ রয়েছে। ইসলামপুর পুলিশ জেলায় ৫১ কোম্পানি ও রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় ৬০ কোম্পানি মিলিয়ে মোট ১১১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৬০৫৯/০৬০৬০ কোয়েম্বাটোর- বারাউনি-কোয়েম্বাটোর সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন বিশেষ - ০৬০৫৯ কোয়েম্বাটোর-বারাউনি স্পেশাল প্রতি মঙ্গলবার ২৩.০৪.২০২৪ থেকে ২৫.০৬.২০২৪ পর্যন্ত কোয়েম্বাটোর থেকে ১১.৫০ ঘটিকায় ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন ১৪.৩০ টায় বারাউনি পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৬০৬০ বারাউনি-কোয়েম্বাটোর স্পেশাল প্রতি শুক্রবার ২৬.০৪.২০২৪ থেকে ২৮.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ২৩.৪৫ ঘটিকায় বারাউনি থেকে ছেড়ে যাবে এবং কোয়েম্বাটোরে পৌঁছবে ০৩.৪৫ ঘন্টায়, চতুর্থ দিন। স্পেশাল ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে ঝাড়সুগুদা, রাউরকেলা, নওয়াগাঁও (শুধুমাত্র উপরের দিকে স্টপেজ), হাতিয়া, রাঁচি, মুরি এবং বোকারো স্টিল সিটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এখতিয়ারে। ০৬০৬১/০৬০৬২ তাম্বারাম- বারাউনি- তাম্বারাম সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন বিশেষঃ ০৬০৬১ তাম্বারাম-বারাউনি স্পেশাল তাম্বারাম থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার ২৫.০৪.২০২৪ থেকে ২৭.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ১৮.১৫ ঘটিকায় ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন ১৩.৫৫ মিনিটে বারাউনি পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৬০৬২ বারাউনি-তাম্বারাম স্পেশাল প্রতি শনিবার ২৭.০৪.২০২৪ থেকে ২৯.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ২৩.৫৫ ঘটিকায় বারাউনি থেকে ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন ২২.৪৫ মিনিটে তাম্বারামে পৌঁছাবে। স্পেশাল ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে ঝাড়সুগুদা, রাউরকেলা, নওয়াগাঁও (শুধুমাত্র উপরের দিকে স্টপেজ), হাতিয়া, রাঁচি, মুরি এবং বোকারো স্টিল সিটি এসইআর এখতিয়ারে।

কচ্ছপ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল ঃ কোচবিহার দুই নম্বর ব্লকের উত্তর খাগড়াবাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার হল একটি মধ্যবয়স্ক কচ্ছপ। কচ্ছপ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। এদিন স্থানীয় কয়েকজন যুবক একটি ডোবায় মাছ মারতে গেলে তারা কচ্ছপটি দেখতে পায়। বিভিন্ন সময়ে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের বানেশ্বর এলাকা থেকে বেশ কিছু কচ্ছপ চোরাচালানের অভিযোগ ওঠেছে। সেই জায়গা থেকে সেই কচ্ছপটি রক্ষা করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা বনদপ্তরে খবর দিয়ে বনদপ্তরের হাতে কচ্ছপটি তুলে দেয়। জানা যায় উদ্ধার হওয়া কচ্ছপটি বানেশ্বরের শিব দিঘি তে ছাড়া হবে।

SHUBH LABH INVESTMENTS LIMITED
Regd. Office: Sincere Group, 1st Floor, 12B. B. D. Bagh (East), Kolkata-700 001, WB
CIN:L65993WB1980PLC033083
Ph:(033)4020 2100
Website: shubhlabhinvestmentsltd.godaddysites.com
Email: shubhlabhinvestments@gmail.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company will be held on Tuesday, the 7th Day of May, 2024 at 11:00 A.M. to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st March, 2024.

For Shubh Labh Investments Ltd.
Sd/- Bhagwan Das Agarwal
Place : Kolkata (Director)
Date : 25.04.2024 DIN: 00532041

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ১২টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ২০টি এসএলআর-তে পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৫বি, **ট্রেন নম্বরঃ** ১২টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ২০টি এসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০৭.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-29/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

যে আমার মক্কেল গৌতম দেবনাথ প্রয়াত মনোরঞ্জন দেবনাথ, গ্রামের বাসিন্দাঃ বসুধা, পিএসঃ কাঁকসা, জেলাঃ বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩২১৪, ১৯৯৬ সালের জন্য দলিল নং ৩১৫৮ হারিয়েছেন এবং ইলামবাজার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। ২২.০৪.২০২৪ তারিখের জি.ডি এন্ট্রি নং ৯৩৪২৪-এর মাধ্যমে স্টেশন। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখের ০৭ দিনের মধ্যে সহকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই তা অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সঙ্গীতা পলি
উকিল
ফোন নংঃ ৮৫৮৫৮৫৫০৮৭

লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২৫ এপ্রিল ঃ অরণ্যসম্পদ ধ্বংস এক শ্রেণির মানুষের অভ্যেসে পরিণত। তাতে পরিবেশের যত ক্ষতিই হোক, তারা তত ভাবিত নন। তাই সেই সব অনাচার চলতেই থাকে। কখনও বন্যপ্রাণ নষ্ট করা হয়-- হাতি, গন্ডার, হরিণ, কখনও বৃক্ষনিধন করা হয়, পাচার করা হয় কাঠ। এবার তেমনই ঘটল চালসায়। প্রতিদিনের মতো গতকাল বুধবার রাতেও চালসা রেঞ্জ ও ডায়না রেঞ্জের বনকর্মীরা চালসা-নাগরাকাটা রোড এলাকায় টহলদারি করছিলেন। সেই সময় নাগরাকাটার দিক থেকে একটি গাড়ি চালসার দিকে আসছিল। টহলরত বনকর্মীদের গাড়িটি দেখে সন্দেহ হয়! এরপর বনকর্মীরা গাড়িটিকে দাঁড় করাতে বলেন। কিন্তু গাড়িটির চালক গাড়ি দাঁড় না করিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। বনকর্মীরা গাড়িটির পিছনে তাড়া করে যান। চালসা ও নাগরাকাটার মাঝে মহাবাড়ি এলাকায় গাড়িটি দাঁড় করিয়ে পালিয়ে যান গাড়িতে থাকা চালক-সহ আরও একজন। এরপর বনকর্মীরা কাঠ-সহ গাড়িটি উদ্ধার করেন। চালসা বন দফতর রেঞ্জার জানিয়েছেন, কাঠচোরেরা জঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করে এই রাস্তা দিয়েই পাচার করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমরা সতর্ক থাকায় সেই কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হই। প্রায় কয়েক লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ উদ্ধার হয়। আটক করা হয় গাড়িটিও। রেঞ্জার জানিয়েছেন, এরকম অভিযান আগামী দিনেও চলতে থাকবে।

নোটিশ

যে আমার ক্লায়েন্ট অমিয় কুমার বিশ্বাস হিটলি অ্যান্ড গ্র্যাশ্যাম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাটর্নি গঠন করেছেন, যার নিবন্ধিত অফিস রয়েছে ৩১, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১২ ১৯৬৫ সালের জন্য ৬৪ নং দলিল হারিয়েছে এবং তোপসিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছে G.D.Entry No.১৭২৭ তারিখ ২৬.০৬.২০১৯। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখের ০৭ দিনের মধ্যে সহকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই তা অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সঙ্গীতা পলি
উকিল
ফোন নং. ৮৫৮৫৮৫৫০৮৭

বিদ্যমান অ্যানার্জি মিটারের পরিবর্তে প্রিপেইড মিটারের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিনি. ডিইই/ এলএমজি/০৩অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ২৩-০৪-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/০২, **কাজের নামঃ** লামডিং ডিভিশনের রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টারগুলিতে বিদ্যমান অ্যানার্জি মিটারের পরিবর্তে প্রিপেইড মিটারের ব্যবস্থা করা (ফেজ-II)। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৭৩,৩৮,৫৯৬.৪০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৮৬,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডওপি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ও-এসি-টি-১৩ থেকে ১৭-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখঃ২৩.০৪.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং ১, কেস নংঃ ও-এসি-টি-১৩-২৪-২৫, কাজের নামঃ** এইএন/১/অন্ডালের অধীনে ফিল্টার বেডের ওভারহলিং সহ অটো-ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেটরের রক্ষণাবেক্ষণ, অন্ডাল ফিল্টার হাউজে ফিল্টারিং মিডিয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং ওভারহেড পি.এস. ট্যাঙ্ক, আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক, আর.সি.সি. ট্যাঙ্ক এবং ওভারহেড সার্ভিস ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৫,৩০,৩৪১.৮০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৫০,৬০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ২৪ মাস। **ক্রমিক নং ২, কেস নংঃ ও-এসি-টি-১৪-২৪-২৫, কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/আসানসোলের অধীনে আসানসোল ডিভিসনে এটি ওয়েল্ডিং পোর্শন সরবরাহ এবং এটি ওয়েল্ড সম্পাদনের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৫৮,৫৬,৪৩৭.৭৫ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,২৯,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **ক্রমিক নং ৩, কেস নংঃ ও-এসি-টি-১৫-২৪-২৫, কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/আসানসোলের অধিকারক্ষেত্রে এইএন/।।/অন্ডালের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ইউডিএল-বিএমজিএ-তে ব্রিজ নং ১০ এবং ব্রিজ নং ৪১, আইকেআর-জামুরিয়া-বিবিআই-চিনচুরিয়া-এসটিএন-তে ব্রিজ নং. ৫২ এবং বিএমজিএ-এসএনটি -তে ব্রিজ নং. ৪৯ আপ-এর আরসিসি জ্যাকেটিংয়ের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬,১২,৪৬,৯১২.৭৯ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪,৫৬,২০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮ মাস। **ক্রমিক নং ৪, কেস নংঃ ও-এসি-টি-১৬-২৪-২৫, কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোলের অধীনে আসানসোল ডিভিসনে এটি ওয়েল্ডিং পোর্শন সরবরাহ এবং এটি ওয়েল্ড সম্পাদনের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৫৮,৫৬,৪৩৭.৭৫ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,২৯,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **ক্রমিক নং ৫, কেস নংঃ ও-এসি-টি-১৭-২৪-২৫, কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোলের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে মহিশীলা থেকে কালিপাহাড়ি লিংক কেবিনের ডাবলিং সম্পর্কিত কালিপাহাড়ি স্টেশন ইয়ার্ডের ওভার রান লাইন রিমডেলিংয়ের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৯৯,৪২,৭০১.১০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৪৯,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৮ মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২০.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৫-এর জন্য)। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in** -তে দেখা যাবে।

ASN-25/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বাইসনের আতঙ্ক মথুরা চা বাগানে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ এপ্রিল ঃ সকাল থেকে বাইসনের আতঙ্ক আলিপুরদুয়ার জেলার মথুরা চা বাগানে। বৃহস্পতিবার সকালে মথুরা চা বাগানের ভেতরে বাইসন গুলোকে দেখতে পান চা শ্রমিকরা। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে। ঘটনাস্থলে জলদাপাড়া রেঞ্জের বনোকর্মীরা আসেন। এখনও পর্যন্ত একটি বাইসনকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে উদ্ধার করা হয়েছে আর দুটি বাইসনকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সকাল থেকে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। এদিন বাইসনের জন্য চা বাগানে পাতা তোলার কাজও বন্ধ ছিল।

ভোটের আগে মুর্শিদাবাদে আতঙ্ক , বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণে উড়ল যুবকের হাত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৫ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোটের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল বাংলায়। চতুর্থ দফায় নির্বাচন আগামী ১৩ মে। নির্বাচনের আগে আবার মুর্শিদাবাদে উত্তেজনা ছড়াল। বৃহস্পতিবার ভোরে বোমা বাঁধতে গিয়ে হাত উড়ল এক যুবকের। জখম যুবকের নাম শেখ আলি জিন্না। তিনি পড়ুয়া, দাবি পরিবারের। পরিবারের আরও দাবি, তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বুধবার রাতে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের পাশে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল। তাঁর বাড়ি মোনাই মান্দর গ্রামে। খবর পেয়ে খটনাস্থল থেকে একটি কাটা আঙুল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় আর কেউ জখম হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জখম শেখ আলি জিন্নাকে গোপনে কোনও বেসরকারি হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বিস্ফোরণে বিকট আওয়াজ শুনলেও গ্রামবাসীরা এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ভোরে বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোটা গ্রাম। গ্রামবাসীরা দেখেন, স্কুলের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিস্ফোরণের চিহ্ন ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম। ঘটনায় ওই গ্রামের এক যুবকের হাত উড়ে গেছে। খবর পেয়ে বড়ঞা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখান থেকে আঙুল ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জখম শেখ আলি জিন্নার পরিবারের দাবি, আহত যুবক এই ঘটনায় জড়িত নন। তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে কে বা কারা ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই বিষয়ে মুখ খোলেনি পরিবার। আলি জিন্না এখন কোথায় রয়েছে সেই বিষয়েও তাঁরা কিছু জানেন না বলেই জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ভোট এলেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বড়ঞা ব্লক। বড়ঞা ব্লকের সুন্দরপুর, কয়থা, ভেলডাঙা, মোনাইকান্দরা বোমা তৈরির জন্য বিখ্যাত। ভোট হলেই রক্তপাত এই বিধানসভায় নতুন নয়।

ডাঃ সুভাষ সরকারকে পেয়ে উৎসাহ তুঙ্গে বিজেপি কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকারের নির্বাচনী প্রচারে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ও ভিড় চোখে পড়ার মতো। আসন্ন নির্বাচনে গতবারের তুলনায় এবার দ্বিগুণ মার্জিন হবে বলে বিজেপি সমর্থকদের দৃঢ় বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার ছাতনা ব্লকের বুথ স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত আধিকারিকরা অঙ্গীকার করেন যে এবার শুধুমাত্র ছাতনা ব্লকেই চল্লিশ হাজার ভোটে জয়ী হবে বিজেপি। এদিন ছাতনা ব্লকের বিজেপি নেতা ও দলের ওবিসি মোর্চার সভাপতি জীবন মন্ডল বলেন গতবারের তুলনায় এবার ছাতনা ব্লকে সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন এবার চল্লিশ হাজার ভোটের মার্জিন থাকবে এই ব্লকে। তার এই কথায় উপস্থিত আধিকারিকরা হাত তুলে সমর্থন জানান। এইপ্রসঙ্গে সুভাষবাবু বলেন, প্রচারে জনসমাগম দেখে সকলের উৎসাহ খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

রবিবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স, বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা, ২০২৪-এর প্রার্থীদের সুবিধার জন্য, মেট্রো পরিষেবাগুলি ২৮.০৪.২০২৪ (রবিবার) ০৮.৩০ ঘন্টা থেকে ব্লু লাইনে শুরু হবে। সেই নির্দিষ্ট দিনে এই করিডোরের পুরো অংশে ১৩০টি পরিষেবার পরিবর্তে ১৪০টি পরিষেবা (৭০ আপ এবং ৭০ ডাউন) চালানো হবে। প্রথম পরিষেবাঃ ০৮.৩০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে।) ০৮.৩০ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (০৯.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে) ০৮.৩০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে) ০৮.৩০ টায়। দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে) শেষ পরিষেবা- ২১.২৭ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (অপরিবর্তিত) ২১. ২৮ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (অপরিবর্তিত) ২১.৪০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ (অপরিবর্তিত) ২১.৪০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত (অপরিবর্তিত)।

সাতকুড়ায় ত্রিস্রোতা মহাপীঠে হিন্দু মুসলিম সহ সর্বস্তরের মানুষের মিলন মেলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল ঃ সতীর ৫১ পীঠের এক পীঠস্থান জলপাইগুড়ির সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা মহাপীঠ। এখানকার প্রতিমা মাটির তল

থেকে নেওয়ার অনেকে চুরি করতে চেয়েছেন। সেই সময় হিন্দু- মুসলিম একত্রিত হয়ে বছরের পর বছর রাত জেগে পাহারা দিয়েছেন। সেখানে বর্তমানে মন্দির নির্মাণ হয়েছে। সেই মন্দিরে মূর্তি রয়েছে। প্রথম থেকেই হিন্দু মুসলিম সহ সর্বস্তরের মানুষ সীমান্তে একত্রিত হয়ে মিলন মেলার শুরু করে। বাংলাদেশ সীমান্তের সাতকুড়ায় ত্রিস্রোতা মহাপীঠে হিন্দু মুসলিম সহ সর্বস্তরের মানুষের মিলন মেলা। আয়োজকদের দাবি চৈত্রমাসের অষ্টমীর তিথিতে প্রতিবছর বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে মিলন মেলার আয়োজন করা হয় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা মহাপীঠে। কিন্তু এবার লোকসভা নির্বাচনের কারনে সেই মেলা পিছিয়ে যায়। ২১ এপ্রিল ৭ দিনের জন্য মেলা শুরু হয়েছে। বুধবার মেলা চতুর্থ দিনে পড়েছে। এদিন রাত ১০ টা পর্যন্ত দেখা গেল মেলায় ভীড় উপচে পড়েছে। ত্রিস্রোতা মহাপীঠ মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক হরিশচন্দ্র রায় জানান, ২০ তম বর্ষে এবার মেলার পদার্পণ করেছে। মেলা কমিটির সদস্য মহম্মদ জুলু মন্ডলের বক্তব্য, 'হিন্দু- মুসলিম সহ সর্বস্তরের মানুষ মিলেমিশে মেলার আয়োজন করা হয়।' এদিন মেলা দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সমাগম হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা মেলায় এসে ত্রিস্রোতা মায়ের পূজা অর্চনা করেন।

তীব্র গরমে স্কেটিং করে কেদারনাথ ছুটছেন তিন বন্ধু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমে স্কেটিং করে কেদারনাথ ছুটছেন জলপাইগুড়ির দুই বন্ধু। প্রখর রোদ মাথায় নিয়েই হর হর মহাদেব

বলতে বলতে ছুটে চলেছে জাতীয় সড়ক ধরে। নতুন অ্যাডভেঞ্চারের আশা ভুলিয়েছে গরমের কষ্ট। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ স্ট্যান্ডিং শু পায়ে জলপাইগুড়ি থেকে কেদারনাথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন দুই যুবক। একজন চাউলহাটির বাসিন্দা আশিস সমাদ্দার, অন্যজন ৭৩ মোড়ের পূর্ব কুমার পাড়ার বাসিন্দা জগন্নাথ রায়। শিলিগুড়ি থেকে আরও এক বন্ধু তাঁদের সঙ্গে সামিল হবেন বলে জানালেন তাঁরা। বেলা ১২ টায় প্রখর রোদ মাথায় নিয়েই শিলিগুড়ি- জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে দেখা গেল তাঁদের। জগন্নাথ জানাল, তিন যুবকের অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল স্ট্যান্ডিং শু পরে কেদারনাথে যাওয়া। কিন্তু গত তিন বছর ধরে হয়ে উঠছিল না। তবে এতদিনে সেই সুযোগ হয়েছে। রোজ সর্বাধিক ১০০ কিমি পথ পারি দেবেন তাঁরা। নতুন অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পেয়ে গরমের কষ্ট ভুলে গিয়েছে তিন বন্ধু।

গরমে নাজেহাল জেলাবাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল ঃ প্রচন্ড গরমে নাজেহাল জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, লাটাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। বৃহস্পতিবার, গরমে যেন রোজকার রুটিন। প্রতিদিন সকালের পর থেকেই বেলা যতো বাড়তে থাকে গরমের তীব্রতা ততটাই বাড়তে শুরু করে। জেলার প্রতিটি অঞ্চলে, সকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায় একটু রোদ না উঠতেই এলাকার মানুষজন কেউবা চোখে সানগ্লাস, কেউবা মুখ নাক ঢেকেছে কাপড় দিয়ে, কারো বা মাথায় ছাতা, এভাবেই চলতে হচ্ছে গরমের সময়

সকলকেই। আবার বিভিন্ন বাজার গুলিতে লক্ষ্য করা যায় আখের রসের দোকান থেকে জুসের দোকান, এবং ঠাণ্ডা পানিওর দোকানে ভিড় জমান। সকলেই চায় গরমের এই দাবদাহ থেকে একটু নিস্তার পেতে, তাই সকলেই কেউ সরবত কেউ আখের রস, কেউ বা ডাবের জল খেয়ে শরীরকে একটু ঠান্ডা করার চেষ্টা করে। যদিও এবার গরমের ডুয়ার্সের একমাত্র ফল তরমুজ যা চাষ হয় জেলার একাধিক জায়গায়। বয়ে যাওয়া তিস্তা নদী, সেই নদীর চরে চাষ হয় তরমুজ, কিন্তু বিগত কয়েক মাস আগে সিকিমে বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে তিস্তার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা ভেসে গেছে। ভারতীয় সেনার মর্টার শেল সহ ভারতীয় সেনার নানা জিনিসপত্র, প্রায়শই দেখা যাচ্ছে তিস্তার চড়ে বিভিন্ন এলাকায় থেকে উদ্ধার করছে ভারতীয় সেনা। যার ফলে তরমুজ চাষীদের একাংশের মনে একটা আতঙ্ক তাই এবার তরমুজ চাষেও আগ্রহ হয়নি চাষিরা। ফলে তরমুজের দাম প্রতিবারের তুলনায় উর্দ্ধমুখী। ফলে বাইরে থেকে আমদানি হচ্ছে তরমুজ আর সেই তরমুজ খেয়েই কিছুটা হল গরম থেকে স্বস্তি পাচ্ছেন বলে জানান এলাকাবাসীরা।

ধুন্ধুমার কাণ্ড, সাতজনের নামে এফআইআর

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৫ এপ্রিল ঃ ১৭ এপ্রিল রামনবমীর দিন মুরারইয়ে অস্ত্রহাতে মিছিলের ঘটনায় পুলিশ মামলা দায়ের করে। তার প্রতিবাদে ঘটনার দু'দিন বাদে রামপুরহাট থানা ঘেরাও করে বিজেপি নেতা কর্মীরা। অভিযোগ, একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ বিভিন্ন জামিন অযোগ্য ধারায় সাতজন বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ। বিজেপি অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি -১৫৬-২০২৪-এনআইটি, টেন্ডার নংঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি -১৫৬-২০২৪, তারিখঃ ২২.০৪.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেনটেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে (ক) সীতারামপুরে বাইপাস লাইন নির্মাণ (খ) অন্ডাল-দুর্গাপুর স্টিল এক্সচেঞ্জ ইয়ার্ড এবং এম্পটি ইয়ার্ড/অন্ডালে পরিকাঠামো ত্রুটি সম্পর্কিত পরিকাঠামোর উন্নয়ন সম্পর্কিত ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড ইকুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার এবং সুইচিং স্টেশন ইত্যাদি সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫,৭৯,৫১,৮৮২.৬০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪,৩৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত "টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য" এবং "বায়না মূল্য" অনলাইনে জমা করার পরে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং সেইখানেই বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in** -তে পাওয়া যাবে। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ অফিসের নোটিস বোর্ডে দেখা যাবে।

CON-04/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিএসই লিমিটেডের ডিলিস্টিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত ডিলিস্টিং আদেশের অনুসরণে সাধারণের জন্য ঘোষণা সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') (ইক্যুইটি শেয়ারের ডিলিস্টিং) রেগুলেশন, ২০২১ এর শর্তাবলী পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের মনোযোগের জন্য

এশিয়ান ভেগপ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(সিআইএনঃ এল০১৪০৪ডব্লুবি১৯৯৪পিসিএল০৬১৭২২)
রেজিস্টার্ড অফিসঃ স্যুট ৩১৫, টোডি চেম্বার্স, ৩য় তলা, ২, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল আইডিঃ euro_uk@rediffmail.com যোগাযোগ নম্বরঃ ৯৩২৪৪০৭৯২৫ ওয়েবসাইটঃ www.asianvegpro.in

এই পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট ('পিএ') মি. সুভাষ রমেশচন্দ্র মিত্তল এবং মি. রাজেন্দ্র জগনপ্রসাদ আগরওয়াল, এশিয়ান ভেগপ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ('এভিআইএল' / দ্য কোম্পানী) প্রবর্তক / অধিগ্রহনকারী যারা ৮ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখের ডিলিস্টিং কমিটি দ্বারা পাস করা ডিলিস্টিং আদেশ অনুসারে পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের প্রস্থানের সুযোগ প্রদানের জন্য অফারকারী হিসাবে কাজ করছেন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার (এসইবিআই) (ইক্যুইটি শেয়ারের ডিলিস্টিং) রেগুলেশন, ২০২১ (ডিলিস্টিং রেগুলেশনস) এর প্রবিধান ৩২-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিএসই লিমিটেডে। কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার বিএসই লিমিটেডে ('বিএসই') তালিকাভুক্ত ছিল। ক্লজ ১৬-এর অ-সম্মতির কারণে সদস্যদের নিবন্ধন বন্ধ না করা এবং পূর্ববর্তী তালিকা চুক্তির বই স্থানান্তর না করার কারণে বর্তমানে এসইবিআই লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর অধীনে, কোম্পানির সিকিউরিটিজে লেনদেন স্থগিত করা হয়েছিল এবং স্থগিতাদেশটি বিএসই-এর ওয়েবসাইটে নোটিশ নম্বরের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল। ১৩০/১৯৯ তারিখ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৯। কোম্পানির সিকিউরিটিজ ট্রেডিংয়ে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার জন্য কোম্পানি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ায়, কোম্পানিটিকে বিএসই-এর ডিলিস্টিং কমিটি দ্বারা তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল আগস্ট ১০, ২০২৩ তারিখ থেকে কার্যকর। বর্তমানে, কোম্পানি বহু বছর ধরে গুদামজাতকরণের ব্যবসায় নিয়োজিত এবং ভাড়া থেকে আয় করছে।

৮ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখের ডিলিস্টিং অর্ডার অনুযায়ী, কোম্পানির ন্যায্য মূল্য ২.৫০ টাকা প্রতি শেয়ার করা হয়েছে, যা বিএসই লিমিটেড দ্বারা নিযুক্ত স্বাধীন মূল্যমান দ্বারা নির্ধারিত। ডিলিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৩৩ (৪) অনুসারে, কোম্পানির প্রোমোটাররা বিএসই থেকে ডিলিস্ট করার তারিখের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে মূল্য প্রদানকারীর দ্বারা নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের থেকে ডিলিস্ট করা ইক্যুইটি শেয়ারগুলি অর্জন করবে, পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের তাদের শেয়ার ধরে রাখার বিকল্প সাপেক্ষে। যাইহোক, যেহেতু বিএসই থেকে ডিলিস্ট করার তারিখ থেকে তিন মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে, প্রোমোটার / অধিগ্রহণকারীরা সকল শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে সুদ দিতে দায়বদ্ধ, যারা শর্তে বাধ্যতামূলক ডিলিস্টিং অফারের অধীনে তাদের শেয়ার অফার করে ডিলিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৩৩ (৫) এর। তদনুসারে কোম্পানির পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের প্রোমোটারদের দেওয়া ন্যায্য মূল্যপ্রস্থান মূল্য টাকাতে পৌঁছেছে ২.৬৬ টাকা প্রতি শেয়ার [টাকা ২.৫০ প্রতি শেয়ার ন্যায্য মূল্য হিসাবে বিএসই লিমিটেড দ্বারা নিযুক্ত স্বাধীন মূল্যমান দ্বারা নির্ধারিত + প্রতি শেয়ার ০.১৬ টাকা ৯ই নভেম্বর, ২০২৩ (ডিলিস্ট করার তারিখ থেকে ৯০ দিন) থেকে ১৫ জুন, ২০২৪ (প্রস্থান মূল্য পরিশোধের শেষ তারিখ) পর্যন্ত বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে সুদ।] মোট সংখ্যা ৮ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখের ডিলিস্টিং অর্ডার অনুযায়ী এভিআইএল-এর পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি শেয়ারের পাশাপাশি তারিখে ৮৪,৪৪,১০০ ইক্যুইটি শেয়ার।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এভিআইএল-এর সকল পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের প্রস্থান করার সুযোগ দেওয়ার জন্য, নীচের উল্লেখিত বিবরণ অনুসারে ইক্যুইটি শেয়ার দরপত্রে একটি প্রস্থান অফার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে-

অফার প্রস্থানের সময়কাল / উইন্ডো	
প্রস্থান অফার চালু হয়	বুধবার, ১মে, ২০২৪
প্রস্থান অফার শেষ হয়	শুক্রবার, ৩১মে, ২০২৪

অফারটি মার্ক কর্পোরেট অ্যাডভাইজার প্রাইভেট লিমিটেডকে নিয়োগ করেছে যার নিবন্ধিত অফিস ৪০৪/১, দ্য সামিট বিজনেস বে, সন্ত জানাবাই রোড (সার্ভিস লেন), অফ ডব্লিউ ই হাইওয়ে, ভিলে পার্লে (ই), মুম্বাই-৪০০০৫৭, ম্যানেজার হিসাবে প্রস্থান অফার। অফারটি স্কাইলাইন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডকে অফারের রেজিস্ট্রার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

এসইবিআই তার সার্কুলার নম্বর দ্বারা এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআরআই/পি/২০২০১৪৪ ৩১ জুলাই, ২০২০ তারিখে এসইবিআই ডিলিস্টিং রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী এই ধরনের টেন্ডারিং হওয়া সাপেক্ষে প্রকৃত আকারে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের দরপত্র শেয়ারগুলিকে ডিলিস্ট করার অনুমতি দিয়েছে। তদনুসারে, সমস্ত পাবলিক ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা, ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ফিজিক্যাল আকারে ধারণ করুক না কেন, এই অফারের টেন্ডারিং সময়ের মধ্যে যে কোনও সময় এই এক্সিট অফারে অংশগ্রহণ করার যোগ্য। যে সকল পাবলিক ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা এই অফার অনুসারে তাদের ইক্যুইটি শেয়ার টেন্ডার করতে চান তাদের স্কাইলাইন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (অফারে নিবন্ধক) এ অবস্থিত তাদের অফিসে এক্সিট অফার লেটারে উল্লেখিত পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্যতার ফর্ম পাঠাতে হবে। এ/৫০৬, দাতানি প্লাজা, আন্ধেরি কুরিয়া রোড, নিরাপদ পুল, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০৭২, মহারাষ্ট্র। যে সকল পাবলিক শেয়ারহোল্ডাররা [illegible]

[illegible]

তারিখঃ ২৫.০৪.২০২৪
স্থানঃ মুম্বই

স্বা/- সুভাষ রমেশচন্দ্র মিত্তল
স্বা/- রাজেন্দ্র জগনপ্রসাদ আগরওয়াল
(এশিয়ান ভেগপ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর প্রমোটার্স)

প্যালেস্তাইনের পাশে দাঁড়িয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখালেন ইজরায়েলি ছাত্রও

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গাজায় জারি ইজরায়েলের আগ্রাসন। আর তার প্রতিবাদে ইজরায়েলি বিরোধী বিক্ষোভের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁবু খাটিয়ে, প্যালেস্তাইনপন্থী প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন শয়ে শয়ে পড়ুয়া। নিয়মভঙ্গের অভিযোগে শতাধিক গ্রেপ্তার হওয়ার পরও চিত্রটা বদলায়নি। বরং অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এসে যোগ দিচ্ছেন পড়ুয়ারা।আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়েছে ইজরায়েল-বিরোধী বিক্ষোভ। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতেও নিয়ম ভেঙে বিক্ষোভের জন্য ১৩৩ জন প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কানেক্টিকাটে ৬০ জন এবং ইয়েলে ৪৭ জন পড়ুয়ার গ্রেপ্তারির খবর এসেছে। এই পরিস্থিতিতে বিক্ষোভ প্রত্যাহারের জন্য মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত পড়ুয়াদের ডেডলাইন দিয়েছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে বুধবার সকালে জানা যায়, পড়ুয়াদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনা ইতিবাচক হওয়ায় ডেডলাইন আরও দু'দিন বাড়ানো হয়েছে। অধিকাংশ তাঁবু তুলে নেওয়া হবে, শুধুমাত্র কলম্বিয়ার পড়ুয়ারা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখাতে পারবেন, কোনও বিদ্বেষমূলক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না এমন বেশ কিছু শর্তে পড়ুয়ারা রাজি হয়েছেন বলে খবর। তবে এই পরিস্থিতিতে আলোচনার কেন্দ্রে

উঠে আসছে ইহুদি-বিদ্বেষ। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে ইহুদি-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলছে ইজরায়েলপন্থী বেশ কিছু সংগঠন।

শুধু তাই নয়, ইউএস হাউস স্পিকার মাইক জনসন পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করে ইহুদি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বার্তা দেবেন বলে খবর। কিন্তু এই ইহুদি বিদ্বেষের বার্তার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ইহুদি ছাত্র জ়ারেড কানেলের একটি সাক্ষাৎকার। গত এক সপ্তাহ ধরে প্যালেস্তাইনপন্থী বিক্ষোভে সামিল এই ইহুদি পড়ুয়া। কানেলের বক্তব্য, 'গাজ়ায় ইজ়রায়েল যে হত্যালীলা চালাচ্ছে, তা থেকে নজর ঘোরাতেই ইউএস আধিকারিকরা কলেজ ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষের অভিযোগ তুলছেন। এই কলেজ ক্যাম্পাসে কোনও ইহুদি-বিদ্বেষ নেই। আমি এখানে ১০০ শতাংশ নিরাপদ বলে বোধ করি। ইজ়রায়েলের যুদ্ধাপরাধ থেকে নজর ঘোরাতে পুরোটাই আমেরিকার ষড়যন্ত্র! ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষের অভিযোগকে সত্যি বলে বিশ্বাস করবেন না।'

মৃতদের পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ

কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে মৃতদের পাঁচ লক্ষ টাকা এবং আহতদের দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। গার্ডেনরিচে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে জনস্বার্থ মামলার রায়ে বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন শুনানিতে পুর কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য প্রশাসনের সমালোচনা করে হাইকোর্ট। বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর জোর দিতে বলেন প্রধান বিচারপতি। বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

রাতে মদের আসরে বিবাদ, ভোরে খুন, চাঞ্চল্য উদয়পুরের টেপানিয়ায়

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ২৫ এপ্রিল ঃ রাতে মদের আসরে বিবাদ আর ভোরবেলায় খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোমতি জেলার উদয়পুরের টেপানিয়া এলাকায়। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর আনমানিক চারটা নাগাদ টেপানিয়ার পাল পাড়া এলাকায় নারায়ণ দাস (৬৫) খুন হন নিজ বাড়িতে। ধারালো দা দিয়ে নারায়ণ দাসের শরীরে কুপিয়ে খুন করা হয়। অভিযোগ নারায়ণ দাসের ভাই হারাধন দাসের মেয়ের জামাই যুধিষ্ঠির সরকার খুন করেছে। অভিযোগ করেন নারায়ণ দাসের ভাই জওহরলাল দাস। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, ভোর চারটায় বড়ভাই নারায়ণ দাসকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়।

রক্তাক্ত অবস্থায় চিৎকার চেঁচামেচি করে যুধিষ্ঠির সরকার বলে, সে জ্যেঠাকে দা দিয়ে কুপিয়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ভাই জওহরলাল দাস সেই দৃশ্য দেখে হতবাক। আশপাশের পরিবারের লোকজনকে ডেকে নিয়ে যুধিষ্ঠির সরকারকে আটক করে দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখে। তারা দেখেন, ভাই নারায়ণ দাসের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে ঘরের বাইরে। শরীরে একাধিক দায়ের আঘাতের ক্ষত। খবর দেওয়া হয় রাধাকিশোরপুর থানায়। খবর পেয়ে ওসি ছুটে যান এবং আটক যুধিষ্ঠির সরকারকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান। অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করে ওসি খবর দেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও জেলা পুলিশ সুপারকে। খবর পেয়ে ছুটে যান মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় দেববর্মা এবং জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক সহ ফরেনসিক টিম। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে নারায়ণ দাসের ঘরে জামাতা যুধিষ্ঠির সরকারের সাথে মদ্যপান করা হয়। কোনও কারণে নিজেদের মধ্যে বিবাদ হয়। আর সকালেই খুনের ঘটনা। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এই খুনের ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আদালতের মুহুরি অমিত আচার্য হত্যা মামলায় গ্রেফতার আরও দুই

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ঃ পশিম ত্রিপুরা জেলা আদালতের মুহুরি অমিত আচার্য হত্যা মামলায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। আইনজীবী দিগ্বিজয় মোদক ও শিবদূত বড়ুয়া (ক্লার্ক)কে বুধবার গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন সকালে উজান অভয়নগর ও ইন্দ্রনগর মুসলিম পাড়া থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এপর্যন্ত এই মামলায় মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে গত ৩ এপ্রিল আইনজীবী রাজেশ সরকার ও মুহুরি রাজীব দেবকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম থানার পুলিশ। গত বছর ২০২৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আগরতলা পশ্চিম জেলা ও দায়রা জজের আদালত চত্বরে অমিত আচার্য নামে এক মুহুরিকে বেশ কয়েকজন আইনজীবী এবং ক্লার্ক মিলে মারধর করেছিলেন। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত অমিত আচার্যের গত ২৩ সেপ্টেম্বর (২০২৩) মৃত্যু হয় কলকাতায়। ঘটনায় মৃত অমিত আচার্যের পরিবারের অভিযোগমূলে পুলিশ একটি খুনের মামলা রুজু করে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। পশ্চিম থানায় রুজুকৃত মামলা নম্বর ১৭২২০২৩। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩৪ ধারায় আইনজীবী রাজেশ সরকার, গোপাল সিং, অনির্বাণ তলাপাত্র এবং আইনজীবিদের ক্লার্ক শিবদূত বড়ুয়া, সুদীপ দেব ও রাজীব দেবের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়।

এই মামলায় পুলিশ গত ১২ নভেম্বর (২০২৩) গোপাল সিং নামের এক আইনজীবীকে বড়দোয়ালি থেকে গ্রেপ্তার করে। এর পর অনির্বাণ তলাপাত্র নামে আরেক আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ জারি রেখেছিল। পুলিশের একটি দল চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তল্লাশি অভিযানে কলকাতা পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে বলেও খবর। এবার পুলিশের হাতে আরও দুই অভিযুক্ত ধরা পড়ছে বুধবার। তারা ঘটনার পর থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস জানান, মামলার তদন্তকারী অফিসার রঞ্জিত দাস বুধবার সকালে তাদের গ্রেপ্তার করে, আজই তাদের তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পশ্চিম থানার ওসি আরও জানান, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, যারা এই খুনের ঘটনায় যুক্ত তাদের প্রত্যেককেই শাস্তি পেতে হবে। পুলিশ কাউকেই ছেড়ে কথা বলবে না। আইনজীবী গোপাল সিং দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল। অবশেষে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত গোপাল সিংকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। এরপর আইনজীবী অনির্বাণ তলাপাত্র, পরে রাজেশ সরকার ও মুহুরি রাজীব দেব। একে একে সকলেই ধরা পড়বে। এদিকে বুধবার ধৃতদের আদালতে তুললে তাদেরকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায় আদালত।

মৃত অমিত আচার্যের মা সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, সন্তান হারানোর ব্যথা যে হাঁরিয়েছে সেই বুঝে। যারা তার কোল খালি করেছে তাদের জেল ফাঁসি চান তিনি। তাদের মায়েরও বুক খালি হবে বলে দাবি করেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত ৫ সেপ্টেম্বর (২০২৩) মুহুরি অমিত আচার্য জেলা আদালতের ৪ নম্বর ফ্লোরের বাইরে স্টিল চেয়ারে বসে ছিলেন।

পাহাড়ে ও গরম, আইসক্রিমে নজর পর্যটকদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি,২৫ এপ্রিলঃ মার্চ মাস পরতেই দক্ষিণবঙ্গের বেসামাল অবস্থা। কলকাতা সহ পশ্চিমের জেলাগুলিতে চড়চড়িয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা। কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাপিয়ে গেছে। বাঁকুড়া পুরুলিয়ার অবস্থা আরো অস্বস্তি কর। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চলে গেছে ৪৩- ৪৪ ডিগ্রিতে। মালদা মুর্শিদাবাদ এর পরিস্থিতি একেবারে ভালো নয়। সেখানেও দিনের বেলায় প্রবল রোদের কারণে বাইরের টেকা দায়। এইজন্য দক্ষিণবঙ্গের অনেকেই চাইছেন দুদিনের স্বস্তি, এই স্বস্তির খোঁজ মিলতে পারে উত্তরের দার্জিলিংয়ে। গরমের থেকে স্বস্তি পেতে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গেছে শৈল শহরে। তবে শৈল শহরের পরিস্থিতিও যে খুব একটা সন্তোষজনক সেরকম কিন্তু নয়। দার্জিলিং এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি বুধবার রেকর্ড করা হয়েছে, তাই পাহাড়েও খুব একটা স্বস্তির পরিবেশ নেই। দিনের বেলা যথেষ্ট অস্বস্তিকর পরিবেশ, তবে রাত্রের বেলা অনেকটাই আরাম মিলছে পাহাড়ে। আর তাতেই সন্তুষ্ট পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকরা। কলকাতার দহন জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনেকেই পাড়ি দিচ্ছেন দার্জিলিং। দুদিন শান্তিতে কাটিয়ে নেওয়ার জন্য। পাহাড়ের পরিবেশ কিছুটা অনুকূল হলেও উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকা গুলিতে কিন্তু তাপমাত্রার পারদ বাড়ছে। সমতল শহর শিলিগুড়িতে ও তাপমাত্রা ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি।

শিলিগুড়ির প্রতিবেশী শহরে জলপাইগুড়ি এছাড়া কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ গোটা উত্তরবঙ্গে এখন তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী। তবে পর্যটকরা যে আশা নিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ে সেই রকম আরামদায় পরিবেশ কিন্তু নেই। দিনের বেলা রোদের তাপ যথেষ্ট, রাতের দিকে মনোরম। এমনকি মিরিক লেকের কাছে বিক্রি হচ্ছে আইসক্রিম। গরমে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আইসক্রিম খাচ্ছেন পর্যটকরা। অনেক পর্যটকই জানিয়েছেন যেরকম মনে করে পাহাড়ে এসেছিলেন, সেরকম পরিস্থিতি কিন্তু নয়। দিনের বেলা রোদের তাপ যথেষ্ট রয়েছে রাতের দিকে কিছুটা আরাম মিলছে।

পরকীয়ার জেরে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ২৫ এপ্রিলঃ বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে গোমতি জেলার উদয়পুরের কাঁকড়াবনে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই গৃহবধূ বর্তমানে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ভালোবেসে বিয়ে হয় উদয়পুর কাঁকড়াবন এলাকার নকুল নমঃ দাশের সঙ্গে লক্ষ্মী সরকারের।

বিয়ের পর তাদের সংসার ভালো ভাবে চলছিল। এর মধ্যে তাদের একটি পুএ সন্তানও হয়। লক্ষ্মী সরকার ছাতারিয়ার একটি ছেলের সঙ্গে ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে কিছু দিন আগে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বাড়ির লোকজন মিলে মহিলাকে আবার বাড়িতে নিয়ে আসে। সবাই মিলে বসে সিদ্ধান্ত হয় মহিলার অনুমতি নিয়ে এই মহিলা নকুলের সঙ্গে ঘর করবে।

এর মধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে লক্ষ্মী সরকার বাড়িতে থাকা কিটনাশক সেবন করে। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী সরকারকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।কর্তব্যবরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য লক্ষ্মী সরকারকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে ভর্তি আছেন লক্ষ্মী সরকার।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরও কয়েকটি সামার স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২৫ এপ্রিলঃ গ্রীষ্মকালীন ভিড়ের সময় যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আরও কয়েকটি সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি সংশ্লিষ্ট রুটগুলির অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের জন্য এক বিকল্প সুযোগ হিসেবে কাজ করবে। এই প্রচণ্ড গরমে ভ্রমণের সময় যাত্রীরা যাতে হাইড্রেট থাকে তার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমস্ত স্টেশনে বিনামূল্যে পানীয় জল নিশ্চিত করেছে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৬৫৬৯ (এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-গুয়াহাটি) স্পেশাল ২৮ এপ্রিল থেকে ১৯ মে, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার এসএমভিটি বাঙ্গালুরু থেকে ০০.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০৫.৩০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৬৫৭০ (গুয়াহাটি-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু) স্পেশাল ০১ থেকে ২২ মে, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার গুয়াহাটি থেকে ০৬.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে

শুক্রবার ১০.০০ ঘণ্টায় এসএমভিটি বাঙ্গালুরু পৌঁছবে।

অন্যদিকে, ট্রেন নং. ০৯১০১ (ভদোদরা-কাটিহার) স্পেশাল ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ (বুধবার) ভদোদরা থেকে ২৩.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ১৬.৩০ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৯১০২ (কাটিহার-ভদোদরা) স্পেশাল ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ (শনিবার) কাটিহার থেকে ১৫.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ০৭.৩০ ঘণ্টায় ভদোদরা পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৪০১০ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-যোগবাণী) স্পেশাল ৩০ এপ্রিল থেকে ২৫ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২৩.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ০৫.২০ ঘণ্টায় যোগবাণী পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৪০০৯ (যোগবাণী-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) স্পেশাল ০২ মে থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার যোগবাণী থেকে ০৯.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ১৬.০৫ ঘণ্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল পৌঁছবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

Name Change
I, Madan Mohan Pal (old name) S/O Panchanan Pal, residing at BORAPAHALAMPUR, P.O.-PAHALAMPUR, Hooghly Rural, 712223, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Madan Pal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Madan Pal (new name) and Madan Mohan Pal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Hannan Mistry (old name) S/O Mosharaf Mistri, residing at Vill. & P.O.- Dakshin Bhebia, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin-743456, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Hannan Mistri (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Hannan Mistri (new name) and Hannan Mistry (old name) both are same identical person.

Name Change
I MD QMOHFUZ AHAMED, S/O KAZI MOWLANA AHAMED, R/O SITHIPARA ROAD, SOUTH KAZIPARA, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700125, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAFUZ AHAMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS EXECUTIVE MASIGITRATE AT BARASAT ON 22/04/2024, THAT MD QMOHFUZ AHAMED AND MOHAFUZ AHAMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD MAHIBULLA, S/O- MD RAHAJUDDIN MOLLA, R/O- KAWRAKHALI HATKHOLA BAZAR, PO-MATHBARI, BASIRHAT, PIN-743442, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MOHIBULLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/04/2024, THAT MD MAHIBULLA AND MD MOHIBULLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TAPAN DEY, SON OF ASHUTOSH DEY, RESIDING AT 92 GLT ROAD, BARANAGAR, PS-BARANAGAR, NORTH 24 PARGANAS -700036, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAN KUMAR DEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/04/2024.THAT TAPAN DEY AND TAPAN KUMAR DEY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANKER CHOWDHURY, S/O SAMARENDRA NATH CHOWDHURY, R/O 18/3, BALLI ROAD, CHAMRAIL, HOWRAH -711114, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANKAR CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/04/2024, THAT SANKER CHOWDHURY AND SANKAR CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NURUL HUDA, S/O- MD ELIAS ALI MOLLA, R/O-KACHU, KALIKAPOTA, PS-USTHI, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743355, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NURUL HUDA MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/04/2024, THAT NURUL HUDA AND MD NURUL HUDA MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARUNDHATI MAJI CHATTERJEE,D/O-SWAPAN KUMAR CHATTERJEE, R/O-FLAT-322, KOBASIA VIN,1,85 SREERAMPUR ROAD(E), KOLKATA, PIN-700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUNDHATI CHATTERJEE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/04/2024, THAT ARUNDHATI MAJI CHATTERJEE AND ARUNDHATI CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mosaref Mistry (old name) S/O Monajat Mistri, residing at Vill. & P.O.- Dakshin Bhebia, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin-743456, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mosharaf Mistri (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Mosharaf Mistri (new name) and Mosaref Mistry (old name) both are same identical person.

Name Change
I DEEPAK KUMAR DAGA, S/O-BASANT KUMAR DAGA, R/O-204, 2ND FLOOR, 20 RABINDRA SARANI, LILUAH, HOWRAH, PIN-711204, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEEPAK DAGA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/04/2024, THAT DEEPAK KUMAR DAGA AND DEEPAK DAGA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Saptangshu Bose (old name) S/O Siddhartha Shankar Bose, residing at 41, Sarkhel Para Lane, P.O & P.S.- Bally, Howrah-711201., West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Saptangshu Basu (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Saptangshu Basu (new name) and Saptangshu Bose (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sarajit Datta (old name) S/O Amiya Dutta, residing at Vill-Enayetpur, P.O.- Simurali, P.S.- Chakdaha, Dist- Nadia, Pin-741248, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sarajit Dutta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Sarajit Dutta (new name) and Sarajit Datta (old name) both are same identical person.

Name Change
I RAJIV SINGH, S/O- LATE CHANDRAMA SINGH, R/O-79/1/B, RAJA RAMMOHAN ROY ROAD, 2ND FLOOR, FLAT-2A, PO-BARISHA, KOLKATA-700008, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJIB SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT RAJIV SINGH AND RAJIB SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Ashis Dey (old name) S/O Debendranath Dey, residing at Subhash Road, Lichu Bagan, Sodepur -700110, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ashish Dey (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Ashish Dey (new name) and Ashis Dey (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Naresh Chandra Chakraborty (old name) S/O Baikuntha Chakraborty, residing at 72/5, Becharam Chatterjee Road, Behala, Kolkata- 700034, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Naresh Chakraborty (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Naresh Chakraborty (new name) and Naresh Chandra Chakraborty (old name) both are same identical person.

Name Change
I YASMIN MUKHTAR, W/O- SEIKH MUKHTAR ALI, R/O- T-175/A, MITHA TALAB (BARA BAGAN) LANE, BARTALA, KOLKATA-700018,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YASMIN BANO, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT YASMIN MUKHTAR AND YASMIN BANO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sidhartha Shankar Bose (old name) S/O Late Bibhuti Bhushan Basu, residing at 41, Sarkhel Para Lane, P.O & P.S.- Bally, Howrah-711201., West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Siddhartha Shankar Bose (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Siddhartha Shankar Bose (new name) and Sidhartha Shankar Bose (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Santa Roy (old name) W/O Partha Sarathi Roy, residing at Mahua Madhabi Cluster Tower-3, Flat-204, Street 622 Action Area IIB, Dist-North 24 Pgs, Pin- 700161, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Santa Ray (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Santa Ray (new name) and Santa Roy (old name) both are same identical person.

Name Change
I HABIB MALLIK, SON OF KHALIL SEKH, RESIDING AT VILL & PO-GANDHABADULI, BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS -743503, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HABIB SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/02/2024.THAT HABIBAR MALLIK AND HABIB SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Chandrawati Debi (old name) W/O Suraj Shaw, residing at 20, Sundiya Para Road, B.L.No. 22, Kakinara, Bhatpara(M), Dist- North 24 Pgs, Pin-743126, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chandrabati Shaw (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Chandrabati Shaw (new name) and Chandrawati Debi (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Birendra Kumar Mishra (old name) S/O Ramakant Mishra, residing at 11/2/1, Gopal Chatterjee Road, P.O. & P.S.- Cossipore, Kolkata- 700002, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Birendra Mishra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Birendra Mishra (new name) and Birendra Kumar Mishra (old name) both are same identical person.

Name Change
I MAHADEB DASTHAKUR, SON OF BISWANATH DASTHAKUR, RESIDING AT Vill-KHAYERBONI, P. O-RADHAMOHANPUR, P. S-SONAMUKHI, DIST-BANKURA, PIN-722207, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHADEV DASTHAKUR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/04/2026.THAT MAHADEB DASTHAKUR AND MAHADEV DASTHAKUR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MD ISLAM BARI AND MOHD ISLAM BARI, S/O- ABDUR RAHAMAN, R/O-PASCHIM PARA, HISABI, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743221, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISLAM BARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT MD ISLAM BARI AND MOHD ISLAM BARI AND ISLAM BARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Ram Chander Gupta (old name) S/O Hiralal Gupta, residing at 22, Nabin Chandra Das Road, Baranagar (M), Noapara, North 24 Parganas, Pin-700090, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ram Chandra Gupta (new name) vide an affidavit sworn before The L.d. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore on 16/05/2016. Ram Chandra Gupta (new name) and Ram Chander Gupta (old name) both are same identical person.

Name Change
I ARUNDHATI MAJI CHATTERJEE, S/O- SWAPAN KUMAR CHATTERJEE, R/O- FLAT-322, KOBASIA VIN,1, 85 SREERAMPUR ROAD(E), KOLKATA, PIN-700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUNDHATI CHATTERJEE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/04/2024, THAT ARUNDHATI MAJI CHATTERJEE AND ARUNDHATI CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, HAJI MUMTAZ (পুরাতন নাম) পিতা LATE MOHAMMED ISHAQUE , ঠিকানা 13/4 S.S. LANE, BARABAZAR, P.S.-JORASANKO, KOLKATA -700007, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, 25.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MOHAMMED MUMTAZ (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। MOHAMMED MUMTAZ (নতুন নাম) এবং HAJI MUMTAZ (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Md Rofiqul Islam Mondal (old name) S/O Abul Kasem, residing at Malatipur, P.O.- Chaita, P.S.- Matia, Basirhat, Dist-North 24 Pgs, Pin-743445, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rafikul Islam Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/04/2024. Rafikul Islam Mandal (new name) and Md Rofiqul Islam Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Amimul Ehsan S/o. Late Md Wajed Ali R/o. Vill.- Matigachha, P.O.- Srikrishnapur, P.S.- Ashoknagar, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743711 that my deceased father who previously known as Late Md Abdul Wazed shall henceforth be known as Late Md Wajed Ali. I declare that my deceased father Late Md Wajed Ali and Late Md Wajed Ali is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-04-2024.

Name Change
I SEEMA RANI, W/O VIKRAM SINGH, R/O D-13.4, NBCC VIBGYOR TOWERS CE BLOCK, ACTION AREA -1, NEW TOWN, KOLKATA -700156, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEEMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/04/2024, THAT SEEMA RANI AND SEEMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMMED HASHIM, S/O-MOHAMMED YASEEN, R/O- 18/1/H/2, MOMINPORE ROAD, EKBALPORE, KOLKATA-700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD HASHIM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/04/2024, THAT MOHAMMED HASHIM AND MOHAMMAD HASHIM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sabina Khatun Mondal alias Sabina Khatun Laskar alias Sabina Khatun (Old Name) D/o. Gaffar Ali Laskar W/o. Kabir Ali Mondal Residing at Joykrishnapur Chiari, P.O.- Banhooghly, Sonarpur, South 24 Parganas, W.B- 700103, India shall henceforth be known as Sabina Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-04-2024. Sabina Khatun Mondal, Sabina Khatun Laskar and Sabina Khatun (Old Name) and Sabina Mondal (New Name) all are same and one identical person.

Name Change
I TANMAY KUMAR KARFA, S/O LATE DEBNARAYAN KARFA, DOB-06/09/1968, R/O B-8/T-2, BIDYAKUT ABASAN,SIR RAMESH MITRA ROAD, PO- RAJARHAT GOPALPUR, PS NARAYANPUR, KOLKATA -700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANMOY KUMAR KARFA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT TANMAY KUMAR KARFA AND TANMOY KUMAR KARFA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAMIR ROY, SON OF MADHUSUDAN ROY, RESIDING AT 99/106 BAPUJI COLONY, JESSORE ROAD, PO-MOTIJHEELS, PS-DUMDUM DUM, NORTH 24 PARGANAS -700028, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIR KUMAR ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARRACKPORE COURT ON 03/06/2002.THAT SAMIR ROY AND SAMIR KUMAR ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Reba Biswas W/o. Kumaresh Biswas R/o. Vill. - Kaikhali, Nutanpara, P.O.- Haritala, P.S.- Hanskhali, Dist.- Nadia, Pin-741502 shall henceforth be known as Reba Rani Biswas. I declare that Reba Rani Biswas and Reba Biswas is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Ranaghat, Nadia on 24-04- 2024.

অধীরের দুর্গ কি দুর্ভেদ্য থাকবে?

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনে পরপর ছবার জিতে জয়ের ডবল হ্যাটট্রিক করার লক্ষ্য নিয়ে বহরমপুরে জেলা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিদায়ী লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা তথা বহরমপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় অসংখ্য কংগ্রেস-বাম সমর্থক তাঁর সঙ্গে মিছিল করে জেলা প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত যান। ১৯৯৯ অধীর চৌধুরী প্রথমবার কংগ্রেসের প্রতীকে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে আরএসপি প্রার্থী প্রমথেশ মুখার্জিকে হারিয়ে জয়ী হন। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত অধীর চৌধুরীর জয়ের অশ্বমেধের ঘোড়া বহরমপুর কেন্দ্রে থামানো যায়নি। তবে এই প্রথমবার বামেদের সঙ্গে জোট করে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়তে নেমেছেন অধীর চৌধুরী। বহরমপুর কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা করেছেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ নির্মল সাহা এবং তৃণমূলের ইউসুফ পাঠান। তবে অনেকেই মনে করছেন এবারের লড়াই অধীর চৌধুরীর কাছে অন্য নির্বাচনগুলির তুলনায় অনেক কঠিন হতে চলেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭ টি বিধানসভা এলাকাতেই পিছিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলাতে এই প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেস কোনও সংখ্যালঘু মুখকে অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছে। তাই অধীর নিজেও জানেন তাঁর এবারের লড়াই গত পাঁচবারের থেকে আলাদা। বিরোধী দলের রাজনীতিকরা ইতিমধ্যেই বলা শুরু করেছেন- লড়াই কঠিন বুঝে নির্বাচনী ময়দানে মেজাজ হারাচ্ছেন অধীর চৌধুরী। ইতিমধ্যে কমপক্ষে দুবার অধীরের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের ধাক্কাধাক্কি করার অভিযোগ উঠেছে। সেই মামলাতে ইতিমধ্যে বহরমপুর থানার পুলিশ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। গত সোমবার মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম যখন প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যান সেই সময় বাম-কংগ্রেস জোটের প্রতি নিজের আস্থা দেখানোর জন্য অধীর সিপিএম-এর উত্তরীয় পরে সেলিমের পাশে বহরমপুরের রাজপথ ধরে হেঁটেছিলেন। তবে আজ যখন অধীর চৌধুরী মনোনয়ন পত্র জমা করতে যান সেই সময় সেলিমকে তাঁর পাশে দেখা যায়নি। যদিও সিপিএম-এর পতাকা হাতে নিয়ে অসংখ্য বাম কর্মী-সমর্থক কংগ্রেস কর্মীদের সাথে মিছিলে হাঁটেন। তবে অধীরের মনোনয়ন পর্বে হাজির ছিলেন ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী। সাদা জামা, কালো প্যান্ট এবং মাথায় হ্যাট পরে অধীর চৌধুরীকে দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে আজ অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্রের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন অধীর চৌধুরী। অধীর বলেন, এই শহরের প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। তাই আমি নিশ্চিত আবারও এই কেন্দ্র থেকে আমি জিতব। সেলিমের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন , আমিই মহম্মদ সেলিমকে আসতে বারণ করেছি। নিজের প্রচারে থাকতে বলেছিলাম। বাম নেত্রী মীনাক্ষী আমার সঙ্গে ছিল। এই সব নিয়ে আলোচনার কোনও অর্থ হয় না। বাম এবং কংগ্রেস জোট করেই লড়ছে। এক সময় বহরমপুরকে কংগ্রেসের দুর্গ বলা হত। পর পর পাঁচ বার এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন লোকসভার কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী। আর বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে শক্ত ঘাঁটি ছিল বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র। গত লোকসভাতেও কঠিন লড়াইয়ের পড়ে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র অধীরকে জয় এনে দিয়েছিল। সে বার বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৮৯ হাজার ৬১টি ভোট লিড পেয়েছিলেন অধীর। কিন্তু একুশের নির্বাচনের পর থেকে বহরমপুরে সমান্তরাল ভাবে উঠে আসে বিজেপি এবং তৃণমূল। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হন বিজেপির সুব্রত মৈত্র। সে বার দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূলের প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়। আর অধীর চৌধুরীর দল কংগ্রেসের প্রার্থী মনোজ চক্রবর্তী ছিলেন তৃতীয় স্থানে। বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আওতায় থাকা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বা পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস কী তার বহরমপুরের পুরনো গড় উদ্ধার করতে পারবে, সেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে বহরমপুরের আনাচ কানাচে। তবে বহরমপুরের প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেসের মনোজ চক্রবর্তী বলেন, ''পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা এবং লোকসভা ভোট যেমন আলাদা, তেমনই তার ফলাফলও আলাদা হয়। পুরসভা এবং পঞ্চায়েত ভোটকে তৃণমূলে প্রহসনে পরিণত করেছিল। আর বিধানসভা নির্বাচনে মোদী আর দিদি বিভাজনের রাজনীতি করেছিল। যার জেরে গত বিধানসভায় ফল অন্য রকম হয়েছিল।'' এবারেও তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ উঠেছে। ফলে আপনারা জয়ী হবেন কী করে? মনোজ বলেন, ''এ বারে মোদী আর দিদিকে বহরমপুরের লোক যোগ্য জবাব দেবেন। এ বারে অধীর চৌধুরী 'ডবল হ্যাটট্রিক' করে লোকসভায় জয়ী হবেন।'' বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শাখারভ সরকার বলেন, ''২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের অত্যাচারে আমরা রাজ্য জুড়ে প্রার্থী দিতে ব্যার্থ হয়েছিলাম। আর তার পরের বছরে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ১৮ টি আসনে জয়ী হয়েছিলাম। ফলে পঞ্চায়েত ভোটে ফল ভাল হয়নি মানে লোকসভা পারব না এটা নয়।'' বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের একুশের ভোটের তৃণমূলের প্রার্থী তথা বহরমপুরের পুরপ্রধান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা পুরসভা এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েত থেকে বাসিন্দাদের পরিষেবা দিয়ে চলেছি। সেই সঙ্গে আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নয়ের কর্মযজ্ঞ চলছে। এ বারে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমরাই লিড দেব।'' বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের দখলে। এই পরিস্থিতিতে বহরমপুর কোন দলকে লিড দেয় তার উত্তর মিলবে ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন।

ঠান্ডা পানীয় বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে, ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় গাড়ির চালকদের এবং পথ চলতি মানুষদের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় তুলে দিলে তাদের হাতে। ঠান্ডা পানীয় পেয়ে পথ চলতি মানুষ এবং বিভিন্ন গাছ চালকেরা খুশি ট্রাফিক পুলিশের এহেন উদ্যোগে। ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের ওসি ভয়েস শুব্রা, আমাদের জানান এটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তাই আমরা শুধু আজকেই নয়, গরম কালে বিভিন্ন সময় ময়নাগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ঠান্ডা পানীয় বিতরণের ক্যাম্প করে থাকি, আগামীতেও করবো বলে তুমি জানান। এদিন এই ঠান্ডা পানীয়ের মধ্যে ছিল লেবু জল, ও আর এস, সহ অন্যান্য ঠান্ডা পানীয়।

মেশিনে চূর্ণ ব্যালাস্টের উৎপাদন ও সরবরাহ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজি/১৬ অফ ২০২৪; তারিখ: ১৮-০৪-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার ডিভিশনের পাকুড়/বাকুড়িহার/তালঝাড়ি/রাজগ্রাম খনি থেকে ৫০ মিমি সাইজের মেশিনে চূর্ণ করা পাকুড় ভালো ব্যালাস্টের উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য: ₹১৩,০৪,৭৩,০০০/-; বিড সিকিউরিটি: ₹ ৮,০২,৪০০/-। উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২০-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২০-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জিএসই), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং: ইএলজিই-জিএসইই-ওটি-১৩-২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনের অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে মধ্যমগ্রাম এবং বারাসাত স্টেশনের উন্নয়ন কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৪৮,৭৮,৪৮৫ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৭৪,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৫ মাস। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ২৩.০৪.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টের পরে। **টেন্ডার বিড শুদ্ধর তারিখঃ** ৩০.০৪.২০২৪। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-29/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং-এর দুর্গম ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ভোট সামগ্রী ঘোড়ার পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।(ছবিঃ পিআইবি, কলকাতা)

শ্রীরূপার বিরুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্যের অভিযোগে অভিষেকের বিরুদ্ধে, কমিশনে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৫ এপ্রিল ঃ মালদা দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে নিয়ে কুরুচিকর এবং অশ্লীল মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এবার এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। পাল্টা দিয়েছে তৃণমূলও। তাদের কটাক্ষ, যে দল রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান করে না, তারা আবার নারীর সম্মান নিয়ে কথা বলছে! চিঠিতে বিজেপির দাবি, মালদা দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সম্পর্কে 'নারীবিদ্বেষী', 'কুরুচিকর' মন্তব্য করেছিলেন অভিষেক। ঠিক কী বলেছিলেন তিনি? বিজেপির পোস্ট করা ভিডিও অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচারে অভিষেক বলেছিলেন, আপনি নির্লজ্জ নন, আপনি নির্মম, আপনি বেহায়া, আপনি নিরুদ্দেশ, আপনি ব্যর্থ। এই 'বেহায়া' শব্দটি নিয়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ ঠুকেছে গেরুয়া শিবির। তাঁদের দাবি, এই মন্তব্যের শাস্তিস্বরূপ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নির্বাচনী প্রচারে নিষেধাজ্ঞা চাপানো হোক। বিজেপিকে পাল্টা দিয়েছে তৃণমূলও। দলীয় এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের একটি কোলাজ ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনকে কীভাবে বেলাগাম ভাষায় তিনি আক্রমণ করেছেন। সঙ্গে তৃণমূলের কটাক্ষ, যে দলের উপরতলার নেতা থেকে নিচুতলার কর্মীরা মহিলাদের কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেন, তাঁরা আবার নারীদের সম্মান নিয়ে কথা বলছে!

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিআরএস/ইউটিএস/এএমসি/এএসএন, তারিখ ঃ ২৪.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজ/স্থানের নামঃ** সিনিয়র ডিসিএম/পূর্ব রেলওয়ে/আসানসোলের অধীনে পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম, পিআরএস–কাম–ইউটিএস, আনরিজার্ভড্ টিকেটিং এবং এনটিইএস লোকেশন ইত্যাদির সকল ইক্যুইপমেন্টের জন্য ০২ (দুই) বছর সময়সীমার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৭,১৫,৭০৬ টাকা ১৮ শতাংশ জিএসটি সহ। **বায়নামূল্য জমা করতে হবেঃ** ৫৪,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **কাজের সময়সীমাঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে দুই বছর। **স্থান যেখান থেকে টেন্ডার নথিপত্র ক্রয় করা যাবেঃ** এনআইটি–তে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে এবং তার পূর্বে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই–টেন্ডার বিক্রি/ইস্যু করা হবে। **টেন্ডার জমা এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** এনআইটি (টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি)–তে উল্লিখিত অনুযায়ী এই টেন্ডার বন্ধের তারিখ/সময়ের পূর্বে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই–টেন্ডারিং পদ্ধতি দ্বারা অনলাইনে সকল নথিপত্র এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার অফার জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডার বন্ধের তারিখ/সময় পর্যন্ত যতবার খুশী বিড সংশোধন করতে পারবেন। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না এবং **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টেন্ডার খোলা হবে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ www.ireps.gov.in. বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ (১)** টেন্ডারদাতারা এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য এবং বায়না মূল্য জমা বাবদ পেমেন্ট কেবলমাত্র অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে/আইআরইপিএস পোর্টালে উপলব্ধ মডিউল যেমন নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে করতে পারবেন। **ডিমান্ড ড্রাফট্, ব্যাঙ্কার চেক, ডিপোজিট রিসিট, এফডিআর ইত্যাদির মাধ্যমে ম্যানুয়াল পেমেন্ট অনুমোদিত নয়।** টেন্ডার নথিপত্র সহ চুক্তির বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (২) কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোন সময় যে কোনও টেন্ডার/সকল টেন্ডার অস্বীকার/বাতিল করার অধিকার রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত। ASN-28/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রীধাম মায়াপুরে অষ্টম বর্ষ জনজাতির সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ২৫ এপ্রিল ঃ ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরে অষ্টম বর্ষ Trival Convention (জনজাতির সম্মেলন) আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ শে এপ্রিল ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে। ভারতবর্ষের ১০ টি রাজ্য থেকে প্রায় ৩,০০০ জনজাতি (আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া মানুষ) এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। তাদের থাকা, খাওয়া ও নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, শিক্ষা, চিরাচরিত ভাবধারার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এই ৩ দিন ব্যাপী। তাদের সহজ সরল জীবন যাপন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বজীবের প্রতি যে করুনা প্রদর্শন করেছেন তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাও যেন বর্তমান সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে একাত্ম ভাবে চলতে পারে, তারা কেউই পর নন, সকলেই তারা সমাজের একান্ত আপনজন সেটি যাতে তারা অনুভব করতে পারে, তা ফুটিয়ে তোলা এই সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন রাজ্যে জনজাতির উন্নতি কল্পে যে সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ স্বয়ং ফিল্ডে কাজ করছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ মনোজ্ঞ ভাষন দেবেন, বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার হবে। ভারতবর্ষের ১০টি রাজ্যে (গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খন্ড, মনিপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ ও মিজোরাম) পিছিয়ে পড়া জনজাতি আদিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষ্ণভাবনায় গড়ে তুলতে ইসকন সারাবছর ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। এই সকল রাজ্যগুলির জনজাতি আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মোট ১৯০ টি পাঠশালা ও ১৮ টি স্কুল চলছে যেখানে প্রায় ৫,৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ২৮০ জন শিক্ষক- শিক্ষিকা শিক্ষাদান করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি অধ্যুষিত পিছিয়ে পড়া জেলাগুলি যেমন- পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিমাই পাঠশালা নির্মাণ করা হয়েছে, মোট ১২৩ টি পাঠশালায় ১৫২ জন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রায় ৩০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন,এবং তাদের এই পাঠশালায় থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। ইসকনের উদ্যোগে এই আদিবাসী এলাকায় সারাবছর ব্যাপি চলে মেডিক্যাল ক্যাম্প, স্বাস্থ্য সচেতনতা ক্যাম্প, সামাজিক সুরক্ষা ও পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। এছাড়া প্রতিবছর শীতের সময় জনজাতি আদিবাসী এলাকার মানুষদের ইসকনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়ে থাকে। পিছিয়ে পড়া এই মানুষদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে স্বাস্থ্য -পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, এবং মেডিকেল -কীড বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী এই পিছিয়ে পড়া জনজাতি আদিবাসীদের স্বাস্থ্য-সম্মত শিক্ষা, তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের যথোপযুক্ত সংরক্ষণ এবং তাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিভাব ও সাম্যবাদ গড়ে তোলার আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে ইসকন এগিয়ে চলেছে, আপনারাও এই মহান উদ্যোগে সামিল হন।

শূন্য থেকে শুরু! 'সর্বহারা' সেলিমকে সংসদে পাঠাতে প্রাণপাত করবে কংগ্রেস?

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ এপ্রিল ঃ বঙ্গ রাজনীতির চরিত্র নানা দিক থেকে বর্ণময়। কখন কীভাবে কী বদলে যাবে, আজকে যে শত্রু সে কাল যে কখন বন্ধু হয়ে যাবে ধরতে পারবেন না! বঙ্গ রাজনীতি যেন একটু বেশিই বেহিসেবি! ঠিক যেমনটা মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রটি। সাতের দশক থেকে এই কেন্দ্রে সাপে- নেউলে সম্পর্ক ছিল বাম-কংগ্রেসের। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ দিলেও দুই দলের কর্মীদের মধ্যে ছিল চির শত্রুতা। দুপক্ষের মধ্যে রক্তারক্তি, হাতাহাতি, বোমাবাজি ছিল রোজনামচা। কিন্তু অষ্টাদশতম লোকসভা নির্বাচনের আগে সেসব যেন অতীত। বাম প্রার্থী মহম্মদ সেলিমকে জেতাতে ঘাম ঝরিয়ে মাঠে নেমেছে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। রাজনৈতিক মহলের দাবি, শূন্য থেকে শুরু করতে বামেদের বাজিই এই কেন্দ্র। তবে সেই খাতা খুলতে লালশিবিরকে ভরসা রাখতে হচ্ছে সেই 'শ্রেণি শত্রু' কংগ্রেসের উপরই। ১৯৫২ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে দুই দফায় মোট চারবার এই আসন ছিল কংগ্রেসের হাতে। এমনকী ঘোর বাম জমানায় ২০০৪ ও ২০০৯ সালে কংগ্রেস দখল নিয়েছিল মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রটি। সাংসদ হয়েছিলেন মান্নান হোসেন। তার আগে ১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালের পর পর দুটি নির্বাচনে কংগ্রেসের মোঃ খোদাবক্স জয়ী হয়েছিলেন। পরে ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালে পর পর দুবার নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেমোক্রেটিস পার্টি। ১৯৭১ সালে জয়ী হয়েছিল ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ। আবার ১৯৭৭ সালে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন জনতা পার্টির কাজেম আলি মির্জা। সেবার লোকসভার মেয়াদ ১৯৮০ সালে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮০ সাল থেকে পরপর পাঁচবার সাংসদ ছিলেন সিপিএমের মাসাদুল হাসান। তার পরেও দুবার সদস্য ছিলেন মইনুল হাসান। ২০০৪ সালে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের আবদুল মান্নান হোসেন। তিনি ২০০৯ সালের নির্বাচনেও জয়ী হয়েছিলেন। ২০১৪ সালে তৃণমূলের ভোটবৃদ্ধির ফলে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে ধস নামে। ৩৩.৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে কেন্দ্রটির দখল নেয় সিপিএমের বদরুদ্দোজা খান। ২০১৯-এ প্রথমবারের জন্য তৃণমূল ৪১.৫৭ শতাংশ ভোট পেয়ে সাংসদ হন তৃণমূলের আবু তাহের খান। সে বছর কংগ্রেস-সিপিএম পৃথকভাবে লড়াই করেছিল। পাঁচ বছর আগের তাদের প্রাপ্ত ভোটের অঙ্ক একসঙ্গে করলে হয় ৩৮.৪৪ শতাংশ। তৃণমূলের সঙ্গে মাত্র ৩.১৩ শতাংশ ভোটের তফাৎ। এবার তাদের মধ্যে পাকাপোক্তভাবে জোট হয়েছে। রাজ্যের যে কয়েকটি জেলায় মসৃণভাবে বাম-কংগ্রেস জোট হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম এই মুর্শিদাবাদ। প্রার্থী হয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক হেভিওয়েট মহম্মদ সেলিম। তাঁর প্রচারেও ঝড় তুলছে জোট। বৈশাখের তীব্র দাবদাহে উপেক্ষা করে বামেদের হয়ে প্রচারে নামছেন কংগ্রেসিরা। এমনকী, সেলিমের হয়ে লাল উত্তরীয় পড়ে প্রচার মিছিলে হেঁটেছেন খোদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। কংগ্রেসিরা যাতে ৭ মে ভোটবাক্সে কাস্তে-হাতুড়ি-তারা চিহ্নেই ভোটটা দেন, তা নিশ্চিত করতে জানপ্রাণ লড়িয়ে দিচ্ছেন দলীয় নেতাকর্মীরাও। তবুও কি জোটের পথ মসৃণ?পুরো পথ 'কন্টকময়' না হলেও একেবারে মসৃণও নয়। এই পথে চলতে গেলে দু-চারটে কাঁটা ফুটবেই জোটপ্রার্থীর পায়ে! যেমন জলঙ্গি পঞ্চায়েতের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ গোলাপ শেখ। যাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হাতের আঙুল উড়ে গিয়েছিল, সেই বামদের সঙ্গে জোট মেনে নিতে পারেননি তিনি। সিপিএমের বিরোধিতা করে রবিবারই তিনি আইএসএফে যোগ দিয়েছেন। সাফ বলছেন, এতোদিন যাদের সঙ্গে লড়াই করলাম তাঁদের হয়ে প্রচার করতে পারব না। ভোটও দিতে পারব না। তবে কংগ্রেসের একটা বড় অংশ বলছে, এবার মূল শত্রু বিজেপি ও তৃণমূল। তাই তাদের হারাতে মহম্মদ সেলিমের জন্য জান লড়িয়ে দেবেন।ওই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সলম্পাদক জাহাঙ্গির ফকির বলছেন, দলের কর্মীরা সার্বিকভাবে জোট মেনে নিয়েছি। তাঁরা সিপিএমের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রচার করছে। একই কথা বলছেন জলঙ্গি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আবদুর রজ্জাক মোল্লা। তাঁর কথায়,জোট আমাদের কাছে সম্মানের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার জন্য বৈশাখের এই ৪৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা উপেক্ষা করে প্রতিনিয়ত মহম্মদ সেলিমের হয়ে কখনও যৌথভাবে, কখনও এককভাবে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বজায় রেখে চলেছি। একটাই উদ্দেশ্য সেলিমকে একজন যোগ্য প্রার্থী হিসেবে সংসদে পাঠাতে চাই। এই কংগ্রেসী নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উপর ভরসা করেই আসার জাল বুনছে বামেরাও। মনের কোনে কোথাও আশা জমছে, পাঁচ বছরের অপেক্ষার পর হয়তো এবার খাতা খুলবে। হয়তো এবার 'জমিদার' কংগ্রেসি ভোটের সেতুতে চড়ে সংসদে পৌঁছে যাবেন 'সর্বহারা'দের প্রতিনিধি!

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (I), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া। **ই–টেন্ডার নংঃ ০৯_২০২৪–২৫ সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে সিঙ্গুর–নালিকুল ডবল লাইন শাখায় নবনির্মিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেটের হস্তান্তর এবং দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কিত অবশিষ্ট কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৯৮,০১,০৪৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৪৯,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১০.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই–টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই–টেন্ডার পোর্টাল)–তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-32/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Government of West Bengal
O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani, Midnapur-721101

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ01/2024-25
Tender ID: 2024_WBPWD_688625_1
Last date of submission of bid :- 04.05.2024 up to 16:00 Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Air-Conditioning System at different Sites under Ghatal Electrical section PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ02/2024-25
Tender ID: 2024_WBPWD_688627_1
Last date of submission of bid :- 04.05.2024 up to 16:00 Hrs
Name Of Work : Annual Comprehensive maintenance of Air-Conditioning System at Kharagrpur Sub-Divisional Office, Treasury office, Guest House & SD Court, under Kharagpur Electrical section-I, PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ03/2024-25
Tender ID: 2024_WBPWD_ 688630_1
Last date of submission of bid :- 04.05.2024 up to 16:00 Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Split / Window/Concealed split type Air- Conditioning System at Kharagrpur Sub -Divisional Hospital under Kharagpur Electrical section-I, PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ04/2024-25
Tender ID: 2024_WBPWD_ 688631_1
Last date of submission of bid :- 04.05.2024 up to 16:00 Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Package/ Ductable split type Air- Conditioning System of Hybrid CCU at Kharagrpur Sub-Divisional Hospital under Kharagpur Electrical section-I, PWDte.

Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website **www.pwdwb.gov.in.** For all details and online tender submission visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
SE,SWEC,PWDte

গ্যাসের ভর্তুকির নাম করে টাকা লোপাট অ্যাকাউন্ট থেকে!

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর , ২৫ এপ্রিল ঃ অনলাইন আর্থিক প্রতারণা ক্রমশ বাড়ছে। কোনও ক্ষেত্রেই কেউ নিরাপদ থাকছেন না। গ্যাসের ভর্তুকি দেওয়ার নাম করে আবারও প্রতারণা! এবার প্রতারণার শিকার হলেন এক মহিলা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ২ দেশপ্রাণ ব্লকের বামুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঠোইপাদা গ্রামে। নন্দিতা জানার ফোনে রবিবার একটি ফোন আসে। ফোনে তাঁকে বলা হয, আপনার গ্যাসের ভর্তুকির টাকা ঢুকবে, সেজন্য যে যে তথ্যগুলি চাইছি, সেগুলি আপনি দ্রুত দিয়ে যান। নন্দিতাদেবীর মনে তেমন কোনও সন্দেহ জাগেনি। তিনি ফোনের ওপার থেকে তাঁর থেকে যে যে তথ্য চাওয়া হচ্ছে, সব কিছুই দিয়ে দেন। এদিকে কিছু পরে তিনি আবিষ্কার করেন, তথ্য দেওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ৯০ হাজারেরও বেশি টাকা উধাও হয়ে যায়! সেই মেসেজও তাঁর ফোনে আসে। আর মোবাইলে ওই মেসেজ আসতেই তিনি বুঝতে পারেন ভর্তুকির টাকা দেওয়ার নাম করে ৯০ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে প্রতারক! নন্দিতা দেবী তড়িঘড়ি জুনপুট উপকূলীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন বৃহস্পতিবার তমলুকের সাইবার প্রতারণা বিভাগেও অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিসসূত্রে জানা গেছে, বিষয়টির তদন্ত চলবে। তিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লক করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এই অবস্থায় তিনি কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না!

COMFORT FINCAP LIMITED
CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: A-301, Hetal Arch,Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09, **Fax:** 022-2889-2527; **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

EXTRACT OF THE AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. in Lakh, except EPS)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income	358.24	317.92	295.78	1395.95	1473.28
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items and/or Extraordinary items)	129.99	169.99	127.49	725.98	654.36
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	129.99	169.99	127.49	725.98	654.36
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items and share of [Profit/(Loss) of associates)	74.26	128.15	93.89	514.63	485.62
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other comprehensive Income/Loss	73.62	127.51	94.03	512.07	486.17
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- each)	1085.13	1085.13	1085.13	1085.13	1085.13
7	Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous accounting year)	0	0	0	4415.92	3903.85
8	Earnings Per Share (EPS) Face value of Rs. 2/- each) Basic & Diluted	0.14*	0.24*	0.17*	0.95	0.90

*Not Annualised

1. The above audited financial results are reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on April 25, 2024.
2. The above is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results (standalone and consolidated) are available on the Company's website at www.comfortfincap.com and on the website of the Stock Exchange where the Company's shares are listed i.e. at www.bseindia.com.
3. The Company is operating in a single segment.
4. The extract of the audited standalone financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 of Comfort Fincap Limited is as under:

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income	358.24	317.92	295.78	1395.95	1473.28
2.	Profit/(Loss) before tax	129.99	169.99	127.49	725.98	654.36
3.	Profit/(Loss) for the period	73.47	128.16	93.21	514.62	485.62

5. Subsequent to quarter ended 31st March 2023, the equity shares of the Company were split/sub-divided such that each equity share having face value of INR 10/- (Rupees Ten only), fully paid-up, was sub-divided into five (5) equity shares having face value of INR 2/- (Rupees Two only) each, fully paid-up with effect from May 05, 2023 (Record Date). The Earning Per Share (EPS) of the current quarter and all comparative periods presented above have restated to give effect of the share split.
6. During the quarter ended March 31, 2024, Investment property classified under Assets held for Sale in earlier years has been classified as Non Financials Assets as efforts to sale the said Investment property were not materialized. Depreciation on this asset has not been charged since the property is under construction.
7. To comply with the requirement of Ind AS 19 Employee Benefits company has changed its accounting policy with respect to Defined Benefit Plan in The nature of gratuity and has obtained the Actuarial Valuation report from Actuary. In accordance with Ind AS 8 - Accounting Policies, Changes in Accouting Estimates and Errors, the effect of the change has been given retrospectively in all the period presented.

For and on behalf of the Board of Directors of
Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Director and Chairperson
DIN: 06408167

Place: Mumbai
Date: April 25, 2024

তীব্র তাপপ্রবাহে নাজেহাল বন্যরাও, বিশেষ ব্যবস্থা বন দফতরের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ এপ্রিল ঃ লাল মাটির জেলা বাঁকুড়া জুড়ে লাল সর্তকতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। কেউই দিনের বেলায় রাস্তায় বেরোচ্ছেন না। যতদূর সম্ভব কাজকর্ম তাঁরা আগেই সেরে ফেলছেন। তীব্র তাপপ্রবাহে নাজেহাল জনজীবন। তীব্র তাপপ্রবাহে নাজেহাল বন্য পশুরাও। নাজেহাল বাঁকুড়ার জয়পুর জঙ্গলের হরিণেরাও। বাঁকুড়ার জয়পুর জঙ্গলে এই মুহূর্তে প্রায় ৩৫০-য়েরও বেশি হরিণ রয়েছে। গরমে তাদেরও অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন। সেই হরিণকুলের কথা চিন্তা করে এবং সামগ্রিক ভাবে বন্যপ্রাণীদের কথা মাথায় রেখে জয়পুর বন দফতর নিল বিশেষ ব্যবস্থা। জয়পুর বন দফতরের পক্ষ থেকে বন্যপ্রাণীদের তীব্র গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য জয়পুর জঙ্গল জুড়ে একাধিক জায়গায় রাখা হল খাদ্য ও পানীয়। বনের ভিতরে বিভিন্ন পয়েন্টে সিমেন্টের পাত্রে দেওয়া হল ঠান্ডা পানীয় জল, কাঁচা ছোলা, বিটনুন ও গুড়। বন দফতরের দাবি, জঙ্গলে বিভিন্ন জায়গায় বন্যপ্রাণীদের জল খাওয়ার জন্য একাধিক ডোবা কেটে রাখা হয়েছিল। তবে, তীব্র দাবদাহে সেসব শুকিয়ে গেছে। এদিকে এই তীব্র গরমে মানুষজন যেমন নাজেহাল হয়ে পড়ছেন তেমনই নাজেহাল হয়ে পড়তে পারে বন্য প্রাণীরাও। তাদের কথা ভেবেই বন্যপ্রাণী এবং হরিণের সুরক্ষার জন্য এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জয়পুর বনবিভাগের পক্ষ থেকে।

আপস করো না কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে কেন সাবধান করলেন সিধু?

মুম্বই, ২৫ এপ্রিলঃ ভারতীয় ক্রিকেট তো বটেই, সব দুনিয়াতেই বোধহয় এই শব্দের উপস্থিতি প্রবল। আপস কি সর্বত্রই করতে হয়? হয়তো হয়, না হলে নভজ্যোৎ সিং সিধু এই দাবি তুলে দেবেন কেন? ভারতীয় ক্রিকেটে দীর্ঘদিন আইসিসি আসেনি। জুন মাসের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই খরা কাটাতে হলে দৃঢ় মনোভাব নিতে হবে। সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে হবে। কোচ রাহুল দ্রাবিড় যাতে আপস না করেন, আগে থেকেই সতর্ক করে রাখলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার। কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতের বিশ্বকাপ ১৫ জনের টিম ঘোষণা করা হতে পারে। আইপিএলে পারফরম্যান্স এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সবাই কি পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে টিমে সুযোগ পাবেন? সিধু কিন্তু দ্রাবিড়কে সাবধান করলেন। সিধু বরাবর ঠোঁটকাটা। সরাসরি কথা বলেন। সূক্ষ্ম রসিকতার জন্যও বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেটে। এই সিধু অনেক দিন পর আবার ফিরেছেন কমেন্ট্রি বক্সে। সেই তিনিই বলে দিয়েছেন, ''ভারতীয় টিমের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের কাছে আমার সোজাসাপ্টা পরামর্শ, যদি তুমি বিশ্বকাপটা জিততে চাও, টিমে পাঁচজন স্পেশালিস্ট বোলার নাও। আমি বলব, কোনও ভাবেই ভারতীয় টিমের বোলিংয়ের ক্ষেত্রে আপস করা উচিত নয়। আপস যদি করা হয়, তার ফল ভুগতে হবে।'' বিশ্বকাপে ভারতীয় টিমের বোলিং ইউনিট কী হতে পারে? সিধুর পরামর্শ, তিন স্পিনার হিসেবে টিমে নেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হোক রবি বিষ্ণোই, রবীন্দ্র জাডেজা ও কুলদীপ যাদব। পেস বোলারদের মধ্যে নেওয়া জসপ্রীত বুমরা, খলিল আহমেদ, মুকেশ কুমার, মহসিন খান। আর যদি সম্ভব হয় মায়াঙ্ক যাদবকেও বিবেচনা করা হতে পারে। এ বারের বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকা। ভারত গ্রুপ লিগের সব ম্যাচই খেলবে মার্কিন মুলুকে। পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা ও আমেরিকার বিরুদ্ধে চারটে গ্রুপ লিগের ম্যাচ। ভারতীয় টিম যাতে বিশ্বকাপের শুরু থেকেই দুরন্ত পারফর্ম করে, ট্রফি জিততে সেই তাগিদ নিয়েই টিম নিয়ে মাঠে নামবেন রোহিত শর্মা।

সমর্থকদের পাশে চান দিমিত্রিরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অন্দরহলের আবহ বদলে গেল নাটকীয় ভাবে। মঙ্গলবার রাতে আইএসএল শেষ চারের প্রথম পর্বের দ্বৈরথে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে তিন মিনিটে এগিয়ে গিয়েও হারের ধাক্কায় লিগ-শিল্ড জয়ের উল্লাস উবে গিয়ে শুধুই হতাশা। বুধবার সকালে থমথমে মুখে ভুবনেশ্বর ছাড়লেন মোহনবাগানের ফুটবলাররা। যুবভারতীতে আগামী রবিবার দ্বিতীয় পর্বের দ্বৈরথের উপরের নির্ভর করছে দিমিত্রি পেত্রাতসদের ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্নপূরণ ভবিষ্যৎ। ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্তিমাচ আগামী ৬ জুন কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ কলকাতায় খেলতে চান। তিনি বিশ্বাস করেন যুবভারতীর গ্যালারির গর্জন চাপে রাখবে প্রতিপক্ষকে, প্রথমবার তৃতীয় পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগাবে সুনীল ছেত্রীদের। ইগরের মতো মোহনবাগানের ফুটবলারদের ভরসাও যুবভারতীর শব্দব্রহ্ম। অধিনায়ক শুভাশিস বসু বলছিলেন, ''আমরা ঘুরে দাঁড়াবোই। কলকাতায় নিজেদের দর্শকদের সামনে জিতে আইএসএলের ফাইনালে উঠব।'' জনির কথায়, ''সমর্থকরাই আমাদের অনুপ্রেরণা। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে যেমন যুবভারতীর গ্যালারি ভর্তি ছিল, একই ছবি দেখতে চাই ওড়িশা-দ্বৈরথেও।''

পঞ্জাব ম্যাচের পরিকল্পনা তৈরি, কেকেআর-এর আসল চাবিকাঠি গম্ভীরের হাতেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ ক্রিকেটের নন্দনকানন তৈরি কেকেআরের আরও একটা ম্যাচের জন্য। আগামিকাল প্রীতি জিন্টার পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে কেকেআরের ঘরের মাঠে ম্যাচ। নাইটদের গত ম্যাচ ছিল বিকেলে। সেখানে বিরাট কোহলির আরসিবির বিরুদ্ধে আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে ক্যামিও ইনিংস খেলেছিলেন রমনদীপ সিং। সেই তিনি পঞ্জাবের ছেলে। শুক্রবার পঞ্জাবের বিরুদ্ধে কেকেআর নামার আগে তিনি এলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। জানালেন দলের পরিস্থিতি। একইসঙ্গে বলে গেলেন, পঞ্জাব ম্যাচের পরিকল্পনা সেরে রেখেছে কেকেআর। কেকেআর টিমে এখন স্বচ্ছতা অনেক বেশি। গৌতম গম্ভীর নাইট টিমে ফেরার পর থেকে সকলকে তাঁদের ভূমিকা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পঞ্জাব ম্যাচের আগের দিন রমনদীপ সিং বলেন, ''আমাদের প্রত্যেকের কাজ কী এবং ভূমিকা ঠিক কী, তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। দল আমাকে যেভাবেই ব্যবহার করুক, নিজের সেরাটা সবসময় দিতে চাই। গৌতম গম্ভীর এবং অভিষেক নায়ার মূলত ঠিক করেন স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে। গৌতম গম্ভীর দলের সকলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছেন। তাঁর জন্যই টিম আজ এই জায়গায়। আমাদের সবাইকে মানসিক ভাবে উজ্জীবিত করেন তিনি।'' আরসিবির বিরুদ্ধে ইডেনে কেকেআরের শেষ ম্যাচে রমনদীপ ৯ বলে ২৪ রানের অপরাজিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন। রমনদীপ জানিয়েছেন, তাঁর সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে গৌতম গম্ভীর ও অভিষেক নায়ার। তাঁর কথায়, ''ওদের জন্যই আমি আজ এই জায়গায়।'' কেকেআরের ম্যাচের আগে আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার মিচেল স্টার্ককে নিয়ে প্রশ্ন হবে না, তাও আবার হয় নাকি। স্টার্কের পারফরম্যান্স সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতেই রমনদীপ বলেন, ''স্টার্ক একজন বিশ্বমানের বোলার। এক আধদিন যে কারও খারাপ যেতেই পারে। এখনই কিছু মন্তব্য করা ঠিক নয়।'' ইডেনে বীর-জারার দ্বৈরথের আগে রমনদীপ সিং বলেন, ''আগামিকাল পঞ্জাব ম্যাচ। একটা করে ম্যাচ ধরে আমরা ভাবতে চাই। তবে পঞ্জাব ম্যাচের আগে বলব আমার কাছে আবেগের জায়গা বলতে এটাই যে ওদের হারাতে হবে।'' নাইট টিমের হয়ে যতই খেলুন না কেন, তিনি যে পঞ্জাবের ছেলে। ফলে নিজের 'হোম' টিমকে হারাতে চান ঠিকই, কিন্তু সেখানেও একটা আবেগ কাজ করছে।

মার্কিন মুলুকে বিশ্বকাপের পিচ নিয়ে ধোঁয়াশা

চেনা মুখদেরই ভরসা করবেন নির্বাচকরা

মুম্বই, ২৫ এপ্রিলঃ আইপিএলের ভরা বাজারেই টি-২০ বিশ্বকাপের দলগঠন হবে ১ মে। আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবারে বিশ্বকাপের আসর বসবে। ৫ জুন ভারতের প্রথম ম্যাচ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। রোহিত শর্মার সঙ্গে দল নির্বাচন নিয়ে নির্বাচকপ্রধান অজিত আগরকারের কথা হবে। সেই বৈঠকে থাকবেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও। ওই বৈঠকেই ভারতের ১৫ সদস্যের দলগঠন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সেই দল প্রকাশ করা হবে আগামী ১ মে। এবার এমন একটা দেশে মেগা টুর্নামেন্টের আসর বসছে, যে দেশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট মাঠ ও পিচ সম্পর্কে দলগুলির ক্রিকেটারদের ধারণা থাকলেও আমেরিকা সম্পর্কে সবাই অন্ধকারে। সেই দেশের পিচগুলি করা হয়েছে অন্য দেশ থেকে ঘাস ও মাটি এনে। যে প্রক্রিয়াকে বলা হয়, ড্রপ ইন উইকেট। ওই অজানা পিচে ভারতের অভিজ্ঞ ও চেনা মুখদেরই দলে নিতে চান নির্বাচকরা। আইপিএলে যাঁরা এবার ভাল খেলছেন, সেই তালিকা ছোট নয়। পেসার মায়াঙ্ক যাদব থেকে শুরু করে অভিষেক শর্মা, কিংবা রিয়ান পরাগরা ডাক পাবেন না, বলেই দেওয়া যায়। রিয়ান অবশ্য চলতি আইপিএলে সর্বোচ্চ রানের দৌড়ে রয়েছেন। তবে ভারতীয় শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি দেশেই দ্রুতগতিসম্পন্ন পিচ হবে ধরে নিয়ে হর্ষিত রাণা ও মায়াঙ্কদের নেট বোলার হিসেবে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। এবারের দল নির্বাচন ভারতের নির্বাচকদের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জের হতে চলেছে। কারণ আগরকারদের হাতে অনেক বিকল্প রয়েছে। উইকেটরক্ষকের দৌড়ে রয়েছেন মোট ছ'জন, তালিকায় রয়েছেন ঋষভ, স্যামসন, ঈশান, লোকেশ রাহুল, জিতেশ শর্মা, দীনেশ কার্তিকরা। টপ অর্ডার থেকে শুরু করে লোয়ার অর্ডারেও বিকল্পে ঠাসা। গিল ও যশস্বী দু'জনে দলে থাকবেন কিনা, সেটিও অনিশ্চিত। বিরাট, রোহিত, সূর্যকুমার, হার্দিক, ঋষভ, কুলদীপ, বুমরা, সিরাজ ও শিবম দুবের দলে থাকা প্রায় নিশ্চিত। বাকিদের মধ্যে লড়াই থাকবে। চাহালকেও দলে নেওয়া হতে পারে। তবে অক্ষর প্যাটেলরাও দৌড়ে রয়েছেন প্রবলভাবে।

ওনানার মারাত্মক ভুলের পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দুর্দান্ত জয়

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ২৫ এপ্রিলঃ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বুধবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৪-২ গোলে জিতেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। দুটি গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করে দলের জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন ব্রুনো ফের্নান্দেস। একবার করে জালের দেখা পান হ্যারি ম্যাগুইয়ার ও গাসমুস হয়লুন। মরসুমের শুরু থেকে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লিগে চার ম্যাচ পর জয়ের স্বাদ পেল। সবশেষ আট ম্যাচের মধ্যে তাদের মাত্র দ্বিতীয় জয় এটি। এফএ কাপের সেমিফাইনালে গত রবিবার কভেন্ট্রি সিটির বিপক্ষে ৩-০ গোলের লিড হারিয়ে টাইব্রেকারে জয়ের পর প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে টেন হাগের দল। এরপর শেফিল্ডের বিপক্ষে তাদের এমন উজ্জ্বল পারফরম্যান্স। যদিও লিগ টেবিলে শীর্ষ চার থেকে অনেকটা ব্যবধানে পিছিয়ে তারা। ৩৩ ম্যাচে ১৬ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এক ম্যাচ কম খেলে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে টটেনহ্যাম হটস্পার। ৩৪ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে চারে অ্যাস্টন ভিলা। ৩২ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে ম্যানচেস্টার সিটি। ৩৪ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুল দুইয়ে, ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল শীর্ষে আছে। ঘরের মাঠে প্রথম মিনিটেই গোল প্রায় পেয়ে যাচ্ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। দিয়োগো দালোতের জোরাল শট জালে জড়াতে যাচ্ছিল। বাজপাখির মতো উড়ে একহাতে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান শেফিল্ড গোলরক্ষক ওয়েস ফোডারিংহ্যাম। সপ্তদশ মিনিটে আলেহান্দ্রো গারনাচোর একটি প্রচেষ্টাও ফিরিয়ে জাল অক্ষত রাখেন তিনি। ওনানার ওই ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৩৫তম মিনিটে এগিয়ে যায় শেফিল্ড। সতীর্থের পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ক্যামেরুনের গোলরক্ষক অন্য পাশে দুর্বল পাসে বল বাড়ান দালোতের উদ্দেশে, ছুটে গিয়ে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে একটু এগিয়ে ওনানার পাশ দিয়ে জালে পাঠান জেডেন বোগল। বেশিক্ষণ অবশ্য পিছিয়ে থাকতে হয়নি আয়োজকদের। ৪২তম মিনিটে সমতা টানেন ম্যাগুইয়ার। গারনাচোর ক্রসে চমৎকার হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন এই ইংলিশ ডিফেন্ডার। বিরতির আগে এগিয়েও যেতে পারত তারা। ওনানার উঁচু করে বাড়ানো বল গাসমুস হয়লুনের পা ছুঁয়ে পেয়ে যান গারনাচো। এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের প্রচেষ্টা হাত বাড়িয়ে ঠেকান এগিয়ে থাকা ফোডারিংহ্যাম। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে ফের এগিয়ে যায় শেফিল্ড। সতীর্থের পাসে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে শটে গোলটি করেন বেন দিয়াস। আট মিনিট পর দারুণ একটি সুযোগ হারান দালোত। তার সামনে একমাত্র বাধা ছিল গোলরক্ষক, কিন্তু শট নিতে দেরি করে ফেলেন তিনি, বল ক্লিয়ার করেন শেফিল্ডের এক ডিফেন্ডার। ৬০তম মিনিটে কর্নারের পর শেফিল্ডের জালে বল পাঠায় ম্যানচেস্টারের দলটি, তবে তার আগেই ম্যাগুইয়ার ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সফল স্পট কিকে সমতা টানেন ফের্নান্দেস। ৮১তম মিনিটে দারুণ এক গোলে দলকে এগিয়ে নেন এই পর্তুগিজ মিডফিল্ডার। বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে গোলটি করেন তিনি। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে দলের চতুর্থ গোলটি করেন হয়লুন। দারুণভবে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফের্নান্দেস পাস দেন দূরের পোস্টে, পা ছুঁয়ে জালে পাঠান ডেনিশ ফরোয়ার্ড। ৩৪ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ২০ দলের মধ্যে সবার নিচে আছে শেফিল্ড ইউনাইটেড।

এমবাপের জোড়া গোলে ইতিহাস, প্যারিস লিগ খেতাবের অদূরে পিএসজি

প্যারিস, ২৫ এপ্রিলঃ প্যারিস লিগে বড় ইতিহাস কিলিয়ান এমবাপের। তিনি লিগের ইতিহাসে পিএসজি-র হয়ে মোট ২৫৫টি গোল করলেন। এমবাপের জোড়া গোলে প্যারিস লিগের দল লোরিয়াঁকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে পিএসজি। এর আগে প্যারিস লিগে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড ছিল পিএসজি-র রজার কতোঁয়ার। এমবাপে সেই নজির টপকে গেলেন। এদিন জয়ের ফেলে পিএসজি লিগ খেতাব জয়ের উৎসব শুরু করে দিতে পারত। কিন্তু অন্য ম্যাচে, মোনাকো ১-০ গোলে হারিয়েছে লিলেকে। তাই পিএসজি-কে চ্যাম্পিয়ন হতে অপেক্ষা করতে হবে। এবার লিগ জিতলে ১২তম খেতাব পাবে এমবাপের দল। লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে এমবাপে ছাড়াও পিএসজির হয়ে জোড়া গোল করেন ওসমানে ডেম্বেলে। ম্যাচের ১৯ ও ৬০ মিনিটে গোল দুটি করেন তিনি। অপরদিকে এমবাপের গোল দুটি ছিল ২২ ও ৯০ মিনিটে। তবে এই ম্যাচে এমবাপে যেভাবে ডেম্বেলেকে দিয়ে গোল করিয়েছেন, তাতে বিশ্ব ফুটবল অবাক। কতটা দক্ষতা, স্কিল থাকলে এইভাবে বিপক্ষকে ফালাফালা করে দেওয়া যায়। এই ম্যাচে দলের কয়েকজন মূল খেলোয়াড়কে ছাড়াই বড় জয় পেয়েছে পিএসজি। দলে ছিলেন না দারুণ ফর্মে থাকা ব্রাডলি বারকোলা, মার্কুইনহোস, আশরাফ হাকিমি। এমনকী ছিলেন না ভিতিনহা ও ওয়ারেন জেইরি-এমেরি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে খেলার আগে তারকাদের বিশ্রাম দিয়েছেন কোচ লুইস এনরিকে। প্রসঙ্গত, ৩০ ম্যাচে ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে পিএসজি।

গত ২১ মাসে ভারতীয় ফুটবলে নথিভুক্ত মহিলা ফুটবলার বেড়েছে ১৬ হাজার

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিলঃ দু'বছর আগেও ছবিটা এ রকম ছিল না। ভারতে মহিলা ফুটবলারদের সংখ্যা বাড়ছে। গত ২১ মাসে নথিভুক্ত মহিলা ফুটবলার বেড়েছে ১৬,২১২ জন। বৃদ্ধির হার ১৩৮ শতাংশ। এই বৃদ্ধিতে খুশি সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা (এআইএফএফ)। যে ভাবে মহিলা ফুটবলারদের সংখ্যা বাড়ছে তাতে আগামী দিনে দেশের মহিলা ফুটবলের উন্নতি নিয়ে নিশ্চিত ফেডারেশন সচিব কল্যাণ চৌবে। এআইএফএফ-এর সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের জুন মাসে ভারতে নথিভুক্ত মহিলা ফুটবলার ছিলেন ১১,৭২৪ জন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তা হয়েছে ২৭,৯৩৬ জন। অর্থাৎ, গত ২১ মাসে ১৩৮ শতাংশ বেড়েছে নথিভুক্ত মহিলা ফুটবলারের সংখ্যা। এই বিষয়ে কল্যাণ বলেন, ''ভারতে এই ছবি খুবই ইতিবাচক। ১৬,২১২ জন নতুন মহিলা ফুটবলার এসেছে। তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের মহিলা ফুটবল সঠিক পথেই এগোচ্ছে। মহিলা ফুটবলারদের জন্য ভাল পরিবেশ ও পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করেছে ফেডারেশন। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।'' ভারতে 'ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগ' শুরু হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার ফলেই আরও বেশি মহিলা ফুটবলে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। মহিলা ফুটবলকে আরও প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য চলতি মরসুম থেকে 'ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগ ২' শুরু করেছে ফেডারেশন। ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগে প্রথম তিন বছর জিতেছে গোকুলম কেরল। গত মরসুমে আমদাবাদে ১৬টি দলের মধ্যে খেলা হয়েছিল। চলতি মরসুম থেকে হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলা শুরু হয়েছে। এ বার জিতেছে ওড়িশা এফসি। গোকুলমের তিন বছরের দাপটে ইতি টেনেছে তারা। ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগ ২-এর প্রথম মরসুমে ১৫টি ক্লাব অংশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে ছ'টি দল ফাইনাল রাউন্ডের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। আগামী মাসে কলকাতায় হবে সেই প্রতিযোগিতা। কল্যাণ জানিয়েছেন, উন্নতির দিকে সবে পা ফেলা শুরু করেছেন তাঁরা। এখনও পথ অনেকটা বাকি। তিনি বলেন, ''গত ১৬-১৮ মাস ধরে ছোট ছোট পদক্ষেপ করেছি। তারই ফল পাচ্ছি। ভারতে মহিলা ফুটবলের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। ঘরোয়া প্রতিযোগিতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফুটবলারেরা অনেক সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য এএফসি উওমেন্স কাপে ভারতের ক্লাবের সুযোগ পাওয়া। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছি আমরা। আশা করি আগামী দিনে সেই লক্ষ্যও আমরা পূরণ করব।''

এভারটনের মাঠে হেরে শিরোপা দৌড়ে পিছিয়ে পড়ল লিভারপুল

চেনা আঙিনায় গ্যালারি ভর্তি সমর্থকদের সামনে অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দিল এভারটন। দুই অর্ধে দুই গোল করে নিয়ন্ত্রণ নিল ম্যাচের। আক্রমণাত্মক ফুটবলে মরিয়া চেষ্টা চালাল লিভারপুল। তাতে লড়াই হলো জমজমাট কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারল না দলটি। ম্যাচ হেরে লিগ শিরোপার লড়াইয়ে বড় এক ধাক্কাই খেল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।

লিভারপুল, ২৫ এপ্রিলঃ গুডিসন পার্কে বুধবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে এভারটন। জ্যারেড ব্র্যান্থওয়েইট দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডমিনিক ক্যালভার্ট-লুইন। ২০১০ সালের পর ঘরের মাঠে লিভারপুলের বিপক্ষে এই প্রথম জয়ের স্বাদ পেল এভারটন। এই নিয়ে সবশেষ চার ম্যাচে তৃতীয়বার হোঁচট খেল লিভারপুল, এর মধ্যে দুটিতেই হার। সুযোগ হারাল পয়েন্টের হিসাবে আর্সেনালের পাশে বসার। ৩৪ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে লিভারপুল। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। দুই ম্যাচ কম খেলে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ম্যানচেস্টার সিটি। ম্যাচের শুরু থেকেই জমজমাট লড়াইয়ের আভাস মেলে। তৃতীয় মিনিটে দারুণ একটি সুযোগও পেয়ে যায় এভারটন। তবে বক্সে ফাঁকায় বল পেয়েও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আবদুলাই দুকুরে। ষষ্ঠ মিনিটে প্রতিপক্ষের পাল্টা আক্রমণ রুখতে ডি-বক্সে ইংলিশ ফরোয়ার্ড ক্যালভার্ট-লুইনকে ফাউল করে বসেন আলিসন। সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি, ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষককে হলুদ কার্ডও দেখান। তবে ভিএআরে দেখা যায়, আক্রমণের শুরুতে অফসাইডে ছিলেন ক্যালভার্ট-লুইন। বাতিল হয়ে যায় পেনাল্টি ও কার্ডের সিদ্ধান্ত। খানিক বাদে এভারটনের বক্সে ভীতি ছড়ান মোহামেদ সালাহ। পাস বাড়ান গোলমুখে দারউইন নুনেসের উদ্দেশ্যে, দারুণভাবে স্লাইড করে ঠেকিয়ে দেন ডিফেন্ডার বেন গডফ্রে। শিরোপাপ্রত্যাশীদের ওপর চাপ ধরে রেখে ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় এভারটন। একটি ফ্রি কিকের ফলশ্রুতিতে মুহূর্তের ব্যবধানে বক্সের মধ্যে থেকে দুটি শট নেয় তারা, দুটিই রক্ষণে প্রতিহত হয়। তৃতীয় প্রচেষ্টায় ব্র্যান্থওয়েইটের নিচু শটও ঝাঁপিয়ে প্রায় ঠেকিয়েই দিয়েছিলেন আলিসন, তবে বল তার শরীরের নিচ দিয়ে গড়াতে গড়াতে পোস্টের ভিতরে দিকে লেগে কোনোমতে গোললাইন পেরিয়ে যায়। ৪৪তম মিনিটে সমতা টানার পরিষ্কার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করেন লুইস দিয়াস। নুনেসের হেড পাস ফাঁকায় পেয়ে লক্ষ্যেই শট নিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রুখে দেন জর্ডান পিকফোর্ড। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম কয়েক মিনিটে দেখা যায় লিভারপুলের মরিয়া ভাব। তবে উজ্জীবিত এভারটন পাল্টা চাপ দিতে দেরি করেনি। অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যায় তারা। ৫৭তম মিনিটে ইংলিশ ফরোয়ার্ড ম্যাকনিলের দূর থেকে নেওয়া বুলেট গতির শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান আলিসন। ওই কর্নার থেকেই দূরের পোস্টে বল পেয়ে হেডে গোলটি করেন ক্যালভার্ট-লুইন। তার পেছনেই ছিলেন ডিফেন্ডার ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড, কিন্তু তিনি কেবল দাঁড়িয়েই ছিলেন। দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে না দাঁড়ালে ৬৯তম মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোল পেতে পারত লিভারপুল। কিন্তু, দিয়াসের কোনাকুনি জোরাল শটটি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে দূরের পোস্টে লাগে। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে প্রতিপক্ষের দারুণ একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন এভারটন গোলরক্ষক। বক্সের বাইরে থেকে হার্ভি এলিয়টের জোরাল শট ক্রসবার ঘেঁষে জালে জড়াতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে কোনোমতে এক হাত দিয়ে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান পিকফোর্ড। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে আরেকটি পরিষ্কার সুযোগ পায় সফরকারীরা। কিন্তু সালাহর শটও দারুণ নৈপুণ্যে রুখে দিয়ে জাল অক্ষত রাখেন পিকফোর্ড। ভীষণ খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মরসুমে লিগে এবছর এই প্রথম টানা দুটি জয় পেল এভারটন। তাতে অবনমনের শঙ্কা এড়ানোর লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান আরেকটু শক্ত করল তারা। ৩৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বর এভারটন। তাদের চেয়ে ৮ পয়েন্ট কম নিয়ে ১৮ নম্বরে লুটন টাউন।

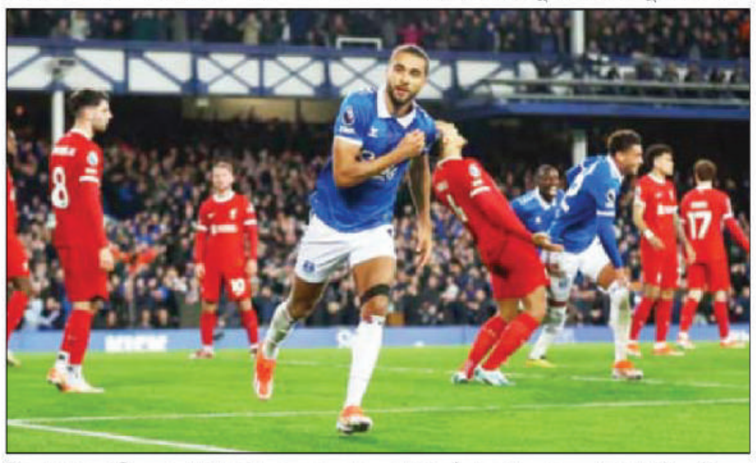

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com